উপক্রমণিকা ।

দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত দ্বিজ সর্ব্বেশ্বর ।
গুণাকরে জিজ্ঞাসিল যোড় করি কর ॥
কহ মহাশয় কেবা, পুরুষ রতন ।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কোন জন ॥
কোথায় নিবাস এই কাহার নন্দ
নীলগিরি আল রূপে মন্মথমোহ
রতি জিনি কে রমণী বুঝি ভার্য্যা হবে ।
আদি অন্ত ইহার বিস্তার করি কবে ॥
শুনিয়া ঈষৎহাসি কন গুণাকর ।
শুন সখা কহিব ইহার আদ্যন্তর ॥

মন্মথ কাব্য।

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর সেনের শাপ বিবরণ।

যথা। তথা পতিতপাবনী হয়ে যদি না তার।
ত্রিলোক তারিণী নাম [illegible] ॥

পদ্য।

সর্ব্বেশ্বর প্রতি তবে কন্ গুণাকর।
বিস্তারিয়া কহি কথা শুন অতঃপর॥
দেব, যক্ষ নহে এই রাজার তনয়।
সামান্য পুরুষ নহে জানিহ নিশ্চয়॥
অতি প্রিয় বর পুত্র হয় কালিকার।
দেখিলে যে কন্যা এই, বর-কন্যা তাঁর॥
নীলাম্বর ধরে নাম ইন্দ্রের তনয়।
ছায়াবতী নামে তাঁর সিমন্তিনী হয়॥
কালিকার মন্ত্রে, উপাসনা দোঁহাকার।
পুজয়ে কালিকা পদ জানি সর্ব্বসার॥

একদিন সুরপুরে বসি সুরেশ্বর।
চতুষ্পার্শ্বে সুবেষ্টিত যতেক অমর ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি, দেবঋষিগণ।
সভায় আছেন বসি সবে বিচক্ষণ ॥
অপ্সরিগণেরে আজ্ঞা দিল সুরপতি।
আজি নৃত্য কর মেলি যতেক যুবতী ॥
শুনিয়া মেনকা আদি উর্ব্বশী অপ্সরী।
তিলোত্তমা ঊষা রম্ভা নাচে বিদ্যাধরী ॥
একভিতে থাকি নৃত্য দেখি নীলাম্বর।
কটাক্ষে দেখিয়া হাসে মদনে কাতর ॥
হাস্য দেখি কুপিল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মদনে মোহিত হাস্য বুঝিয়া অন্তর ॥
ক্রোধেতে বলিল শোন্ ওরে দুরাচার।
ইন্দ্রপুত্র বলি তুমি কর অহঙ্কার ॥
এ স্থানের যোগ্য তুমি নহ কদাচিত।
মর্ত্ত্যে জন্ম লহ গিয়া কর সুবাঞ্ছিত ॥
এবে পিতৃ সভা তাহে অমর বেষ্টিত।
এস্থানে অপ্সরী নৃত্য দৃশ্য অনুচিত ॥
যদিবা আছিলে, কামরসে মত্ত হলে।
মর্ত্ত্যে গিয়া কামভোগ কর কর্ম্ম ফলে ॥

যে ভাবে বিতর্ক তব সেই খানে গিয়া।
হেথায় আসিবে সেই পীঠ নিরখিয়া॥
শাপ দিয়া শাপান্তর করি তপোধন।
শিষ্য লয়ে তপোবনে করিলা গমন॥
এত শুনি কান্দিতে লাগিল নীলাম্বর।
সকাতরে জানাইল দেবির গোচর॥
চরণে ধরিয়া কান্দে বক্ষ আছাড়িয়া।
কহিতে লাগিল দেবী কারণ জানিয়া॥
প্রারব্ধ খণ্ডন বাছা কভু নাহি হয়।
কল্পকোটি শতান্তেও ভুঞ্জে সুনিশ্চয়॥
দুঃখ ত্যাগ কর বাছা স্থির কর মন।
ধন বর পুত্র তুমি কান্দ কি কারণ॥
ভূতলে জন্মিবে, রাজগৃহে বাছাধন।
কৌতুক হইবে বহু ছায়ার কারণ॥
ছায়াবতী পাঠাইব মরত ভুবনে।
স্বপ্নাবেশে মিলন হইবে দুজনে॥
সদা অন্তরীক্ষে আমি থাকিব সহায়।
ভয় না করিহ পুত্র পাইবে আমায়॥
নীলগিরি মধ্যে আমি সাক্ষাৎ হইয়া।
ত্বরায় আনিব দোঁহে স্বর্গেতে লইয়া॥

এত বলি আশ্বাসিয়া বিদায় করিল।
প্রণাম করিয়া মাকে দুঃখেতে চলিল॥
কম্পিত কৃতান্ত ভয়ে উপায় না জানি।
শঙ্করী শরণে কাটে দিবস রজনী॥

কলিঙ্গ দেশের রাজা সুরসেনের বিবরণ।

ধুয়া। বিষয় বাসনা ত্যজ মন। বৃথা দিন গেল,
কালী কালী বল, শিয়রেতে বসিয়ে শমন।
মিছে এ সংসার, সকলি অসার, মন তুমি
কার, বল কে তোমার, ভবে হবে পার;
তারা কাছে সার, তবে সাঙ্গ সংসার, তারাচরণে॥

পদ্য।

কলিঙ্গেতে সুরসেন নামে নরপতি।
শান্ত, দান্ত, দয়াবন্ত, ধর্মনিষ্ঠ মতি॥
ইষ্ট, মিষ্ট, মিষ্টভাষি, শিষ্ট বলবান্।
সদা হৃষ্টমতি দুষ্টে কালের সমান॥

মহাপুণ্যবান্ রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী সবে দেয় কর॥
দেবী দয়া কিছু মাত্র হ্রাস নাহি হয়।
কিন্তু এক দুঃখ রাজা বিহীন তনয়॥
সুধাংশী রাণীর নাম অতি পতিব্রতা।
একান্ত কালীর পদে হয় ভক্তিরতা॥
ছয় মহাপাত্র হয় রাজার সভায়।
সদে পুত্র হীন, এই মাত্র ব্যথা পায়।
এক দিন মহারাজ বসিয়া নির্জ্জনে।
প্রধান পাত্রেরে কহে অতি খেদ মনে॥
শুন ধনঞ্জয় মহাপাত্র মহাশয়।
দুখানলে জ্বলে সদা আমার হৃদয়॥
কুবের সদৃশ দেখ ঐশ্বর্য্য আমার।
পুত্র বিনা মিছে মোর অতুল সংসার॥
জলচর বিনা যেন, শূন্য জলাশয়।
চন্দ্র বিনা নিশি যেন শোভা নাহি হয়॥
ফল পুষ্প বিনা যেন তরু শূন্যাকার।
গৃহিণী বিহনে গৃহ গৃহির আঁধার॥
রাজ্য, ধন, জন আর চতুরঙ্গ দল।
তনয় বিহীন জনে সকলি নিস্ফল॥

রাজ্যবন্ত ধনবন্ত পুত্রবন্ত জন।
পুত্রবিনা সংসারেতে সব অকারণ॥
ইহ কালে সুখোদয় লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব॥
সকল নিস্ফল মোর হেন পুত্র বিনে।
কেমনে তরিব আমি পিতৃগণ সনে॥
পুরাণেতে শুনিয়াছি পণ্ডিত মুখেতে।
পুত্র হীন নাহি পারে যাইতে স্বর্গেতে॥
যদি কিছু থাকে পুত্র প্রাপ্তির উপায়।
বিচারিয়া মন্ত্রীবর বলহ আমায়॥
নতুবা কি কায মোর এই ধন জনে।
যোগ আচরিব আমি প্রবেশিয়া বনে॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ করি নিবেদন।
পুত্রাপুত্র হয় লোক দৈব নিবন্ধন॥
নিরূপিত যাহা আছে হয় মহাশয়।
কর্ম্ম অনুসারে তাহা ভুঞ্জয়ে নিশ্চয়॥
কিন্তু দেবতারে তুষ্ট করিতে যে পারে।
দেবের প্রসন্নে হয় প্রসাদ তাহারে॥
দেব তুষ্টি উপায় করি যে নিবেদন।
সর্ব্বত্র সম্মত আছে শাস্ত্র আচরণ॥

নিরাশ্রয় দীন দুঃখী দেখিবে যথায়
বাঞ্ছাতীত ধন, বিতরণ কর তায়॥
সে সবার প্রার্থনায় জগত ঈশ্বর।
অবশ্য প্রদান করিবেন পুত্র বর॥
হয় মন্ত্রী আপনার গণে সিংহসন্তান।
তব পুত্র নরশার্দুলে সবে পাবে ত্রাণ॥
হুঁকে শুনি মন্ত্রিবাক্য প্রশংসা করিয়া।
[illegible]
যত দুঃখী দরিদ্রে বিতরিয়া ধন।
অন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে করেন সম্মান॥
মহারাণী করে নিত্য গৌরী আরাধনা।
ভক্তি ভাবে কর স্তুতি হয়ে একমনা॥
কায়মনে করিল অভয়া পদ সার।
নিরন্তর জপে তারা করগো নিস্তার॥

মনমোহনের জন্ম বিবরণ।

ধুয়া। কি আনন্দ গোপীবৃন্দ বৃন্দাবনে।
গোকুল বিহারী হরি হেরি নন্দ ভবনে॥

লঘুত্রিপদী।

[illegible] রাণী, পূজে সুরেশ্বরী,
করে বহু স্তুতি নতি।
[illegible] সুযোগে, শুভ দৈবযোগে,
গর্ভ ধরে গুণবতী॥
নারায়ণ আসি, হৈল গর্ভবাসি,
মায়াবশে কালীকার।
তথা মহামায়া, হইয়া সদয়া,
করিলেন সুবিস্তার॥
ভবের ভবানী, ভাবয়ে ভবানী,
সখ্যভাবে কারে দিব।
ভাবিয়া অন্তরে, সখ্যতার তরে,
পুত্র ছয় পাঠাইব॥
সুরথ ভরত, প্রমথ ক্ষিরত,
মনরথ চিত্ররথ।

শুন বাছাসব, হইয়ে মানব,
কর পূর্ণ মনোরথ ॥
আমার বচনে, ভুবন্ন ভবনে,
কর সবে আগুসার।
কলিঙ্গ নগরে, ছয় মন্ত্রী ঘরে,
চল ছয় সদাচার ॥
শোক কর দূর, সবে সুচতুর,
জনম লহ ধরায়।
লীলার সহিতে, থাকিবে প্রীতিতে,
উদ্ধারিব সবাকায়।
যাকে কোন্ জন, দেখির বদন,
শক্তিসারে শক্তি ধরে।
বন্দিয়া চরণ, চলে ছয় জন,
জন্মে ছয় মন্ত্রী ঘরে ॥
এক কালে প্রায়, মহারাণী ন্যায়,
সবে ঋতুমতি হয়।
খদা, শারদা, প্রমদা, বরদা,
ভবদা, জলদা ছয় ॥
কালিকার বরে, সবে গর্ভ ধরে,
শুনি সুখী মন্ত্রিগণ।

এক দুই মাসে, গর্ভ সুপ্রকাশে,

সবার প্রফুল্ল মন ॥

পূর্ণ দশ মাসে, রাণীর আবেশে,

নীলাম্বর সুপ্রকাশ।

প্রসবিল রাণী, পূর্ণ চন্দ্রখানি,

রূপে আলো করে বাস।

করি রূপ পান, আছিল যে জন,

তাই সংজ্ঞা গেল দূর।

এই নব রূপ, কন্দর্প স্বরূপ,

কোলেতে লইল পরি।

রাজপুত্র দর্শনে রাজার উৎসাহ

ধুয়া। কি হলো কি হলো সই, কালাকাল রূপ হেরি।

মন চাহে নিরখি, আঁখি নিবারিতে নারি ॥

নয়ন হইল কাল, অনিবার হেরি কাল,

অন্তর করিল কাল, বল কি করি। যদি বা

মুদিগো আঁখি, অন্য মন হয়ে থাকি,

হৃদয়ে কালারে দেখি, মন পাসরি:

তারা পদ, কোকনদ, জানি মাত্র সার।
ওমা তারা, নিরাকারা, করগো নিস্তার॥

মনমোহনের সখাগণ এবং মলয়মঞ্জরীর সখিগণের জন্ম।

সুর। ওরে হর যোগেশ্বর আর কেন যোগাসন।
যোগেশ্বরী গিরি ঘরে খেপেছেন দেখ কেন॥

পদ্য।

এইরূপে নিল জন্ম সখা মনোমোহন।
মহানন্দে হৈল পূর্ণ রাজার ভবন॥
জ্ঞাতি বন্ধু আত্মপর করি নিমন্ত্রণ।
সুধাসার স্বাদু দ্রব্যে করান ভোজন॥
ক্রমেতে হইল ছয় মন্ত্রির সন্তান।
মন্ত্রীবর্গ করিলেন বহুধন দান॥
নৃপতি আনন্দ অতি করিয়া শ্রবণ।
সকলের গৃহে গিয়া করেন দর্শন॥
যেই দিনে যেই মত কুলাচার ছিল।
নৃপ আর মন্ত্রিগণ ক্রমে সমর্পিল॥

দিন দিন বাড়ে শিশু পরম সুন্দর।
সিত পক্ষে যুবা যেন হয় শশধর॥
ছয় মন্ত্রীপুত্র সহ আপন কুমার।
একত্র রাখিয়া রাজা দেখে চমৎকার॥
মন্ত্রী পুত্রগণে রাজা সম স্নেহ করে।
আপন আলয়ে সদা রাখে সমাদরে॥
পঞ্চম বৎসর ক্রমে বয়স হইল।
বিদ্যা অধ্যয়ন হেতু প্রবর্ত্ত করিল॥
এমন সময়ে দেবী অন্তরে জানিয়া।
ছায়া আদি দাসিগণে কহেন ডাকিয়া॥
শুন সবে চল এবে অরুর ভবন।
মণিপুরে গিয়া জন্ম লহ সাত জন॥
শুন ছায়া, জন্ম গিয়া রাজার গৃহেতে।
চন্দ্রহংস জায়া চন্দ্রকলার গর্ভেতে॥
অমলা, বিমলা, নীলা, সরলা, চপলা।
যাহ ছয় মন্ত্রীগৃহে সহ চিত্রকলা॥
মন বাক্যে ছয় জন স্বগর্ভে জন্মিবে।
একত্র ছায়ার সখি হইয়া রহিবে॥
কিছুদিন পর পাবে স্বপতি তথায়।
ত্বরায় আসিবে পুনঃ লইয়া হেথায়॥

শুনিয়া দেবির আজ্ঞা করিল স্বীকার।
অবনি গমনে হৈল সবে আগুসার॥
তথা মণিপুরে চন্দ্রহংস নরপতি।
তাঁর ভার্য্যা চন্দ্রকলা, পূজে ভগবতী॥
ছয় মন্ত্রী নারী সহ দেবী পূজা করে।
সবে ধরিলেন গর্ভ কালিকার বরে॥
আছিলা অপুত্র সবে দেবী কৈল দয়া।
কন্যা-বর সকলে দিলেন মহামায়া॥
দশমাস দশদিন পূরিত হইল।
একদিনে সপ্ত নারী কন্যা প্রসবিল॥
দেখি রাজা মন্ত্রী সহ হন চমৎকার।
জানিলেন দৈব বল দয়া কালিকার॥
এরূপ স্বরূপা নহে ষোলকলা যিনি।
ভুবন জিনিয়া রূপ যেন সৌদামিনী॥
সুখের সাগরে মগ্ন রাণীর সহিত।
আছিল যে কুলাচার কৈল রাজনীত॥
মনোমত কন্যা রাজা দেখি আপনার।
শ্রীমনমুঞ্জরী নাম রাখিল তাহার॥
নিজ মন রম্য নাম রাখে মন্ত্রিগণ।
পশ্চাৎ বর্ণিব সেই নাম বিবরণ॥

শশিকলা সম যেন বাড়ে দিন দিন।
মিলি মন্ত্রীকন্যা যত খেলে প্রতিদিন॥
অপরূপ রূপ ধরে রাজার নন্দিনী।
কিবা চারু কেশপাশ ভুবনমোহিনী॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
সবার সমান রূপ হেরে মুগ্ধ মন॥

মনমোহনের বিদ্যাভ্যাস ও পরীক্ষা।

বিদ্যার পরীক্ষা তুমি লও হে রাজন।
অধ্যয়ন কি শাস্ত্র করিল মনমোহন॥
এক এক গুণে গুণি মন্ত্রী পুত্রগণ।
সকল গুণেতে গুণী তোমার নন্দন॥

পয়ার।

মন্ত্রী পুত্রগণ সনে রাজার নন্দন।
একত্রে করেন সুখে শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
ব্যাকরণ স্মৃতিশাস্ত্র কাব্য অভিধান।
রাজনীতি আদি করি নিদান পুরাণ॥

অস্ত্র বিদ্যা মল্লবিদ্যা আদি যত হয়।
ক্রমেতে শিখিল সব রাজার তনয়॥
মন্ত্রী পুত্রগণ সনে সখ্যতা ঘটন।
একত্রেতে অধ্যয়ন শয়ন ভোজন।
ক্ষণমাত্র কেহ কারে ছাড়িতে না পারে।
সকলেই করে মান্য রাজার কুমারে॥
চতুর্দ্দশবর্ষে হৈল নিপুণ বিদ্যায়।
এক এক গুণে সবে জিনয়ে সভায়॥
কাহার কেমন বিদ্যা যেমন বর্দ্ধন।
বিদ্যার পরীক্ষা গুরু করে সে কারণ॥
সর্ব্বগুণে বিশারদ রাজপুত্র জানি
আশীর্ব্বাদ করিলেন শিরে ধরে পাণি॥
ছয় মন্ত্রীপুত্রের করিলা পরীক্ষণ।
একে একে কহি তার সকল লক্ষণ॥
ধনঞ্জয় প্রধান সচিব স্থপতির।
তার পুত্রে দেখিলেন অতিশয় ধীর॥
নানাশাস্ত্র বিশারদ সর্ব্বগুণান্বিত।
আশীর্ব্বাদ করিলেন গুরু যথোচিত॥
সন্তুষ্ট হইয়ে গুরু সাক্ষাৎ সবার।
শ্রীরঙ্গমোহন নাম রাখিল তাহার॥

মৃত্যুঞ্জয় পুত্রে তবে ডাকি অনন্তর ।
শাস্ত্রের পরীক্ষা লন জিজ্ঞাসে বিস্তর ॥
সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্র প্রতি প্রীতি অতি তার
শ্রীজ্ঞানমোহন নাম করিল প্রচার ॥
তৃতীয় চিকিৎসা পটু সঞ্জয় নন্দন ।
দেখি গুরু নাম দিলা শ্রীগুণমোহন ॥
চতুর্থ নিপুণ চিত্রে শ্রীচিত্রমোহন ।
পঞ্চম পাত্রের পুত্র রত্ন পরীক্ষণ ॥
শ্রীরত্নমোহন নাম করিল তখন ।
ষষ্ঠ রাগ তান মানে অতি সুলক্ষণ ॥
অতএব রাখে নাম শ্রীরাগমোহন ।
সঙ্গে লয়ে গেলা গুরু নৃপতি সদন ॥
সিংহাসনে বসিয়া আছেন নরপতি ।
পুত্রের বদন হেরি প্রফুল্লিত মতি ॥
গগণ ত্যেজিয়া কি আপনি শশধর ।
ভূতলে আইল রাজা সভার ভিতর ॥
এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখেন সভাজন ।
পিতার চরণ বন্দে শ্রীমনমোহন ॥
প্রণমিয়া করপুটে আছে দাণ্ডাইয়া ।
মন্ত্রী পুত্রগণ তবে রাজারে বন্দিয়া ॥

নিজ নিজ পিতার চরণে প্রণমিল।
রাজপুত্র পার্শ্বে, ছয় জন দাণ্ডাইল॥
মন্ত্রীসহ সহ, সুখ হইল রাজার।
মনে বুঝিলেন এ প্রসাদ কালিকার॥
হাসি সর্ব্বজনে জিজ্ঞাসিল মহা ভূপ।
কি বিদ্যা শিখিলে সবে বলহে স্বরূপ॥
পরীক্ষা দিলেন গুরু ক্রমে সবাকার।
সভাসদ সকলেই হন চমৎকার॥
রসমোহনাদি নাম শ্রবণ করিয়া।
অধ্যাপকে কহে রাজা বহু প্রশংসিয়া।
গুণ যোগ্য গুরু নাম দিয়াছে সবার।
আজি হৈতে এই নাম হইল নির্দ্ধার।
এতবলি পুত্রে তবে সখীগণ সনে।
অন্তঃপুরে পাঠাইল সকৌতুক মনে॥
মায়ের চরণে, রাজপুত্র করে নতি।
পুত্র মুখ দেখি রাণী প্রফুল্লিতা অতি॥
স্নেহ ভরে রাণী ক্ষীর দুগ্ধ ভুঞ্জাইল।
ভোজনান্তে সখা সনে বাহিরে আইল॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে সখাগণ সঙ্গে।
রাজ আজ্ঞা লয়ে মৃগয়ায় যান রঙ্গে॥

দেখে ঘোরতর বন আনন্দ হৃদয়।
সতত কাননে ছয় সখা সঙ্গে রয়।
পক্ষান্তরে গৃহে মাত্র করয়ে গমন।
দেখি তবে নিজ মনে বিচারে রাজন॥
কানন সমীপে এক আবাস রচিতে।
মন্ত্রীরে নিদেশ দিলা কুমার প্রীতিতে॥
অতি মনোহর [illegible]
সখা সহ পুত্র তথা সুখে নিবসিবে॥

মনমোহনের উদ্যান বর্ণন।

শুন ওহে পাত্র যদি আবাস রচিবে।
কুলকুণ্ডলিনী কালী মায়েরে স্থাপিবে॥
শিল্পী আনি কাব্য মত উদ্যান করিবে।
যেন রতিপতি সহ মদন বিহরিবে॥

পয়ার।

রাজার আদেশে ধনঞ্জয় মন্ত্রীবর।
নৃপপুত্র সন্নিধানে চলিল সত্বর॥

বসিয়াছে রাজপুত্র সখাগণ সঙ্গে।
নানা বিদ্যা বিচার করয়ে সবে রঙ্গে॥
মন্ত্রিরে দেখিয়া বহু সম্মান করিল।
নৃপতির অভিপ্রায় মন্ত্রী জানাইল॥
শুনি হরষিত হয়ে রাজার নন্দন।
মন্ত্রিরে কহিছে তবে মধুর বচন॥
মম মন যোগ্য যাহা জানিয়া রাজন।
নিজ মন্ত্রণায় মন্ত্রী করহ রচন॥
কালিকা আলয় এক তথায় রচিবে।
স্বর্ণময়ী কালিকার প্রতিমা স্থাপিবে॥
এতেক শুনিয়া মন্ত্রী বিদায় হইল।
কর্ম্মে বিশারদ কর্ম্মি অনেক ডাকিল॥
নগরের প্রান্তে যথা বন সন্নিধান।
বিচিত্র আবাস মন্ত্রী করয়ে নির্ম্মাণ॥
দেবির প্রসাদে করে স্ফটিকে মণ্ডিত।
মণি মুক্তাহারে ভিত্তি করে সুখচিত॥
চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, পদ্মরাগ মণি।
নীলকান্ত, মণি তার স্তম্ভে সুগাঁথনি॥
মুক্তাহার দোলে গৃহে অতি শোভা পায়
নির্ম্মাণ করিয়া কালী রাখিল তাহায়॥

কুমারের আবাস রচিল শিল্পিগণ।
অতুলনা পৃথিবীতে তাহার গঠন॥
শ্বেত, নীল, লোহিত প্রস্তরে ভিত্তি করে।
চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, রাখে থরে থরে॥
আবাসের অষ্টদিগে পুষ্পের কানন।
মল্লিকা, মালতি, জাতি, যূথিকা, কাঞ্চন॥
বক, কুরুবক, সুচম্পক মনোহর।
পলাশ, রক্তনাশোক, জবাদি, টগর॥
নানা বন করবির, নন্দ্যক, মান্দার।
স্বর্ণঝিন্টী, পদ্ম, যূথী, পারুল অপার॥
কুন্দ, কোবিদার, নাগকেশর সুন্দর।
গেঁদাগ পারুলজবা, গোলাপ বিস্তর॥
সেফালি, রজনীগন্ধা, সূর্য্যমণিগণ।
সর্ব্ব ঋতু কুসুম উদ্যানে সুশোভন॥
দুই পার্শ্বে পূগশ্রেণী সুমার্গ রচিত।
প্রান্তে দেবদারু আর বকুল বেষ্টিত॥
স্থানে স্থানে সরোবর সুন্দর নির্ম্মাণ।
শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত সুসোপান॥
সরোবর ধারে বেড়ি পুষ্প তরুগণ।
তার প্রতিবিম্বে মন করে আকর্ষণ॥

কমল, কহ্লার, কুমুদিনী শোভে নীরে।
ক্রীড়া করে চক্রবাক, চক্রবাকী ফিরে।
বলাহক, সারসাদি জলচরগণ।
সরোবরে ক্রীড়া করে দেখিতে মোহন
কুহরে কোকিল, অলি করয়ে ঝঙ্কার।
ময়ূর ময়ূরী কেলি, করে অনিবার॥
পঞ্চবাণ হাতে লয়ে আপনি কন্দর্প।
সদা সুসজ্জিত হয়ে করে অতি দর্প॥
বসন্তের সঙ্গে তথা মূর্ত্তিমান রহে।
যুবক যুবতিগণে অনিলনে দহে॥
এইরূপে আবাস রচিয়া মন্ত্রীবর।
জানাইল গিয়া মনমোহন গোচর॥
শুনিয়া কুমার নিজ সখাগণ সঙ্গে।
উদ্যানে প্রবেশ করিলেন অতি রঙ্গে॥
স্থান শোভা দেখিয়া মানিল চমৎকার।
ধনঞ্জয়ে করিল অনেক পুরস্কার॥
সসব্যস্তে গেল তবে কালী দরশনে।
দেখিয়া বাড়িল সুখ না ধরে নয়নে॥
তবে ভারে ভার সব দ্রব্য আনাইল।
পুরোহিত আনি দেবী প্রতিষ্ঠা করিল॥

ধূপ, দীপ, গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কারে।
ঘৃত, মধু, নৈবিদ্যাদি, ষোড়শোপচারে॥
ছাগ, মেষ, মহিষ, অশেষ বলিদান।
নিয়মিত করি দিল পূজার বিধান॥
নির্ম্মিত আবাসে তবে আসিয়া কুমার।
আসনে বসিল সঙ্গে সখা পরিবার॥
দেখিয়া উদ্যান শোভা প্রফুল্লিত মন।
অট্টালিকা বৃক্ষাদিতে অতি সুশোভন॥

মনমোহনের স্বপ্নাবেশে মনমুঞ্জরীর
রূপ বর্ণন।

মন মোহিল মন্মথ মোহিনী।
অঙ্গআভা স্থির সৌদামিনী॥

ত্রিপদী।

রূপে সুকুমার, সখা সঙ্গে সুবিহার,
বসবাস কুসুম উদ্যানে।
নিত্য পূজে মহামায়া, বাঞ্ছা কালী পদছায়া,
অন্য আশা নাহি করে মনে॥

এক দিন নিশিযোগে, শয়ন করিল যোগে,
চিন্তা করি চণ্ডীর চরণ।
কুহরে কোকিলগণ, বহে মন্দ সমীরণ,
নিদ্রা যায় রাজার নন্দন॥
স্বপ্নেতে দেখেন রঙ্গে, বন্ধুগণ লয়ে সঙ্গে,
উপনীত হৈল মণিপুরে।
দেখি সেই রাজধানী, মনে চমৎকার মানি,
কহিছেন সকল বন্ধুরে॥
পৃথিবীতে স্থান ভাই, মণিপুর সম নাই,
পরম সুখদ চমৎকার।
এত কহি সখা সঙ্গে, উদ্যানে প্রবেশি রঙ্গে,
উথলে আনন্দ অনিবার॥
দেখে পুষ্প নানাজাতি, তাহার সৌরভে মাতি
কন্দর্পেরে করয়ে উদয়।
সখাগণ সঙ্গে লয়ে, বিহরিছে সুখী হয়ে,
সেই স্থানে রাজার তনয়॥
চন্দ্রহংস নরপতি, মণিপুর অধিপতি,
শ্রীমনমুঞ্জরী তার সুতা।
আচম্বিতে তাররূপ, সখা সঙ্গে দেখে ভূপ,
উদ্যানে আইল হৃষ্টযুক্তা॥

উভয়ের স্বপ্নযোগে পরিচয়।

গীত। কিবে রসিক রসিকা বিহরে। অনঙ্গেতে অঙ্গ দহিরে॥ জ্ঞান হারায়েছে, সাধি নিজ কাম, লাজ ভয়ে আর কি করে॥ সময় পাইয়া, মদনে মাতিয়া, কুহু কুহু কুহরে। রসে পর পর, অধরে অধর, ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥ রসের তরঙ্গে, ভাসি নানা রঙ্গে, নাচায় ময়ূরী ময়ূরে॥ সখিগণ মেলি, করে নানা কেলি, অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চারে। হেরি পুলকায়, হাস পরিহাস, তারা উল্লাস অন্তরে॥

পদ্য।

রাজপুত্র তারে স্বপ্নে দেখিছে যে রূপ।
রাজকন্যা রাজপুত্রে দেখে সেইরূপ॥
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাহিক ইহায়।
সমস্বপ্ন দোঁহাকার কালীর ইচ্ছায়॥
স্বপ্নেতে কুমার, কন্যা-রূপ নিরখিয়া।
বিহ্বল হইয়া পড়ে অধৈর্য্য হইয়া॥

শ্রীমনমোহন রূপ হেরি রাজকন্যা।
ধৈর্য্য হরি ধরণীতে পড়িলেন ধন্যা॥
কিঞ্চিৎ বিলম্বে স্থির হোয়ে দুই জন।
অনিমিখে দোঁহে হেরে দোঁহার বদন॥
তবে মনমুঞ্জরী হইয়া সকাতর।
মৃদুস্বরে কুমারে জিজ্ঞাসে যুড়িকর॥
কে তুমি কামিনী চোর হেথায় আইলে।
কটাক্ষেতে মন প্রাণ হরিয়া লইলে॥
ভক্তিভাবে যেই আমি কালি পূজিলাম।
সেই ফলে হেন পতি বুঝি পাইলাম॥
চন্দ্রহংস ভূপ মণিপুর অধিকারী।
শ্রীমনমুঞ্জরী আমি তাহার কুমারী॥
কি নাম তোমার কহ তনয় কাহার।
বিধির ঘটনা ইহা জানিলাম সার॥
এতেক শুনিয়া রাজপুত্র তারে কয়।
শুন ও রাজকুমারি মম পরিচয়॥
কলিঙ্গাধিপতি সুরসেন গুণধাম।
তাঁর সুত শ্রীমনমোহন মম নাম॥
আজি আমি শুভযোগে হেথা আইলাম।
হেলায় অমূল্য রত্ন দৈবে পাইলাম॥

উভয়ে উভয় মন আকর্ষিত ছিল।
বাক্যের কৌশলে সুখ অধিক বাড়িল।
কন্যার সঙ্গেতে ছিল সখী ছয় জন।
মাল্য আনয়ন ছলে কৈল নিয়োজন॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া সখিগণ মালা আনে।
ছলেতে রাখিল রাজপুত্র সন্নিধানে॥
সুচতুর রসিক নাগর, রসরাশি।
দিল লয়ে মালা রাজকন্যা গলে হাসি॥
তবে আর মালা করে লয়ে রাজবালা।
বড় বড় গলে তুলে দিল বরমালা॥
দোহার বিবাহ দোহে হরষিত অতি।
সুমিলন দুইজন যেন কাম রতি॥
দেখি দোহাকার বিভা সুখী সখিগণ।
উভয় বিষয় বটে ভাল এ স্বপন॥

মনমোহনের স্বপ্নে বিহার।

ধুয়া। কি হেরি অবলা বুদ্ধি আর নাহি হেরি।
তড়িতেরপুঞ্জ কিবা নব মেঘে আছে ঘেরি॥

তূণক ছন্দ।

রাজ অঙ্গজা যবে মনে প্রমোদ মানিছে।
পঞ্চবাণ করি সান্ধি মর্ম্ম তার হানিছে॥
ঘোর বাড়বানলে নিতান্ত অঙ্গ দহিছে।
মৌনভাব মানসে নবীন অঙ্গ চাহিছে॥
পাদ অগ্র ভূমিতে নখে লিখি ধনি ধরা।
অলিবর্গ ভাব জানি কৈল তল্প সুত্বরা॥
ভূপ নন্দিনী তথায় রাখি মোদ অন্তরে।
হাসিয়া কহে বরে চলপ্রিয়া গৃহান্তরে॥
শ্রীমনমোহন হাসি গৃহ মধ্যে যাইয়া।
তল্প মধ্যে কামিনী বার সঙ্গ পাইয়া॥
সাদরে সমাদরে ধরি প্রিয়া করে করে।
হাস্য কৌতুকাদি কাব্য নাগরেন্দ্র আচরে।
নব্য রঙ্গ হেতু কামিনী মনে সলজ্জিতা।
সাধনে অনেক শেষ হৈল লাজ জজ্জিতা॥

নাগ রঙ্গনায় কাম ভুঞ্জিছে বিনি-রে।
প্রেমরজ্জু বান্ধিছে সুবন্ধনে পরস্পরে॥
তৃপ্ত মানসে দুঁহুঁহার কেলি কৌতুকে।
তোষিছে প্রপূর্ণ বাসনা করে সুকৌতুকে।
স্বপ্নযোগে রঙ্গ ছন্দ তুণকে প্রকাশিয়া।
তারকে কহে বিচিত্র নব্য কাব্য হাসিয়া

মনমোহনের মূর্চ্ছা।

মালকোষ রাগ। তাল হরি।

ঈষদ হাসিয়া হরিল আমার প্রাণ বিধুবদনী। কিবা শোভা তার, কুন্তলের ভার, নিবিড় নিরদ জিনি॥ ভুরু শরাসন, তাহে কালাঞ্জন, পঞ্চবাণে বিনোদিনী। আকর্ণ পুরিয়ে, ভুরু বিনে প্রিয়ে, সন্ধান করিছ ধনি॥ প্রভাতে অরুণ, যেন দীপ্তমান, শ্রবণে কুণ্ডল শুনি। হেরিয়ে কুণ্ডল, হৃদয় কমল, প্রফুল্ল হয় তখনি॥

পদ্য।

স্বপ্নযোগে বিহরয় হৈয়ে সুমগন।
আচম্বিতে নিদ্রাভঙ্গ হৈল মনমোহন॥

আঁখি মুদি নৃপসুত ভাবে অতিশয়।
সত্য কি স্বপ্ন ইহা না হয় নিশ্চয়॥
ভাবিল জাগ্রত নহি আছি প্রিয়াসঙ্গ।
ইহাই স্বপন যাহা বোধ নিদ্রাভঙ্গ॥
এত অনুমান করি নিশ্চয় করিল।
পার্শ্বে রাজকন্যা ভাবি হস্ত বাড়াইল।
প্রেয়ার না গায়ে পড়ে পড়িল শয্যায়।
চমকিত হয়ে তবে আঁখি মিলি চায়।
তখন জানিল নিজ উদ্যানে শয়ন।
ক্রীড়া যে করিল সেই হইল স্বপন॥
নয়ন মুদিয়ে পুনঃ-দেখিবারে চায়।
ক্ষণ মাত্র চেয়ে থাকি করে হায় হায়॥
নাম ধাম রাজপুত্র সকল ভুলিয়া।
খাটে হোতে পড়ে ঘোর নিশ্বাস তেজিয়া॥
নিশ্বাসের শব্দ যেন প্রলয়ের ঝড়।
অচেতনে পড়িল হইল অঙ্গ জড়॥
রঙ্গ-মোহনাদি সবে গৃহান্তরে ছিল।
শব্দ শুনি ত্রস্ত হয়ে সমীপে আইল॥
দেখে রাজ-তনয় হইয়া অচেতন।
ভূমে পড়ি আছে কিছু না কহে বচন॥

নিশ্বাসের অনুভব, কিছুমাত্র হয় ।
বিপদ ভাবিয়া সবে পাইলেন ভয় ॥
বদন সিঞ্চন করে সুশীতল নীরে ।
আর্দ্র বস্ত্রে ব্যজন করয় ধীরে ধীরে ॥
বহু যত্নে রাজপুত্র নয়ন মিলিয়া ।
কিছুই না কহে মাত্র দেখয়ে চাহিয়া ॥
না হেরে ভাবিনী সে কামিনী রূপবতী ।
পুনর্ব্বার মুদে আঁখি না কহে ভারতী ॥
পুনঃ পুনঃ সখাগণ যত জিজ্ঞাসিল ।
অচেতন ন্যায় রহে, উত্তর না দিল ॥
বিষম সঙ্কট সবে ভাবিয়া মনেতে ।
গৃহান্তরে গমন করিল সকলেতে ॥
রাণী স্থপে জানায় অশিব সমাচার ।
ব্যাকুল হইল তবে, দেখিয়া কুমার ॥
রাণী নিজ শিরোপরি করাঘাত করি ।
পুত্র কোলে করি কাঁদে বিলাপ আচরি ॥
যতনে চেতন করি যত জিজ্ঞাসিল ।
কুমার কাহারে কোন উত্তর না দিল ॥
পুনর্ব্বার নয়ন মুদিয়া মৌনে রহে ।
পুত্র দুখে রাণী নৃপতির অঙ্গ দহে ॥

রাজপুত্র নেত্রমুদি ভাবে অনিবার।
ছাড়িয়ে ভোজন নিদ্রা খেদিত অপার ॥
তিন দিন উপবাসী করি দরশন।
জননী ক্রন্দন করে ভাবে সর্ব্বজন ॥
কি হলো কি হলো হায়! ভাবে মহারাজ
উপায় জিজ্ঞাসা করে সভার বিরাজ ॥
নিত্য আসি দেখে রাজা পুত্রের বদন।
বাক্য না শুনিয়া হয় বিষাদিত মন ॥
চতুর্থ দিবসে সবে গেলেন দেখিয়া।
ছয় সখা মাত্র কাছে আছয়ে বসিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে রাজপুত্র মিলিয়া নয়ন।
দেখিলেন নিজ পাশে সখা ছয় জন ॥
নয়ন প্রকাশ দেখি সুখী সখা হয়।
আনন্দিত মনে সবে মৃদুস্বরে কয় ॥
বুঝি নিশা সুপ্রভাত আমা সবাকার।
আঁখিতে দেখিনু আঁখি কমল তোমার ॥
কি কারণ প্রিয়সখা হইলে এমন।
প্রকাশ করিয়া কহ তার বিবরণ ॥
যে, আজ্ঞা করিবে, তাহা অবশ্য পালিব।
প্রাণ দিয়ে হিত হয় তাহাও করিব ॥

সখাগণ বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
আশ্বাস পাইয়া তবে করি সম্বোধন॥
কহিল, হে সখাচয় সেই বিবরণ।
তোমাদের সন্নিধানে প্রকাশি এখন॥
সে নিশি উদ্যানে আমি করিয়া শয়ন।
স্বপ্নে তোমাদের সহ করিয়া গমন॥
রম্য এক দেশে; রম্য উদ্যানেতে গিয়া।
ভুলিলাম রম্যা এক রামারে দেখিয়া॥
রূপে জিনি রতি সেই রাজার নন্দিনী।
প্রাণ মন নয়নের আনন্দ-দায়িনী॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি করি তার সঙ্গে।
রতি রস ভুঞ্জিতে ছিলাম অতি রঙ্গে॥
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ রঙ্গ হারাইয়া।
ব্যাকুল হইল মন আর না হেরিয়া॥
কি কহিল কিছুই না, জানি তার পরে।
জননী ক্রন্দন মাত্র শুনিলাম ঘরে॥
দুঃখের কারণ সখা দেখহ ভাবিয়া।
এত বলি চক্ষু মুদে নিশ্বাস ছাড়িয়া॥
সখাগণ মাঝে সব করিলে বর্ণন।
আদ্যোপান্ত বিবরণ করিয়া শ্রবণ॥

আশ্চর্য্য হইল সবে মলিন বদন।
সকলে মিলিয়া যায় রাজার সদন॥
প্রণাম করিয়া কহে সব বিবরণ।
শুনি রাজা ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে কারণ॥
মনে ভাবি মন্ত্রীবর কহিল রাজারে।
হেন স্বপ্ন মিথ্যা কি কখন হোতে পারে?
রাজা বলে কর ত্বরা যে থাকে উপায়।
যত্ন কর যাহাতে কুমার সুস্থ হয়॥
শ্রীমনমোহন যদি সুস্থ নাহি হয়।
অরণ্যে প্রবেশ আমি করিব নিশ্চয়॥
এতেক বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিল।
মনদুখে মন্ত্রীবর কোটালে ডাকিল॥
কোতোয়াল যেন কাল রণসিংহ নাম।
যোড়করে মন্ত্রীবরে করিল প্রণাম॥
মন্ত্রী কহে কোতোয়াল শুন সাবধানে
এই আজ্ঞা প্রকাশ করহ সর্ব্ব স্থানে॥
ভিন্ন দেশ বাসী যে আসিবে. এই দেশে
কহিবে সে দেশবার্ত্তা কুমারে বিশেষে॥
প্রতিপথে রক্ষক করহ নিয়োজন।
সঙ্গে করি আনে যেন ভিন্ন দেশি-জন॥

কোতোয়াল করে কর্ম্ম আজ্ঞা অনুসারে।
স্থানে স্থানে নিয়োজন করিল সবারে॥
বিদেশী পাইলে, কুমারের কাছে আনে।
সখাগণে কহে রাজপুত্র সন্নিধানে॥
সে দেশের বিবরণ কুমারে শুনায়।
মনোনীত কথা কিছু কোথাও না পায়॥

মনমুঞ্জরীর স্বপ্ন ও নিদ্রাভঙ্গে বিলাপ।

শুন হে নরপতি মম নিবেদন।
মণিপুর যাব আজ্ঞা করহ রাজন॥

ত্রিপদী।

তবে গুণাকর কয়, সর্ব্বেশ্বর মহাশয়,
বিবরণ শুন চমৎকার।
মণিপুর অধিপতি, চন্দ্রহংস নরপতি,
শ্রীমন্ মুঞ্জরী কন্যা তাঁর॥
ছয়মন্ত্রী তার হয়, নাম কহি মহাশয়,
নরপতি, গণপতি আর।

বলপতি, দলপতি, জয়পতি, ময়পতি,
এই ছয় সচীব রাজার ॥
এছয়ের ছয় কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরঙ্গমুঞ্জরী।
দ্বিতীয়া জ্ঞানমুঞ্জরী, তৃতীয়া গুণমুঞ্জরী,
চিত্রকারি শ্রীচিত্রমুঞ্জরী ॥
পঞ্চমা রত্নমুঞ্জরী, রত্ন ন্যায় সে সুন্দরী,
শ্রীরস-মুঞ্জরী আদি ছয়।
সদা সকৌতুক মনে, রহে নৃপতি ভবনে,
রাজকন্যা সখি সবে হয়।
সখিগণ লয়ে সঙ্গে, রাজকন্যা আছে রঙ্গে,
আচম্বিতে শুন চমৎকার।
পূর্ব্বের কথিত রূপ, দেখে স্বপ্ন অপরূপ,
বিবরণ শুনিয়াছ তার ॥
পুরুষ মন্মথাকার, উদ্যানে আইল তার,
গান্ধর্ব্ব বিবাহ তার সনে।
মন্বিত রসিক পতি, নানা রঙ্গে রসবতি,
ভুঞ্জে রতি সকৌতুক মনে ॥
মন্মথের হয়ে বশ, বিহরিছে রতি রস,
হেনকালে হয় নিদ্রা ভঙ্গ।

নাম ধাম বিস্মরিয়া, মনচাহে চমকিয়া,
কাঁদে আছাড়িয়া নিজ অঙ্গ ॥
সদা করে হায় হায়, সঙ্গিনীগণেরে তায়,
যত কিছু জিজ্ঞাসে কারণ।
কিছুই না কহে বাণী, শিরে করাঘাত হানি,
অতি খেদে করয়ে রোদন ॥
অনেক যত্নের পরে, ধরি সঙ্গিনীর করে,
নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি সবে ব্যস্ত হয়ে, রাণীরে কহিল গিয়ে,
কন্যার বিতথা জানাইল ॥
চন্দ্রকলা মহারাণী, কন্যার বিতথা জানি,
ধাইয়া গেলেন দেখিবারে।
দশা দেখি রাজরাণী, পরম বিপদ মানি,
বিবরণ জানায় রাজারে ॥
চন্দ্রহংস নরপতি, শুনিয়া কন্যার গতি,
অতি ব্যথা হৃদয়ে পাইয়া।
একামাত্র কন্যা তাঁর, কন্যা পুত্র নাহি আর,
তার দুঃখ দেখিলেন গিয়া ॥
দেখি অতি খেদমনে, আসি নিজ সিংহাসনে,
মন্ত্রীসনে মন্ত্রণা করিয়া।

হেন স্বপ্ন মিথ্যা নয়, করি এই সুনিশ্চয়,
অন্বেষণে দূত পাঠাইয়া ॥
সর্ব্বরাজ্যে দূতগণে, পাঠাইয়া দুঃখ মনে,
সুদাম ব্রাহ্মণে ডাকাইল।
বিনয় করিয়া রায়, বিবরণ কহি তায়,
অন্বেষণ হেতু পাঠাইল ॥
পুরোহিত সহোদর, সুদাম ব্রাহ্মণ বর,
চলিলেন বিদায় হইয়া।
ভ্রমিয়া অনেক দেশ, তথ্য না পাইয়া শেষ,
উত্তরিলা কলিঙ্গেতে গিয়া ॥
দেখিয়া বিদেশিজন, জিজ্ঞাসে রক্ষকগণ,
কোথায় নিবাস মহাশয়।
কহে মণিপুরে ঘর, শুনি কহে অনুচর,
চল যথা রাজার তনয় ॥
সুদাম জিজ্ঞাসে কথা, কি হেতু আমারে তথা
চাহ তুমি লইয়া যাইতে।
সে সব কহিল তবে, ভাবে দ্বিজ অনুভবে,
বুঝি পাব, চেষ্টা যা পাইতে ॥
বিপ্র গিয়া তার সঙ্গে, উপনীত হয়ে রঙ্গে,
দেখিলেন রাজার কুমারে।

নিরখিয়া রূপ তার, মনে জানিলেন সার,
অনুকূলা কালিকা আমারে ॥
কোথা বসতি করিয়া, চুরি করে তথা গিয়া,
বিধাতার ঘটনা দুষ্কর ।
বুঝিলাম তার তথ্য, এপুরুষবর সত্য,
মুঞ্জরীর হৃদয়-তস্কর ॥
[illegible] প্রণমি কয়, মন্ত্রীপুত্র মহাশয়,
পরিচয় লহ এ জনার ।
এখানে আইল শেষ, ভ্রমি নানা দেশ দেশ,
বুঝি ইহা দয়া কালিকার ।

মনমুঞ্জরীর সম্বাদ প্রাপ্তি ।

ইমনভূপালি তাল হরি ।

ধুয়া । প্রাণ কেমন করে, কহিব কারে, কে কবে তারে ।
দিবা নিশি ভাসি আমি নয়ন নীরে ॥
প্রীতিতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে ।
বিষ কি করিল দোষ বলনা মোরে ॥

কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণো বরণ ভাল মম বিচারে॥

পদ্য।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া, মন্ত্রীপুত্র প্রণমিল।
কোথায় নিবাস বলি জিজ্ঞাসা করিল॥
বিপ্র কহে মণিপুর দেশে স্থিতি হয়।
সুদাম আমার নাম শুন মহাশয়॥
মণিপুর নাম শুনি রাজার নন্দন।
দুটি চক্ষু মিলি চাহে বিপ্রের বদন॥
রাজপুত্র বলে তথা কেবা অধিকারী।
সে দেশের কথা কহ আমারে বিস্তারি॥
বিপ্র কহে প্রশ্ন যেই, জিজ্ঞাস্য তোমার।
সেই হেতু দেশে দেশে ভ্রমণ আমার॥
সে দেশের রাজা, চন্দ্রহংস গুণধাম।
তাঁর কন্যা শ্রীমন্মঞ্জরী তার নাম॥
এক কন্যা মাত্র কন্যা পুত্র নাহি আর।
স্বপ্নে দেখিলেন কন্যা অতি চমৎকার॥
মন্মথ আকার এক পুরুষ রতন।
স্বপ্নযোগে তার সহ হইল মিলন॥

ইহা শুনি রাজসুত অধৈর্য্য হইল।
পূর্ব্ব স্বপ্ন অনুমত সকলি মিলিল॥
আনন্দে ক্রন্দন করি কহে সবাকায়।
ঐক্য করিয়াছে বিধি এথায় তথায়॥
মন চুরি করি মম এইত কামিনী।
আমা সহ বিহরিল সে সুখ যামিনী॥
তাহা বিনা দেখি আমি সব অন্ধকার।
সেই বিধুমুখি কি পাইব আরবার॥
হায় পূর্ণ চন্দ্রাননে আছহ কোথায়।
তোমা বিনে প্রাণ নাহি দেহে রাখা যায়॥
অতএব দয়া করি প্রকাশ করিবে।
আমার চাক্ষুষ হয়ে দরশন দিবে॥
এইরূপ বহু খেদ করিয়া অপার।
বাক্য সম্বরিল নেত্রে বহে জলধার॥
সুদাম বলয়ে আর খেদ কি লাগিয়া।
নিজপ্রিয়া পাইবেন মণিপুরে গিয়া॥
মনোনীত কথা শুনি রাজার তনয়।
খেদ ত্যজি হইলেন প্রফুল্ল হৃদয়॥
কহিল যদ্যপি পিতা না দেন বিদায়।
কেমনে তথায় যাব কি হবে উপায়॥

সখাগণ কহে তুমি ধৈর্য্যকর মতি।
বুঝাইয়া লইব রাজার অনুমতি॥
কথা শুনি রাজপুত্র আনন্দ পাইল।
তার সুখে সবাকার সুখ উপজিল॥
মন্ত্রীপুত্র হর্ষচিত্তে নৃপাগ্রে আইল।
প্রফুল্লিত দেখি রাজা তারে জিজ্ঞাসিল॥
কুমার আমার কি হয়েছে ব্যাধিমুক্ত।
নতুবা তোমারে কেন দেখি হর্ষযুক্ত॥
প্রণমি বৃত্তান্ত রঙ্গমোহন কহিল।
শুনিয়া আনন্দে রাজা অধৈর্য্য হইল॥
বিপ্রগণে ভাণ্ডার করিল বিতরণ।
বহু উপচারে পূজে কালিকা চরণ॥
প্রফুল্ল হৃদয়ে পুত্রে দেখিবারে যায়।
পথে মন্ত্রীপুত্র কহে নৃপতির পায়॥
যদি মণিপুরেতে না পাঠান তনয়।
পুনশ্চ তাহার পীড়া বাড়িবে নিশ্চয়॥
শুনি রাজা ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে কারণ।
কহে মন্ত্রী যাইবারে না কর বারণ॥
কারণ জানিয়া রাজা দিলা অনুমতি।
পুত্রের সমীপে আইলেন শীঘ্রগতি॥

রাজ আজ্ঞায় মনমোহনের মণিপুরে গমন।

মন্দিরে একান্তে বাছা মণিপুর যাবে।
মোর মাথা খাও বাপ ত্বরায় আসিবে॥
নাহিল নিতান্তে পুত্র নিশ্চয় জানিবে।
বিলম্ব করহ মারে দেখিতে না পাবে॥

পদ্য।

সমীপে পিতারে দেখি সম্ভ্রমে নন্দন
উঠিয়া করিল তাঁর চরণ বন্দন॥
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা মগ্ন হর্ষ জলে।
অনিমিষে পুত্র মুখ হেরে কুতূহলে॥
মহারাণী শুনিয়া পুত্রের সমাচার।
অন্তঃপুর হৈতে ধায় নেত্রে জলধার॥
বিহ্বল অন্তরে রাণী তথায় আসিয়া।
পুত্রকোলে লইলেন কান্দিয়া কান্দিয়া॥
রাজপুত্র মাতৃপদ বন্দিয়া সাদরে।
পদধূলি লয়ে রাখে নিজ শিরোপরে॥

পুত্রের আনন্দে রাজা আনন্দে ভরিয়া।
কহিতে লাগিল তারে আশ্বাস করিয়া॥
যদিও প্রমাদ গণি তব অদর্শনে।
তথাপি না পারি তব ইচ্ছা নিবারণে॥
সুদাম ব্রাহ্মণ, সখাগণ সঙ্গে করি।
মণিপুরে যাবে বাপ সাজাইয়া তরি॥
আমাদের ত্যাগ করি বিদেশে গমন।
করেছ একান্ত তবে যাইবারে মন॥
শীঘ্র করি আসিবেক বিলম্ব না হয়।
চিন্তিত রহিনু মোরা জানিবে নিশ্চয়॥
এরূপ প্রবোধি ভূপ মলিন বদনে।
নৌকা সাজাইতে আজ্ঞা দিল দাসগণে॥
যদি মণিপুর দ্বিমাসের পথ হয়।
তবু বর্ষ ভোগ্য নৌকা পুরিত করয়॥
সকল সম্ভারে, ডিঙ্গা খানি সাজাইয়া।
মিষ্ট জল বহু পাত্রে দিল উঠাইয়া॥
বড় বড় পাত্রে জল রাখে থারে থারে।
যত্নে সাজাইছে ডিঙ্গা যেনা যত পারে॥
খাট সিংহাসন আদি মছলন্দ সার।
খেলিবার খেলা সব অনেক প্রকার॥

সঙ্গীতের উপযুক্ত লয় যন্ত্রচয়।
বেণু বীণা আদি করি যাহা মন লয়॥
সুসজ্জ ভিঙ্গার সজ্জা করি সর্ব্বজন।
নৃপতিরে সকল করিল নিবেদন॥
পুত্র যাবে বিদেশে রাজার নাহি সুখ।
কাঁদিছে সুধাংশু রাণী হয়ে অশ্রুমুখ॥
মন্ত্রী আর মন্ত্রিনারীগণ দুখোচিত।
রাজ্যের সকল প্রজা হইল দুখিত॥
নিরূপিত দিনে তবে রাজার তনয়।
রাজার সমীপে চলে সঙ্গে সখাচয়॥
সমস্ত রজনী রাজা করি জাগরণ।
রাণী সনে করে প্রাতে কথোপকথন॥
অদ্য করিবেক পুত্র বিদেশ গমন।
এই বাক্য কহি দোঁহে বিষাদিত মন॥
মনদুঃখে উভয়ের নেত্রে নীর ঝরে।
হেনকালে সপ্তজন প্রণমে রাজারে॥

মনমোহনের মণিপুর যাত্রা।

ভীম পলাসি বাহার, তাল জলদ তেতালা।

ধুয়া। বসন্ত সমুদ্র সম তার অর্থ বুঝ অনুমানে।
ফুলতরি অলিগণ, নাবিক তাহে বাধান,
কর্ণধার রতিপতি তরঙ্গ পবনে॥ হিমাংশু
পতাকা তায়, কোকিলেতে সারি গায়,
অতি সুমধুর স্বর শুনিতে শ্রবণে।
সংযোগি সে তরি পর, অনায়াসে হয় পার,
অপার পাথার বোধ বিরহি জনে॥

লঘু ত্রিপদী।

কহে নরপতি, কুমারের প্রতি,
যাবে মণিপুর দেশ।
তোমার বিচ্ছেদে, অতিশয় খেদে,
বুঝি হবে প্রাণ শেষ॥
জনক জননী, ত্যজি গুণমণি,
দূরদেশ তুমি যাবে।
বিলম্ব করিবে, নিশ্চয় জানিবে,
আর না দেখিতে পাবে॥

তবে মাতা তার, কাঁদিয়ে অপার,
কহে তারে কোলে করি।
ত্যজিয়া আমায়, যাইবে কোথায়,
না দেখিয়া যাব মরি ॥
সুত বাপ মায়, অনেক বুঝায়,
কান্দহ কিসের লাগি।
হয়ে স্থির মতি, দেহ অনুমতি,
চরণে বিদায় মাগি ॥
তবে মহারাণী, যাত্রা দৃঢ় জানি,
কান্দিয়া কান্দিয়া কয়।
বধূ লয়ে ঘরে, আসিবে সত্বরে,
বিলম্ব যেন না হয় ॥
যদি কোন দায়, ঘটিবে তোমায়,
করিহ কালিকা ধ্যান।
তখনি অভয়া, হইয়া সদয়া,
করিবে তোমারে ত্রাণ ॥
এতেক কহিয়া, শ্রীদুর্গা স্মরিয়া,
রক্ষা বাঁধি দিল কেশ।
জনক জননী, বন্দিয়া তখনি,
চলে মণিপুর দেশে ॥

সখা সমুদায়, পিতামাতা পায়,
অনুমতি লয়ে সবে।
কুমার সহিতে, চলে হরষিতে,
ডিঙ্গায় গেলেন তবে॥
সাজান ডিঙ্গার, কি কহিব আর,
যেন বায়ুভরে যায়।
বসিবার ঘর, অতি মনোহর,
চন্দ্রাতপে শোভা পায়॥
সখাগণ সাথে, বসিল ডিঙ্গাতে,
কুমার, সুদাম লয়ে।
মনে উঠে ব্যথা, ভাবিপ্রিয়া কথা,
জিজ্ঞাসয়ে রয়ে রয়ে॥
সে কহে ত্বরায়, পাইবে তাহায়,
অধিক বিলম্ব নাই।
এতেক কহিয়া, কাণ্ডারে চাহিয়া,
কহে ডিঙ্গা খুল ভাই॥
হরি ধ্বনি করি, খুলি দিল তরি,
প্রসন্ন অনিল বহে।
তরি বেগে চলে, আনন্দ উথলে,
কালী কালী সবে কহে॥

বহু দেশ পার, হইল কুমার,
দিবা নিশি চলে তরি।
কভু গায় গীত, মধুর সংগীত,
কভু খেলে হাস্য করি॥
তবে দামুদরে, চলে সুখ ভরে,
বহু গিরি দুই পাশে।
দেখি বহু স্থান, তবে বর্দ্ধমান,
বামে দেখি সবে হাসে॥
সর্ব্বমঙ্গলায়, প্রণমি তথায়,
সর্ব্ব মঙ্গলার্থে রায়।
করয়ে প্রার্থনা, পুরক কামনা,
যাতে এ যাতনা যায়॥
এতেক কহিয়া, চলয়ে বাহিয়া,
কত গ্রাম রাখি দূর।
নতুমনপুর, রাখি সুচতুর,
দক্ষিণেতে শম্ভু পুর॥
লিঙ্গ শম্ভু নাথ, করি প্রণিপাত,
রাখি চলে কত গ্রাম।
কহে ত্বরা তরি, বাহরে কাণ্ডারি,
পৌঁছিলে দিব ইনাম॥

বাহিয়া বাহিয়া, জাহ্নবী পাইয়া,
সন্তোষ হইল মন।
শিরে গঙ্গাজল, ধরিয়া নির্ম্মল,
হইলেন সর্ব্বজন॥
সুখে গঙ্গা স্নান, করি মতিমান,
কালীঘাটে আসি পরে।
কালিকা চরণ, করিয়া পূজন,
চলিলেন সুখ ভরে॥
সিন্ধু ভাগীরথী, সঙ্গমে সুমতি,
মহানন্দে করি স্নান।
চাপিয়া ডিঙ্গায়, সুখে সবে যায়,
কভু খেলে কভু গান॥
ডিঙ্গা বেগে চলে, সুখাব্ধি উথলে,
পার হয়ে বহু দেশ।
নীলাচল স্থান, করি অনুমান,
হইল আনন্দ বেশ॥
অষ্টাঙ্গে পড়িয়া, প্রণাম করিয়া,
জগন্নাথ শ্রীচরণে।
হরিবোল মন, বলি সর্ব্বজন,
চলিল কৌতুক মনে॥

এইরূপে চলে, তবে কর্ম্মফলে,
বিপদ ঘটিল তার।
ঘোর ঘন বাত, বহে অকস্মাত,
দিনে হলো অন্ধকার॥
ঘোর মেঘগণ, করিছে গর্জ্জন,
ঘন ঘন বজ্রাঘাত।
না পারে কাণ্ডার, সামালিতে আর,
ভয়ে জড় পদ হাত॥
রাজপুত্র কান্দে, স্থির নাহি বান্দে,
ভাবি রাজকন্যা ব্যথা।
মরি নাহি দায়, কে আর তো যায়,
কহিবে তোমার কথা॥
আমার বিরহে, তব প্রাণ দহে,
কেমনে শীতল হবে।
কর কি উপায়, কিসে এই দায়,
মুক্তি মম প্রাণ রবে॥

মনমোহনের প্রমদার রাজ্যে প্রবেশ।

ধুয়া। কোথা, মা কুলকুণ্ডলিনী। ভব অকুলে-
পড়েছি কুলংদেহি দেহিমে জননী॥
এদিন অধীনের সম্বল বিহীনে, দিনময়ী
দুর্গে তার তারিণী॥ এমা ভবপারাবার,
তারা জানে সার, তাহার চরণতরণী॥

পদ্য।

প্রলয় গর্জ্জন সম গর্জ্জে জলধর।
তরণি তরণ ত্রাসে সবে সকাতর।
রঙ্গমোহনাদি সখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কুমার প্রবোধ করে অস্থির হইয়া॥
স্থির না হইল সেই ঝড় ঘোরতর।
লণ্ড ভণ্ড ডিঙ্গারে করিল অতঃপর॥
আছাড়িয়া ফেলে লয়ে পর্ব্বতের গায়।
খণ্ড খণ্ড হয়ে ডিঙ্গা ভাঙ্গিল তথায়।
নিরূপণ নাহি হয় কে গেল কোথায়
অষ্টজন মাত্র অষ্ট খণ্ড কাষ্ঠ পায়॥

রাজপুত্র আর তার সখা ছয়জন।
সাথে সাত খণ্ড এক সুদাম ব্রাহ্মণ॥
ঢেউ লাগি কেবা কোথা হইল অন্তর।
না দেখে কাহারে কেহ ভাবে অনন্তর॥
রাজপুত্র উচ্চৈঃস্বরে করয় ক্রন্দন।
অকূলে পড়িয়া ভাবে কালীর চরণ॥
সামান্য তরণি মম হৈল ছারখার।
চরণ তরণি দিয়া রাখ মা এবার॥
বলিতে বলিতে ঢেউ রাখে লয়ে ধারে।
তটেতে উঠিয়া চাহে না দেখে কাহারে॥
কি করি কোথায় যাই করে অনুমান।
দিবাকর করিলেন স্বস্থানে প্রস্থান॥
ভাবিয়া উত্তর মুখে গমন করিল।
নগর কিঞ্চিৎ দূরে দেখিতে পাইল॥
প্রিয়ার বিরহ, প্রিয় সখার বিচ্ছেদ।
ভাবিয়া বাড়িল আরো অতিশয় খেদ॥
মনদুখে সেইপথে গমন করিয়া।
নগরের দ্বারে তবে উত্তরিল গিয়া॥
পরম সুন্দর রূপ দেখিয়া তাহার।
নাগরী প্রহরী দেখি মানে চমৎকার॥

জিজ্ঞাসিয়া শুনিল তাহার বিবরণ।
তার দুঃখে দুঃখিত হইল সর্ব্বজন॥
প্রহরী জানায় বিবরণ অধিপারে।
দেখিতে প্রমদা তবে চাহিল তাহারে॥
আজ্ঞাক্রমে রাজপুত্রে লইয়া আইল।
রাজপুত্র অধিপারে সম্মানে বন্দিল॥
প্রমদা সেখানে তারে করি নিরীক্ষণ।
মদনে অধৈর্য্য হইলেন সেইক্ষণ॥
পরে ধৈর্য্য ধরি রামা জিজ্ঞাসে তাহায়।
কে তুমি মন্মথাকার আইলে হেথায়॥
বিষাদ বচনে রাজপুত্র যোড় করে।
ভয়ার্ত্ত হইয়া তারে নিবেদন করে॥
শুন হে ঈশ্বরি আমি রাজার নন্দন।
কলিঙ্গেতে ধাম, নাম শ্রীমন্মোহন॥
যাইতে ছিলাম আমি মণিপুর দেশ।
তরঙ্গে তরণীতল প্রাণ আছে শেষ॥
ছয় সখা সঙ্গে ছিল প্রাণের সমান।
সবে কোথা গেল আমি বৃথা ধরি প্রাণ॥
যা হোক সংপ্রতি এক জিজ্ঞাসি তোমারে
পুরুষ না দেখি কেন এমত নগরে॥

সকল সুন্দরী হেরে, ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি ইহা সন্দেহ কারণে॥
কিবা তব নাম কেবা রাজ্যে অধিপতি।
বিশেষ কহিতে মোরে হয় অনুমতি॥
প্রমদা বলেন শুন রাজার নন্দন।
বিস্তারিয়া বলিতেছি সব বিবরণ॥
বৃষভাক্ষ নামে এই রাজ্যের ঈশ্বর।
প্রমদ আমার নাম তাহার কোঙর॥
এক দিন সজ্জা করি লয়ে সৈন্যগণ।
মৃগ অন্বেষণে নানা প্রবেশি কানন॥
তথায় আছয় এক রম্য সরোবর।
প্রস্তরে নির্ম্মিত ঘাট অতি মনোহর॥
দেবকন্যাগণ আসি সেই সরোবরে।
সকলে একত্র হয়ে জলক্রীড়া করে॥
আচম্বিতে আমি ঘাটে সঙ্গে সেনাগণ।
লজ্জিতা হইল দেখি দেবকন্যাগণ॥
তটেতে বসন আছে উঠিতে না পারে।
ক্রোধাবেশে অভিশাপ দিলেন আমারে॥
স্বরাজ্যে যুবতি হও স্বসৈন্যে সহিত।
সাক্ষাতে উঠিয়া গৃহে যাইব ত্বরিত॥

অব্যর্থ সে বাক্য কভু না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্যে কামিনী রূপ হইনু তখন॥
ছিল হে প্রমদ নাম হইল প্রমদা।
এবে সভাসদ নারী সঙ্গেতে সর্ব্বদা॥
শুনি রাজপুত্র খেদে নিশ্বাস ত্যজিল।
শুনিয়া প্রমদা অতি দুঃখিত হইল॥
একে মন আকর্ষিত আছিল তাহার।
অধিক হইল, রাজপুত্র দুঃখে আর॥
নৃপসুতে কহিলেন আশ্বাস করিয়া।
মম পুরে রহ রায় নির্ব্বিঘ্ন হইয়া॥
তব সখা সকলের উদ্দেশ করিব।
তোমারে তোমার দেশে পাঠাইয়া দিব॥
বিপদে কুমার তবে পাইয়া আশ্বাস।
[illegible]ল তাহার বাক্যে পরম বিশ্বাস॥
প্রমদা দিলেন আজ্ঞা নর্ম্মদার প্রতি।
ইহারে আমার গৃহে রাখহ সংপ্রতি॥
পশ্চাৎ করিব যোগ্য স্থান বিবেচন।
নর্ম্মদা পাইয়া আজ্ঞা করিল গমন॥
অন্তঃপুরে লয়ে গেল প্রমদা ভবনে।
নিযুক্ত করিয়া দিল ডাকি দাসিগণে॥

রন্ধন করিয়া রায় করিল ভোজন।
শ্রম শান্তি করিলেন করিয়া শয়ন॥
নিজ প্রিয়া প্রিয় ভাবি নিদ্রা নাহি হয়।
চিন্তায় রজনী কাটে কোথা সখাচয়।

মনমোহনের প্রমদার সহিত মিলন।

মালকোষ রাগ, তাল হরি।

ধু।। মদনেরে শান্তকর কান্ত মন্ত্রী বসন্ত।
বহে মলয়া মারুত, মন যেরে রোমাঞ্চিত,
মদন দুরন্ত।। কোকিল মন্ত্রীণি তায়,
যার থায় তার গায়, তাহারি নিন্দা[illegible]
খলগণ দেয় তাল, অলিকুল কোলা-
হল, সকলি অশান্ত।

পদ্য।

মনরদার সঙ্গে রাজপুত্রে পাঠাইয়া।
বিরহে প্রমদা আর রহিতে নারিয়া॥

সিংহাসন ত্যজি অন্তঃপুরেতে আসিয়া ।
নৰ্ম্মদা সমীপে যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
জিজ্ঞাসিল কহ কোথা শ্রীমনমোহন ।
নৰ্ম্মদা জানান, ভোজনান্তেতে শয়ন ॥
শুনিয়া ডাকিতে তারে ইঙ্গিতে কহিল ।
বুঝিয়া নৰ্ম্মদা ছলি কুমারে আনিল ॥
নৰ্ম্মকথা কতক্ষণ রয় সংগোপন ।
অন্তর দহিছে আসি দারুণ মদন ॥
পঞ্চবাণে বক্ষ বিদরিছে মুখে লাজ ।
সহিতে না পারি লাজ শিরে হানে বাজ
ভাবে লাজে কি করিবে মন্মথে দহিলে ;
পরে বন্ধু পাবে লাজ সংপ্রীতি বাঁচিলে ॥
চিন্তি নৰ্ম্মদার হাতে প্রমদা কহিছে ।
প্রাণ নাহি রহে মনে অত্যন্ত দহিছে ॥
এইত পুরুষ রত্ন করিয়া দর্শন ।
প্রাণ মন করিয়াছি ইহারে অর্পণ ॥
নৰ্ম্মদা কহেন দিবা ভয় ঠাকুরাণী ।
মানস করহ পূর্ণ কহি স্পষ্ট বাণী ॥
কিম্বা আমি কহি যদি অনুমতি হয় ।
শুনিয়া প্রমদা তারে সুখ ভরে কয় ॥

তবে রাজপুত্রে তুমি বলহ মন্ত্রীণি।
বিনা মুল্যে রাখ পদে মোর মাথা কিনি॥
অনুমতি পাইয়া সে কুমারে বলিল।
শুনি রাজপুত্র ভয়ে কম্পিত হইল॥
নিজ প্রিয়া মনে ভাবি হেঁট মুখে রয়।
দেখিয়া প্রমদা তবে ত্যজে লজ্জা ভয়॥
হাসিয়া আসিয়া ধরি রাজপুত্র করে।
নয়ন কটাক্ষ হানি কহে মৃদুস্বরে॥
শুন রাজপুত্র আমি দেখিয়া তোমায়।
প্রাণ মন সকল সঁপেছি তব পায়॥
প্রাণের ঈশ্বর হও আমি দাসী তব।
আমার মনের দুঃখ কর অনুভব॥
যেই ক্ষণে দেখিলাম তোমার বদন।
সেইক্ষণে পঞ্চবাণ হানিল মদন॥
সহজে তোমার নাম শ্রীমনমোহন।
অবলা বধিতে বিধি করিল গঠন॥
রতিপতি ভয়ে তব লইনু স্মরণ।
মরি প্রাণ যায় যায় দেহ আলিঙ্গন॥
প্রমদার মুখে এত শুনিয়া কুমার।
মনে মনে চিন্তা রূপে করিয়া বিচার॥

বুঝিনু হইল এবে দারুণ বন্ধন।
প্রিয়া সহ আর না হইবে দরশন॥
অস্বীকারে প্রাণদণ্ড হইবে আমার।
স্বীকারে অধর্ম্ম গমনেতে পরদার॥
সহজে যাচিকা নিজ রক্ষণার্থে আর।
বাঁচিলে প্রিয়ারে পাব হইয়া উদ্ধার॥
এত বিচারিয়া তবে প্রবোধি কহিল।
অসম্ভব আজ্ঞা কেন আমারে হইল॥
আপনি অম্বিপা আমি তোমার আশ্রিত।
আমারে এমত আজ্ঞা না হয় উচিত॥
দাসিরে বঞ্চনা না করিহ রাখ রঙ্গে।
আলিঙ্গন দেহ শীঘ্র কামানল দহে॥
এত বলি অম্বিপা ধরিয়া তার করে।
ত্বরায় লইয়া গেল শয়ন আগারে॥
বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি করায় শয়ন।
বিপরীতা বিপরীতে হইল মগন॥
আহা মরি কি আশ্চর্য্য কল্কী অবতার।
আহারে আহারী ধরি করয়ে আহার॥
নারীর অযোগ্য কার্য্য করিল সাধন।
তবে রাজপুত্র সন্তোষিলা তার মন॥

যদি বা প্রকৃতি নহে তথাপিও ত্রাসে।
করিয়া বিবিধ কেলি সুখ সুপ্রকাশে॥
পাইয়া নাগরবর চঞ্চলা নাগরী।
রতিরস আস্বাদন করে মন ভরি॥
রাজ্যের ঈশ্বরী তবে প্রভাতে উঠিয়া।
বাহির হইতে নারে লজ্জার লাগিয়া॥
রাজ সিংহাসনে গিয়া বসিতে না পারে।
কি হইবে কিবা করি মনেতে বিচারে॥
গোপন প্রকাশ হৈলে লজ্জিত অপার।
রাজ্য না পালিলে হয় বিতথা প্রজার॥

মনমোহনের অপ্রকৃতি বিহার।

রাগ মালকোষ, তাল জলদ তেতালা।

স্থা। এক ফুলে ফুলে অলি নহে মানানে।
মন রসরাজ, সদত বিরাজ, সরজাননে।
মধু অধিক যারে, যত্ন করে তারে, তাকে

অন্তরে, থাকিতে কি পারে। মণি বিনে
ফণী, কভু নাহি শুনি, সুখী কাঞ্চনে।
নীরবশে জীবন, তার জীবন, জীবন
বিহনে, তার বাঁচে কি জীবন. যার যেবা
বিধি, দেয় সেই নিধি, তারি গণনে॥

একাবলীচ্ছন্দ।

মনে নানারূপ ভাবি ললনা।
নহে চিন্তা পরে করি ছলনা॥
বুঝি সরলা অতি মন্ত্রীসুতা।
কহিল করে ধরি লাজ হৃতা॥
রসময় সঙ্গ সুখে রহিয়ে।
তুমি সব রক্ষ সপক্ষ হয়ে॥
কহি নিজভার দিয়া যতনে।
মিলিল সুখে উপপতি সনে॥
দিবা যামিনী নহে শান্ত চিতে।
অবিরত আশ করে মিলিতে॥
মদন মদে অতি মত্ত হোয়ে।
বিহরতি প্রিয়া সে কান্ত লয়ে॥

প্রিয় উঠিতে কভু নাহি দিয়া।
রয় শয়নে স্বপনে লইয়া॥
নিরবধি লাজ বিহীন হয়ে।
হৃদিগত সাধ ব্যক্ত করে॥
নৃপসুত যদ্যপি ঘুম-ভরে
শয়ন করে অতি শ্রম করে
করি নিদ্রাভঙ্গ নির্লজ্জবতী।
রতি বিপরীত করে অমতী॥
নৃপসুত নাহি সহে রতিতে।
তবু করিছে রতি ভীত চিতে॥
নিজ রমণী হইতে উঠিতে।
সুখ নয় নাহি মানে হৃদিতে॥
নৃপসুত রহিল এইমতে।
কত দিবসে নিশি অর্দ্ধ গতে॥
হইল সুনিদ্রিত সে অমতী।
নয় কিছুত চেতন ধূমবতী॥
নৃপসুত দৃষ্ট করে স্বপনে।
নিজ রমণী বসিয়া বিমনে॥
ঝর ঝর লোচনে নীর ঝরে।
বদতি বিসাদতি মান ভরে॥

তুমি বসি আছত এ সদনে।
নিরবধি মত্ত হয়ে মদনে॥
হৃদি মম দগ্ধ মম মদনে।
চল মম বল্লভ সে সদনে॥
কপসুত কাতর জানি যবে।
বিরহ মহানল বাড়ি তবে॥
কাঁপিল অশীর ভূবেত ভয়ে।
উঠি নীরবে কিছু ধীর হয়ে॥
ত্যজি ঘর বাহির আইল রে।
বিরহ ভয়ে ভুত পাইল রে॥
সকুসুম কানন মধ্যে গিয়া।
বহু অনুতাপ করে বসিয়া॥
দরশন দেহি পুনশ্চ ভরে।
মদন বিদাহন নাহি সরে॥
অতিশয় নির্দয় আমি বটে।
মম বিরহে তব দুঃখ ঘটে॥
যত যত আছিল খেদ মনে।
করি অনুতাপ কহে সঘনে॥
নয়ন শরে উভু কান্ত পরে।
দ্বিগুণ পরাক্রম তাপ করে॥

অতিশয় আকুল খেদ ভরে।
কভু রয় ধীর অধীর পরে॥
কভু নিরখে অতি ভাব ভরে।
বিধুবদনা সম্মুখে বিহরে॥
হসিত মুখে ধরি তার করে।
ধরিল যথা নিজ বক্ষোপরে॥
হইল বিহ্বল সুখে তখনে।
নিদ্রা দিল হেমবতী নয়নে॥
কবিতা করিয়া ও সাধু বলে।
ডুবিমান করে বিরহ জলে॥
আনন্দে শুনিয়া এ কুতূহলে।
হইল সুনিদ্রিত বৃক্ষতলে॥

প্রবন্ধ। রামকেলিরাগ, তাল ঠুংরি।

রজনীকর না কর দাহ করে। মম অন্তর
মারক দাহক রে॥ কুসুমা করে সুদি-
চাবক রে। হলিমারক মার সহায়ক রে॥
মলয়াচল চঞ্চল মারুত হে। চল সে স্থল
সে দহিতাযুত হে॥ অলিরাজ বিরাজ
সহোগ যথা। যাহি তপ্ত জলে করে যোগ তথা॥

মনমোহনের রত্নাবতীপুরে গমন ।

পদ্য ।

বকুল বৃক্ষের তলে মুদ্রিত নয়নে ।
নিদ্রাগত রাজপুত্র আছে অচেতনে ॥
যক্ষের দুহিতা এক নাম রত্নাবতী ।
রথে ভ্রমে পঙ্কজাক্ষি সখীর সংহতি ॥
প্রমদার পুষ্পোদ্যান মনোরম অতি ।
শোভা দেখি তথায় আইল রত্নাবতী ।
বসন্ত সময়ে নানা পুষ্প বিকসিত ।
মধুগন্ধে মত্ত অলিগণ গায় গীত ॥
মলয়া অনিল তাহে মন্দ মন্দ বহে ।
পুষ্প গন্ধ সহ মিলি বিরহীরে দহে ॥
ফাল্গুণে আগুন শশি বিরহিণী জানে ।
হিমকর মহাভীম কর বলি মানে ॥
উদ্যানে ভ্রমণ করে যক্ষের দুহিতা ।
সখী সঙ্গে রঙ্গে অতি অনঙ্গে পীড়িতা
এইরূপে রত্নাবতী উদ্যানে বিহারে ।
আচম্বিতে রাজপুত্রে নিরীক্ষণ করে ॥

দেখি রূপ, রসকূপ গেল সে ভুলিয়া।
মদন আগুন উঠে দ্বিগুণ জ্বলিয়া॥
সারথিরে কহি তারে, রথে তুলি নিল।
নিজ গৃহে গিয়া পুষ্পতলে শুয়াইল॥
দেখি গাঢ়-নিদ্রা নিদ্রাভঙ্গ না করিল।
পার্শ্বে বসি সমস্ত রজনী পোহাইল॥
রাজপুত্র চক্ষু মিলে প্রভাতে জাগিয়া।
চমকি উঠিল চিত্রালয় নিরখিয়া॥
পার্শ্বে রামা দেখিল পরম রূপবতী।
নাহি জিজ্ঞাসিতে কন্যা কহে তার প্রতি॥
শুনহ পুরুষবর না ভাব বিস্ময়।
নরলোক নহে এই যক্ষপুরী হয়॥
সুখদ যক্ষের কন্যা আমি রত্নাবতী।
দেখিয়া তোমারে সুখ পাইয়াছি অতি॥
যদি বা মানুষ তুমি রূপ দেবতুল্য।
আমারে কিনিয়া লইয়াছ বিনামূল্য॥
মদন দহিছে অঙ্গ কর পরিত্রাণ।
রতিরস বিহরিয়া শীঘ্র রাখ প্রাণ॥
শুনি রাজপুত্র মনে মানে চমৎকার।
যথায় তথায় একি সঙ্কট আমার॥

যদিবা যক্ষের কন্যা অতি রূপবতী।
তবু রাজকন্যা বিনা নহে অন্য গতি॥
ভাবে এই পুরী হৈতে কেমনে যাইব।
কি রূপে এখন আর প্রিয়ারে পাইব॥
হায় ভাল ছিলাম সে সুখে ক্ষিতি তলে
প্রিয়া পাইতাম এড়াইয়া কোন ছলে॥
ইহার বচন যদি না করি স্বীকার।
এখনি হারাব প্রাণ কি আর বিচার॥
পাইব প্রিয়ারে কভু যদি প্রাণ থাকে।
গ্রহণ করিতে তবে হইল ইহাকে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডিবারে শক্তি নয়।
এতেক ভাবিয়া পুনঃ প্রবোধিয়া কয়॥
আমি নর আপনি হয়েন যক্ষ কন্যা।
অসম্ভব আজ্ঞা কেন করেন সুধন্যা॥
আমি অতি তুচ্ছ তব অগ্রে সুনিশ্চয়।
অতএব হেন আজ্ঞা অনুচিত হয়॥
রত্নাবতী বলে রাখ ও সব বিচার।
ত্বরায় বাঁচায় প্রিয় জীবন আমার॥
এত বলি কটাক্ষ হানিয়া রসবতী।
কাতরে নাগর করে ধরি ত্বরা অতি॥

বিচিত্র শয্যায় লয়ে রতি বিহরিল।
মদনে মাতিয়া অঙ্গ শীতল করিল॥
এইরূপে কিছু দিন রাজপুত্র রয়।
তথায় শুনহ আর যে বিপদ হয়॥
বিচিত্র যক্ষের সহ সে রত্নাবতীর।
পূর্ব্বে বিবাহের কথা হইয়াছে স্থির॥
পরম্পরা এ ঘটনা বিচিত্র জানিল।
রত্নাবতী নিজ গৃহে মানুষে আনিল॥
রাখিয়াছে কি রূপে তদন্ত নাহি জানে।
তথাপিহ অন্যমত করি অনুমানে॥
ক্রোধে অনুমতি দিল দুই অনুচরে।
রত্নাবতীপুরে তোরা যাওরে সত্বরে॥
তথা আছে সুন্দর আকার এক নর।
অবকাশে ধরি তারে আনহ সত্বর॥
রত্নাবতী জানে যদি নারিবে ধরিতে।
সংগোপনে থাকিয়া ধরিবে সাবহিতে॥
আদেশ পাইয়া দুই অনুচর ধায়।
উপস্থিত হলো তারা আনিবারে তায়॥

মনমোহনের পঞ্চাশাক্ষরে কালীস্তব এবং বন্ধন মুক্ত।

সুর। তারে তারে এই বারে রক্ষ কালী এবারে। কে জানে মা এত বিপদ, আছে আমার ভব পারে। রবিসুত দূত এসে, লয়ে যায় ধরি কেশে, বন্ধন করিল পাশে, কাতরেতে ডাকি তোমারে। বক্ষদেশে যায় প্রাণ, তারাকর্ত্রী কর ত্রাণ, যদি হয় কুসন্তান, মা কভু ত্যজিতে নারে॥ হইলাম বিপদাপন্ন, তারা চাহে তারাপদ, ঘুচে যাবে বিপদাপদ, নাশে যে তাকে স্মরে॥

পদ্য।

ভূষণ ভীষণ দুই অনুচর গিয়া।
রত্নাবতী উদ্যানে রহিল লুকাইয়া॥
দুই দিন কিছুমাত্র নহিল উপায়।
সুসিদ্ধ করিল কার্য্য তৃতীয় নিশায়॥
সেই নিশি রত্নাবতী রাজপুত্র সঙ্গে।
অশেষ বিশেষ ভুঞ্জি রতি রসরঙ্গে॥

রসের আবেশে নিদ্রা যায় ঘোরতর।
রাজপুত্র সদা প্রিয়া বিহনে কাতর॥
উৎকণ্ঠায় উঠিয়া আইল সে উদ্যানে।
রাজকন্যা স্মরি কান্দে সখেদ বিধানে॥
ক্রমে ক্রমে আসি সেই দুই অনুচর।
রাজপুত্রে দেখি হৈল আনন্দ অন্তর॥
বিচিত্রে সমীপে ধরি লইয়া চলিল।
এই লহ বলি তবে অগ্রে ফেলি দিল॥
রাজপুত্রে দেখিয়া বিচিত্র ক্রোধে জ্বলে।
বন্ধন করিল তারে লোহার শিকলে॥
কর পদ বান্ধি গৃহে ফেলিয়া রাখিল।
বৃহৎ প্রস্তর বুকে চাপাইয়া দিল॥
শ্রীমনমোহন ঘোর বন্ধনে পড়িয়া।
কালি কালি বলি ডাকে কাতর হইয়া॥

অভয়া, আনন্দা, ইষ্টদায়িনী, ঈশানী।
উমা, ঊর্দ্ধা, ঋতুময়ী, ঋবাস-দায়িনী॥
-লিং বর্ণাত্মকা, একা, ঐকান্ত তারিণী।
ওকারা, ঔকারা, অংশা, অঃপ্রিয়কারিণী॥
কর্পূরা, খ[illegible]নী, গঙ্গা, ঘোরানন্দ ঙনা।
চপলা, ছদ্মিনী, জয়া, ঝম্পিনী, নিপুণা॥

টঙ্কারা, ঠাকুরা, ভয়হরা, চল চলা।
নারায়ণী, তেজাঙ্গিরা, দানবেন্দ্রদলা॥
ধনদাত্রী, নববয়া, পার্ব্বতী, কলিনী।
নরাঙ্গী, ভবানী, মুণ্ডমালা, বিধারিণী॥
যোগাসনা রক্তাম্বরা, লোলজিহ্বা ধরা।
বৈষ্ণবী, শুভ্রদা, ষড়ৈশ্বর্য্যা, সর্ব্বাকারা॥
হরিপ্রিয়া, ক্ষিরাব্ধি, অঙ্গজা, সর্ব্বশক্তি
আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি ভক্তি॥
দারুণ বন্ধনে প্রাণ ছটফট করে।
তরাও তারিণী ত্বরা ডাকিতেছি ডরে॥
ডিঙ্গা ভঙ্গে পড়িলাম সিন্ধুতে যখন।
রক্ষা পাইলাম স্মরি তব শ্রীচরণ॥
করগো উদ্ধার মোর বিপদে এবার।
তোমা বিনা কেহ নাহি করিতে নিস্তার॥
এইরূপ সকাতরে অনেক ডাকিল।
কৈলাসে করুণাময়ী অন্তরে জানিল॥
স্বভক্তের হেতু মাতা সদাই কাতরা।
বিচিত্র জননী মনে প্রকাশিল তারা॥
বিচিত্রের জননী সুভদ্রা নাম ধরে।
এই কথা শুনি অতি ব্যাকুল অন্তরে॥

পুত্রের সমীপে আসি কহিছে বচন।
কুকর্ম্মে বিচিত্র চিত্ত, কেন বাছাধন॥
মানুষের সাধ্য কি আসিতে যক্ষপুরী।
রত্নাবতী আনিল ইহারে করি চুরি॥
যেরূপ সন্দেহ তুমি মনে কর আর।
নিশ্চয় না জান কিছু ইহার নির্দ্ধার॥
বিনা দোষে দণ্ড কর নহে উপযুক্ত।
এইক্ষণে ইহার বন্ধন কর মুক্ত॥
মাতৃ আজ্ঞা বিচিত্র লঙ্ঘিতে নাহি পারে।
আজ্ঞামাত্র মুক্ত করি দিলেক তাহারে॥
সুভদ্রা আশ্বাস করি রাজপুত্রে কয়।
কহ বাছা কোথায় যাইতে বাঞ্ছা হয়॥
ভয়ে রাজপুত্র তার পদে ধরি বলে।
যদি দয়া হইল পাঠাও ক্ষিতি তলে॥
ভীষণে দিলেন আজ্ঞা সুভদ্রা তখন।
ইহারে লইয়া কর পৃথিবী গমন॥
সুভদ্রা বিচিত্রে রাজপুত্র নতি করে।
ভীষণ পাইয়া আজ্ঞা তারে পৃষ্ঠে ধরে॥
লইয়া রাখিল ক্ষিতিতলে সিন্ধু তীরে।
মুক্ত হয়ে রাজপুত্র তীরে তীরে ফিরে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে এক যোগীবর।
নবীন বয়স তার রূপ মনোহর॥
তীরে বসি করিছেন গৌরীর পূজন।
দেখি রাজপুত্র তারে করিল বন্দন॥
উঠিয়া সন্ন্যাসী কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।
রাজপুত্রে বন্দিলেন উঠি আচম্বিতে॥
কারণ না বুঝি মনমোহন বিস্ময়।
সভয়ে জিজ্ঞাসে হেন কেন মহাশয়॥
আমি রাজপুত্র হই আপনি সন্ন্যাসী।
আমারে বন্দনা কর অতি ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসী বলেন রায় সন্ন্যাসী মানিছ।
আপন সেবক জনে জেনে না জানিছ॥
শুনি চমৎকার মানি তারে উঠাইয়া।
শ্রীরঙ্গমোহন জানি আলিঙ্গন দিয়া॥
আনন্দে বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসিল তারে।
কহ সখা হেথায় আইলে কি প্রকারে॥
তাহারে কহিল আপনার বিবরণ।
শুনি চমৎকার মানি মন্ত্রির নন্দন॥
নিজ বিবরণ বিস্তারিয়া কহে তারে।
মহানন্দ মনে মনে ভাসিছে অন্তরে॥

শ্রীরঙ্গমোহন-সখার বিবরণ।

সুরুকাপী ; তাল চিমেতেতালা ;

উঠেছে হউক, প্রাণ যায় যাউক, আমার খেদ নাহি তাহাতে। তোমারে পাইলাম [illegible] কি করে লাজেতে॥ লোকে বলে [illegible] হইল কুলেতে। আমি বলি [illegible] দিনে আইলাম কুলেতে॥

পদ্য

শ্রীরঙ্গমোহন কহে শুন মহাশয়।
[illegible] ধরি ভাসি যাই দুঃখিত হৃদয়॥
উঠিয়া তৃতীয় দিনে তীরের উপর।
দিব্যালয় দেখি এক কানন ভিতর॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী অতি চমৎকার।
সাত পাঁচ ভাবি হেন আলয় কাহার॥
স্তব্ধ হয়ে আছি তার দ্বারে কতক্ষণ।
হেনকালে আইল রমণী এক জন॥
আমারে দেখিয়া অন্তঃপুরে গেল ত্বরা।
তখনি আইল পঞ্চরামা মনোহরা॥

ঈষদ্ হাসিয়া তারা কহিল আমায়।
কে তুমি পুরুষ-বর আইলে হেথায়॥
যক্ষকন্যা হই মোরা এই পঞ্চ জনে।
নির্জ্জন কাননে বাস করি সংগোপনে॥
আপনি কে মহাশয় দেহ পরিচয়।
শুনি কহিলাম সব করিয়া বিনয়॥
বিবরণ শুনি পঞ্চ যক্ষের তনয়া।
কহিল পুরুষ বর কর তুমি দয়া॥
রতি দান দেহ পঞ্চ বিরহিনী জনে।
এইপুরে রহ সুখে আমাদের সনে॥
শুনিয়া কম্পিত আমি না স্ফুরে বচন।
স্তম্ভিতের ন্যায় তবে রহি কতক্ষণ॥
কহিলাম দেহ ক্ষমা আমি দুঃখী অতি।
সে কথা না মানি করে ধরি শীঘ্রগতি॥
গৃহ মধ্যে লয়ে দিব্যাসনে বসাইল।
দাসিগণ সহ বহু সুশ্রুষা করিল।
তবে ভোজনান্তে হারাইয়া ধৈর্য্য মূল।
রতিদান চাহিলেক হইয়া ব্যাকুল॥
বিদ্যুল্লতা, স্বর্ণলতা, তরুলতা আর।
রামলতা, শ্যামলতা নাম পঞ্চমার॥

একে মন ব্যথা তায় হলো পঞ্চনারী।
অধিক কি কব দুঃখ বুঝহ বিচারি॥
স্বীকারে প্রাণদণ্ড বুঝিয়া নির্দ্ধার।
তাহাদের নিকট করিনু অঙ্গীকার॥
যদি অতি রূপবতী তারা সুনিশ্চয়।
তবু নিজ দুঃখে সুখ মনে নাহি হয়॥
তাতে আমি একক হইল পাঁচ তারা।
দুঃখের উপরে দুঃখ হইলাম সারা॥
ষোলকলা পূর্ণা নারী বলে বুধগণ।
একজনে আশী কলা হইল ঘটন॥
মম দুঃখ অনুমান কর মহাশয়।
শুনি হাসি ঢলি পড়ে রাজার তনয়॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে পরে কি হইল।
পুনর্ব্বার মন্ত্রীপুত্র কহিতে লাগিল॥
তাহাদের সঙ্গে আমি আছি এই মতে।
চমৎকার শুন তার এক মাস গতে॥
জ্যেষ্ঠাভগ্নী তাহাদের প্রিয়লতা নামা।
ভগ্নিগণে দেখিতে আইল সেই রামা॥
দূর হতে তাহারে দেখিয়া পঞ্চজন।
গৃহ মধ্যে আমারে করিল সঙ্গোপন॥

কৌতুক দেখিয়া আমি থাকিয়া গোপনে
পরস্পর মুখ চাহে বিষাদিত মনে ॥
জ্যেষ্ঠা প্রিয়লতা তথা আইলেন তবে।
ভগ্নী ভগ্নী বলিয়া মিলিল তারা সবে ॥
রতিভোগ লক্ষণ দেখিয়া ভগ্নিগণে।
কহে প্রিয়লতা অতি বিষাদিত মনে ॥
একি বিপরীত দেখি কহ ভাগ্নিগণ।
কোন পুরুষের সহ করিলে মিলন ॥
রতি চিহ্ন দেখি নখক্ষ দন্ত ক্ষতাধর।
ইহার কারণ কিবা বলহ সত্বর ॥
বিবাহিতা নহ তোরা একি চমৎকার।
কাহার সহিত রতি করহ বিহার ॥
শুনি পঞ্চভগিনীর মুখ শুখাইল।
বঞ্চনায় ভুলাইয়া রাখিতে নারিল ॥
চরণে ধরিয়া তার শান্তনা করিয়া।
সব কথা তাহাকে কহিল বিস্তারিয়া ॥
প্রিয়লতা কহে তবে নাগর কোথায়।
শুনি তারা করিলেক বাহির আমায় ॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে কৌতুক করিয়া।
প্রিয়লতা কহে মম করেতে ধরিয়া ॥

ভাল মনচোর তুমি হেথায় আইলে।
মম পঞ্চ ভগিনীর মন ভুলাইলে॥
দহে অঙ্গ অনঙ্গেতে মন উচাটন।
শঙ্কিত না হয় দেখি উপ্শিত মদন॥
দেখিয়া তোমার রূপ শ্রীরঙ্গমোহন।
দেহ দিতে তোমারে আমার হয় মন॥
পঞ্চশর হানে বক্ষে রক্ষা নাহি আর।
উভয় পাশেতে বদ্ধ নহে পলাবার॥
এতেক কৌতুক করি ভগিনীগণ সঙ্গে।
স্নানাদি ভোজন তবে করে অতি রঙ্গে॥
পঞ্চ ভগ্নী শয়ন করিল এক ঘরে।
পাঁচেরে নিদ্রিত দেখি প্রিয়লতা পরে॥
নিজ গুণ প্রকাশিল সেই রসবতী।
নিশুব্ধে আমার কাছে আসি লঘুগতি॥
কহিলেন প্রাণনাথ দিয়া রতি দান।
কাম সিন্ধু হইতে করহ পরিত্রাণ॥
তব রূপ রসকূপ দেখে মোহময়।
দহিছে আমার অঙ্গ হও হে সদয়॥
আসিলাম প্রিয়তাতে অত্যন্ত গোপনে।
রক্ষাকর রাখ প্রাণ আলিঙ্গন দানে॥

(৮)

চমৎকার আমারে লাগিল বাক্য তার।
কি করিব করিলাম তারেও স্বীকার ॥
তুষ্ট হয়ে প্রিয়লতা কহিল আমারে।
সঙ্গে করি লয়ে আমি যাইব তোমারে ॥
কি করিবে পাছে ভগ্নী আমি লয়ে যাব।
দুই জনে দিবা নিশি মহাসুখ পাব ॥
করিব মনের সুখ দেখিয়া নির্জ্জন।
মন আশা পূরাইব মনের মতন ॥
এতবলি তিন দিন চৌর্য্য বৃত্তি করি।
চতুর্থ রজনী অর্দ্ধে উঠিয়া সুন্দরী ॥
নিদ্রিতা ভগিনিগণ প্রিয়লতা জানি।
উঠাইল আমারে ধরিয়া বাম পানি ॥
নিজ সখী সুপ্রভাকে তবে উঠাইয়া।
নিঃশব্দে চলিল রামা দোহারে লইয়া ॥
বাহিরে আছিল রথ আরোপিল তাহায়।
বায়ু ভরে চলে রথ তাহার ইচ্ছায় ॥
গোদাবরী নদীতীরে নিভৃত কানন।
তথা গিয়া বিহার করিয়া কতক্ষণ ॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রে তবে রসবতী।
বৃক্ষতলে নিদ্রা গেল আমার সংহতি ॥

দূতীও নিদ্রিতা তার রথের উপর।
[illegible]িলাম ত্বরায় পাইয়া অবসর॥
নিঃশব্দে প্রস্থান করি অত্যন্ত গোপন।
কোথা যাই ঠিক নাই করি হে গমন॥
প্রকাশে হইল রবি পাইলাম ত্রাণ।
ক্রমে ক্রমে সিন্ধুতীর করি দরশন॥
[illegible]মে পাইয়া স্থান অতি মনোহর।
তথায় বসিয়া আমি ভাবি বহুতর॥
কোথা গেল প্রিয়সখা রাজার নন্দন।
[illegible] সখা মধ্যে কারো না হয় দর্শন॥
মনেতে না লাগে সুখ চিন্তামাত্র সার।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ কাঁদি অনিবার॥
[illegible]বে করিলাম বহু তব অন্বেষণ।
স্থানে স্থানে চাহি, নাহি পাই দরশন॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি ছিলাম হেথায়।
কি শুভ দিবস আজি দেখিয়ে তোমায়॥
শুনি রাজপুত্র এত বিস্ময় অন্তর।
শ্রীরঙ্গমোহনে [illegible]ংসিলা বহুতর॥
[illegible]য় প্রিয়সখা তুমি আমার কারণ।
[illegible] ন্যায় ছয় রামা করিলে ত্যজন॥

এতবলি পুনঃ তারে করি আলিঙ্গন।
হরষিতে পথে চলিলেন দুই জন॥
সিন্ধুতীরে রম্য এক উদ্যান দেখিয়া।
সখা সঙ্গে রঙ্গে তথা প্রবেশিল গিয়া॥
নানাজাতি পুষ্প তায় বসন্তের কালে।
মনোহর পক্ষী এক দেখে বৃক্ষ ডালে॥
স্বর্ণ-বর্ণ বক্ষ, নীলমণি পাখা তার।
পুচ্ছ শুভ্রবর্ণ, চঞ্চু লোহিত আকার॥
পক্ষী দেখি চমৎকার মানিল কুমার।
হেন পক্ষী নয়নে না দেখি কভু আর॥
রাজপুত্রে দেখি পক্ষী অস্থির হইয়া।
তাহার করেতে আসি বসিল উড়িয়া॥
পক্ষী কহে যাকে দেখ পক্ষী সেই নয়।
পক্ষীরূপী নর এই জানিবে নিশ্চয়॥
পদাঙ্গুরি খুলি দেখ দাস আপনার।
ঘোর পাকে পড়ি পাই এরূপ আকার॥
শুনি চমৎকার মানি রাজার নন্দন।
খুলিয়া দিলেন তার পদের বন্ধন॥
মনুষ্য হইল পক্ষী বন্ধন খুলিতে।
শ্রীজ্ঞানমোহন বলি চিনিল ত্বরিতে॥

পরস্পর মিলি করে দৃঢ় আলিঙ্গন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় তিন জন॥
বিধির ঘটনা ক্রমে হতেছে মিলন।
একত্রিত তিন জন হইল এখন॥

জ্ঞানমোহন সখার বিবরণ ও
রাজ্য প্রাপ্ত।

রাগিনী কালাংড়া তাল তিওট।

প্রাণ প্রতাপে বুঝি, প্রাণ তুমি কি ভুপতি
হলে। আমার আশারে তুমি, অনায়ে
ছিলে॥ আশা উদ্ধারিতে মন,
করে হে তব মদন, সেই পথ হল সেকে,
পারে কি করিবে। লাজ ভয় শাস্তমতি,
বিরহ প্রবল অতি, ইহারে দমন কর.
রাজা যে বলালে॥

লঘু ত্রিপদী।

হর্ষিত মনে, শ্রীজ্ঞানমোহনে,
জিজ্ঞাসিল রাজসুত।

অতি চমৎকার, ঘটনা তোমার,
কহ সখা কি অদ্ভুত॥
মন্ত্রীপুত্র কয়, শুন মহাশয়,
আদ্যোপান্ত বিবরণ।
ভগ্ন কাষ্ঠে যবে, ভাসি যাই তবে,
শোকেতে ব্যাকুল মন॥
দ্বিতীয় বাসরে, উদিত ভাস্করে,
উঠিলাম যবে তীরে।
কালিকা চরণ, করিয়ে স্মরণ,
তীরে তীরে যাই ধীরে॥
অতি ক্ষুণ্ণ মনে, দুর্গম কাননে,
প্রবেশ করিনু গিয়া।
দেখি অরি রায়, সৈন্য সিন্ধু প্রায়,
তরঙ্গেতে প্রবেশিয়া॥
অতি কোলাহল, চতুরঙ্গ দল,
সশস্ত্রে সকলে আছে।
দেখিয়া আমায়, জানায় রাজায়,
ভূপ এল মোর কাছে॥
জিজ্ঞাসে রাজন, তবে বিবরণ,
কহিলাম সবিনয়।

শুনি হৃষ্টমতি, হইয়া ভূপতি,
দিলা নিজ পরিচয়॥
শ্রীজ্ঞানমোহন, শুনহ কারণ,
চিত্রপুরে মোর ধাম।
রাজা চিত্রেশ্বর, তাহার কুমার,
চিত্রাঙ্গদ মোর নাম॥
অশোকবিশারদ, বিহীন তনয়,
সদা দুঃখ উঠে মনে।
রাণী সৌদামিনী, সদা বিষাদিনী,
কালী পূজে একামনে॥
তবে মা অভয়া, হইয়া সদয়া,
কহিলেন তার তরে।
শুন মহারাণী, কহি যেই বাণী,
পুত্র পাবে জন্মান্তরে॥
এ জনমে তোমার, না হবে কুমার,
শুন যাহে রাজ্য রবে।
যেমন কারণ, রাজা যাবে বন,
মম দাসে তথা পাবে॥
আনি নিজ বাসে, পুত্র নির্ব্বিশেষে,
রাজ্যপদ সমর্পিবে।

তবে দুই জনে, নিবিড় কাননে,
গিয়া যোগ আচরিবে ॥
কহি এই কথা, অন্তর্ধান মাতা,
রাণী মোরে জানাইল।
শুনি ততক্ষণে, প্রবেশিয়া বনে,
এই কালী মিলাইল ॥
তোমারে দেখিয়া, আনন্দিত হিয়া,
তুষ্ট হইলাম মনে।
আজি শুভদিন, তুমি হে প্রবীণ,
আমি তোমার কারণ ॥
আসি মৃগয়ায়, কালীর দয়ায়,
দেখা হয় তব সনে।
তাঁহার বচন, না হয় খণ্ডন,
মিলিল এতেক ক্ষণে ॥
তুমি দেবী দাস, পূর মন আশ,
চল বাপু রাজ্যে যাই।
আসিয়া শীকারে, পায়েছি শীকারে,
শীকারে শীকার পাই ॥
শুনিয়া বচন, কম্পিত সঘন,
মুখে নাহি স্ফুটে বাণী।

সম্ভ্রমে বন্দিয়া, বিনয় করিয়া,
কহিলাম যুড়ি পাণি ॥
আজ্ঞা যেই সব, দাসে অসম্ভব,
আমি অতি দীনাশ্রিত ;
নহি রাজ্যভার, মম প্রতি ভার,
নহে তাহে মম প্রীত ॥
কিন্তু না শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
নিজ রথে তুলি নিল ;
সহ সৈন্যগণে, সত্বর গমনে,
চিত্রপুরে উত্তরিল ॥
আনিয়া যখন, ডাকি প্রজাগণ,
রাজ্য অভিষেক করে ;
রাজ সিংহাসনে, বসায় যতনে,
শিরোপরি ছত্র ধরে ॥
চামর ব্যজন, করে প্রজাগণ,
আনন্দিত মন সবে ;
অতি সমাদরে, নানা উপহারে,
ভোজন করান তবে ॥
আসি রাণিগণ, পুত্রের মতন,
অতি সমাদর করে ;

হাস্য উপহাস, মহতী উল্লাস,
হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥
দিবা অবসানে, শয্যায় শয়নে,
পোহাইল বিভাবরী।
শ্রীদুর্গা স্মরিয়া, প্রভাতে উঠিয়া,
বসিলেন সভা করি ॥
রাজা চিত্রাঙ্গদ, ডাকি সভাসদ,
মন্ত্রণা করিলা সার।
রাজা সিমুলার, বিপুলাক্ষ রায়,
কন্যা এক আছে তাঁর ॥
সুন্দরী কামিনী, মন্মথ মোহিনী,
নাম বিভা কেন্দু রায়।
লিখে নরবরে, মম পুত্র বরে,
বর নিজ দুহিতায় ॥
সিমুলার পতি, পত্র পাঠে অতি,
হর্ষমতি হয়ে ভাটে।
লিখে প্রত্যুত্তর, লয়ে পুত্রবর,
অদ্য আসে মম পাটে ॥
আজি শুভ দিবা, দিব কন্যা বিভা,
হৈল মম ভাগ্যোদয়।

লয়ে এস পাত্র, সঙ্গ পাত্র যাত্র,
অবিলম্বে মম।লয় ॥
ভাট পত্র লয়ে, রূপ হস্তে দিয়ে,
জানাইল সমাচার।
শুনিয়া রাজন, লয়ে নিজগণ,
হইলেন আগুসার ॥
তুরঙ্গ দলে, বাদ্য কোলাহলে,
বরবেশে মোরে নিয়া।
নিশি দুপ্রহরে, সিমুলা নগরে,
উপনীত হৈল গিয়া ॥
উঠে বাদ্য ধ্বনি, দূত মুখে শুনি,
বিনুপাক্ষ আগুয়ান।
তবে সমাদরে, লয়ে নিজ পুরে,
মোরে কন্যা কৈল দান ॥
বিধি অনুসারে, রাজ ব্যবহারে,
বিবাহ করিয়া সুখে।
বাসর রঙ্গিয়া, প্রভাতে উঠিয়া,
কন্যাসহ সকৌতুকে ॥
বিদায় হইয়া, সবারে লইয়া,
তবে আমি নিকেতনে।

সকল অর্পিয়া, রাণীরে লইয়া;
চিত্রাঙ্গদ গেল বনে ॥
তবে সুযতনে, বসি সিংহাসনে,
প্রজা পালি পুত্রবৎ।
আমার শাসনে; সুখী প্রজাগণে,
সবে হৈল বশীভূত ॥
দানে দীনজনে, রমণী রমণে,
ক্রমে তুষি সর্ব্বজনে।
সুখী প্রজাগণ, দুঃখ বিমোচন,
দারা সুত ধন জনে ॥
আমারে প্রশংসে; প্রিয় সর্ব্বঅংশে,
নহে দ্বন্দ্ব পরস্পর।
যত শত্রুগণ সবংশে নিধন,
হই ক্রমে একেশ্বর ॥

জ্ঞানমোহনের পক্ষীরূপে ভ্রমণ।

রাগিনী লুমকাপী। তাল চিমে তেতালা।

আমার উড়ে গেছে মনপাখী, সই।
কে আর আনিয়া দিবে কারে বা কহিব সখী॥
হৃদয় পিঞ্জরে ছিল, পলকেতে পলাইল,
শূন্য দেহ এবে হল, ঝোরেযে আঁখি।
কহে শ্রীতারাচরণে, চঞ্চলা কি পোষমানে,
পালিলে এত যতনে, দিল সে ফাঁকী॥

পদ্য।

এইরূপে রাজ্যপালি হয়ে রাজ্যেশ্বর।
হেনকালে আইলেন এক যোগীবর॥
অতি তেজঃপুঞ্জ যোগী কান্তি জ্যোতির্ম্ময়।
সম্ভ্রমে প্রণমি জিজ্ঞাসিনু সবিনয়॥
কোথা হইতে আগমন গমন কোথায়।
আলয়ে মহাশয় কিবা অভিপ্রায়॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে কন্ যতীশ্বর।
নানা তীর্থ করি ভ্রমি দেশ দেশান্তর॥

(৯)

সংপ্রতি হয়েছি শ্রান্ত করিব বিশ্রাম।
মানস তোমার রাজ্যে করিতে বিরাম॥
শুনিয়া রাখিনু তারে করিয়া যতন।
ভৃত্য এক নিজ দিনু সেবার কারণ॥
এইরূপে পঞ্চদিন সন্ন্যাসী থাকিয়া।
আমারে কহিলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া॥
শুন মহারাজ আমি তোমার সেবায়।
বড় তুষ্ট এক মন্ত্র দিব আপনায়॥
কল্য প্রাতে আসিবেক আমার নিকটে।
গ্রহণ করিব, মন্ত্র দিয়া অকপটে॥
প্রণাম করিয়া আমি হইনু বিদায়।
মদন নামেতে ভৃত্য পরে কহে তায়॥
রাজারে দিবেন মন্ত্র আমারে বঞ্চিত।
দাসে কি প্রভুর দয়া না হবে কিঞ্চিত॥
শুনিয়া বলেন তবে সন্ন্যাসী গোসাঞি
ভাল বাপ্ তুমিও বঞ্চিত হবে নাই॥
সন্ন্যাসী নিকটে তবে পরদিন প্রাতে।
গিয়া প্রণমিয়া দাণ্ডাইনু যোড়হাতে॥
তবে মন্ত্র দিয়া যোগী কহিল আমায়।
নিজ প্রাণ দিয়া বাঁচাইব মৃতকায়॥

নিজ দেহ ত্যজি অন্য ধড়ে প্রাণ যাবে।
তব ধড় মৃত হবে মৃত ধড় জীবে॥
কায়া পালটিতে শক্তি হবে নরবরে।
সিদ্ধ মন্ত্র জেজে মাতা কামিখ্যার বরে॥
ইহা কহি বিদায় হইল যোগেশ্বর।
পাছে গিয়া মদন লয়েছে মন্ত্রবর॥
তোমারে যেই মন্ত্র দিয়া গেলেন গোসাঞিং।
তাহাই লয়েছে ভৃত্য অন্যথায় নাই॥
এইরূপে রাজ্যপালি হরিষ অন্তর।
দেব বসে দুঃখ সথা শুন অতঃপর॥
অন্দরে আছিল এক পক্ষিজাতিস্মরা।
সুন্দরী রাণীর প্রিয় নাম মনোহরা॥
অতি চমৎকার পক্ষী দেখিয়াছ রায়।
সর্ব্বদা রাণীরে তোষে রসের কথায়॥
দৈবগতি সেই পক্ষী মৈল আচম্বিতে।
দেখি শোকাকুলে রাণী লাগিল কান্দিতে॥
শুনিয়া অন্দরে আসি যাইয়া আপনি।
প্রবোধ কারণে বহু কহি প্রিয়বাণী॥
পক্ষের নিমিত্তে এত করহ ক্রন্দন।
কহ এইরূপ পক্ষী আনি এইক্ষণ॥

রাণী কহে ছিল পক্ষী প্রাণের সমান ;
পক্ষী হেতু এইক্ষণে ত্যজিব পরাণ ৷৷
মোর সঙ্গে কথা কহি যদ্যপি মরিত।
তবে মোর মনমধ্যে দুঃখ না থাকিত ৷৷
শুনি কহিলাম প্রিয়ে শুনহ বচন :
যদি কথা কহে পক্ষী রাখহ জীবন ৷৷
ক্ষণেক কহিয়া কথা তখনি মরিবে ।
শুনি কহে তাহে মম দুঃখ না হইবে ৷৷
প্রিয়া প্রিয় হেতু মন্ত্র পরীক্ষা কারণ ;
পালঙ্গ আনায়ে এক করিয়া শয়ন ৷৷
নিজ দেহ ত্যজি প্রাণ পক্ষী দেহে গিয়া
দাঁড়ে বসি ডাকিলাম সুন্দরী বলিয়া ৷৷
সেইকালে তথা ভৃত্য মদন আছিল ।
নিজ দেহ রাখি মম দেহে প্রবেশিল ৷৷
ততক্ষণে উঠিয়া বসিল নৃপাসনে ।
পক্ষী হয়ে ভাবি আমি বিষাদিত মনে ৷৷
দেখিয়া সুন্দরী রাণী হৈল চমৎকার ।
কারণ জানিয়া কান্দে করি হাহাকার ৷৷
অনেক প্রবোধে তারে করি নিবারণ ।
কহিলাম এই কথা রাখ সংগোপন ৷৷

যদি মোরে চাহ তবে ব্যক্ত না করিবে।
কর্ম্মে যেইছিল হল যেথাকে হইবে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা হইবে ঘটন।
কে পারে কাহার শক্তি করিতে খণ্ডন॥
কার দোষে হলো ইহা জানিবে নিশ্চয়।
এক জাতি উপায় দেখি কহি সমুদয়॥
যে যাহা কহি তাহা ত্বরায় করহ।
দুষ্ট মদনের দেহ গাড়িয়া রাখহ॥
দেখিতে মদন অন্য অন্দরে আসিবে।
এ শীব্রত করিতেছি তাহারে কহিবে॥
বিংশতি দিবস আছে নিয়ম তাহার।
ব্রত সাঙ্গ হলে এসো অন্দরে আমার॥
ইহা কহি মদনেরে ভাড়িয়া রাখিবে।
নিরূপিত দিন মধ্যে আমারে পাইবে॥
আমার পদেতে যেই সুবর্ণ জিঞ্জির।
ত্বরায় কাটিয়া দেহ প্রাণ নহে স্থির॥
এখনি আমার দুষ্ট বধিবে জীবন।
শুনি রাণী শিকল কাটিল ততক্ষণ॥
শিকলার্দ্ধ পদে রহে অর্দ্ধ রহে দাঁড়ে।
দাসীরে করিয়া আজ্ঞা ভৃত্য দেহ গাড়ে

কান্দে কহে প্রাণেশ্বর [illegible]ন নিবেদন ।
নিয়মিত দিন অন্তে ত্যজিব জীবন ॥
অথবা মদনরাজা করে আকর্ষণ ।
তোমারে বিদায় দিব জীবনে জীবন ॥
এদিকে মদন ভৃত্য ভাবি মনে মনে ।
রাজারে বধিব আমি বুঝি এ কেমনে ॥
পক্ষীরে করিলে বধ হয় নিঃশংসয় ।
প্রজারে পালিব আমি নাহি কোন ভয় ॥
রাণীরে লইয়া দিন সুখে কাটাইব ।
পক্ষীরে আনিয়ে আমি এক্ষণে ধরিব ॥
আনিতে করিল আজ্ঞা হইতে অন্দর ।
ইহা শুনি যায় ভবে দূত অনন্তর ॥
এইরূপ দোহে কথা কহিতে আছিল ।
দাসী আসি কহে রাজা পক্ষীরে চাহিল ॥
দূত এক পাঠাইল আছে দরোজায় ।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ কি কহিব তায় ॥
শুনি কহিলেন গিয়া জানাও রাজায় ।
পক্ষীর সহিত রাণী আছেন কথায় ॥
শুনি দাসী দূত প্রতি কহিল তখন ।
দূত গিয়া জানাইল যথায় রাজন ॥

এতবলি নরপতি ক্রোধান্বিত হৈয়া।
রাণীরে চাহিল পক্ষী অন্দরেতে গিয়া॥
একে দুঃখানল জ্বলে অধিকান্ত দুঃখে।
মদনে চাহিয়া রাণী কহে ম্লান মুখে॥
পক্ষী সঙ্গে কহি আমি কথোপকথন।
ক্ষণেক বিলম্ব যদি না সহে রাজন॥
তোমারিত পক্ষী বটে যাও তুমি লয়ে।
হাতেছিল দাঁড় শুদ্ধ দিল ফেলাইয়ে॥
শিকল আছিল খণ্ড পক্ষী উড়ি গেল।
দেখিয়া মদন অতি দুঃখিত হইল॥
পক্ষীস্থলে রাণী কাঁদে অঙ্গ আছাড়িয়া।
তবে নরপতি সিংহাসনে বসে গিয়া॥
কহিল দূতেরে দেহ নগরে ঘোষণা।
আমার রাজ্যেতে ব্যাধ আছে যত জনা॥
নানারূপ পক্ষী মোরে ধরি আনি দিবে
মম মনোনীত হলে, বহু মূল্য পাবে॥

জ্ঞানমোহনের পক্ষীরূপে বীরবাহু রাজার সভায় স্থিতি।

ধুয়া। শুন ওহে ব্যাধপুত্র, মম নিবেদন।
অহিংসক আমি মোরে হিংস কি কারণ॥

পয়ার।

আজ্ঞামাত্র দিল দূত নগরে ঘোষণা।
শুনি পক্ষ বিপক্ষ ধাইল কত জনা॥
হত পক্ষী ধরি আনি দিল নরবরে।
স্বপ লয়ে ফেলে তপ্ত ঘৃতের উপরে॥
মৌনভাবে আছি আমি বকুল বৃক্ষেতে
আঠাকাঠি লৈয়া ব্যাধ দিলেক পাখাতে
ব্যাধ হস্তে পড়ি তবে কহিনু তাহারে।
অহিংসক আমি কেন হিংসহ আমারে
ব্যাধ কহে এই মম জাতীয়ের ধর্ম্ম।
জীবিকা ইহাতে মম নাহিক অধর্ম্ম॥
তোমারে লইয়া দিব এখনি রাজারে।
বহুধনে পরিতোষ করিবে আমারে॥
শুনি কহিলাম, মোরে না দেহ রাজায়
লোয়ে চল বহুধন দেয়াব তোমায়॥

মুলতান্ নগরে বীরবাহু নৃপবরে।
মোরে দেহ বহু ধন দিবেন তোমারে॥
পক্ষী মুখে এত বাক্য শুনি ব্যাধ সুত।
বিশ্বাস করিল মনে মানিয়া অদ্ভুত॥
ভাবিল যদ্যপি সেই নাহি দেয় ধন।
গাছকরে পুন আসি করিব অর্পণ॥
ভেবে বাঁধি লয়ে গেল মুলতান্ নগরে।
যথা নরপতি বসি সিংহাসনোপরে॥
অতি চমৎকার পক্ষী দেখি নৃপবর।
সিংহাসন ত্যজি এল ব্যাধের গোচর॥
রাজা কহে পক্ষী মূল্য কহ সারোদ্ধার।
শুনি কহিলাম নৃপে করি নমস্কার॥
সহস্রেক মুদ্রা দিয়া রাখহ আমায়।
আমা হৈতে উপকার হইবেক রায়॥
কথা শুনি আশ্চর্য্য মানিয়া নৃপবর।
রাখিল আনিয়া এক সুবর্ণ পিঞ্জর॥
ধন দিয়া ব্যাধ সুতে করিল বিদায়।
নিযুক্ত করিল দাস আমার সেবায়॥
সর্ব্বদা রাখয়ে রাজা আপন গোচরে।
রাজসভা কালে রাখে রাজ তক্তোপরে॥

ত্রিপদী।

এইরূপে সুলতানে, থাকি রাজ সন্নিধানে
কৌতুক শুনহ তদন্তরে।
যশোর নগরে ঘর, যশোমন্ত সদাগর
যায় সাধু বাণিজ্যের তরে॥
সঙ্গেতে দ্বাদশ তরি, বাহি যায় গোদাবরী
উপনীত হলো রঙ্গঘাটে।
বিশ্রাম বাসনা সঙ্গে, নগর দেখিবে রঙ্গে
আজ্ঞায় বাঁধায় তরি ঘাটে।
তরি হৈতে সদাগর, দেখে অপূর্ব্ব নগর
সুশোভিত অট্টালিকাময়।
প্রাসাদ মন্দির কত, দেখে সাধু শত শত
মধ্যে মধ্যে কত দেবালয়॥
রাজপুর নিরখিয়া, গ্রাম-বাসিরে ডাকিয়া
জিজ্ঞাসা করয়ে সাধুসুত।
ঐ যে বিচিত্রালয়, অতি উচ্চ দৃশ্য হয়,
কারপুরী এমত অদ্ভুত॥
তার পার্শ্বে মনোহর, কার ও পুরী সুন্দর,
মনোহর ঘণ্টা যার দ্বারে।

মোহিনী রূপেতে ধন্যা, সুন্দরীর অগ্রগণ্যা,
কেবা কন্যা অট্টালিকোপরে ॥
কিবা মদনের রতি, তিলোত্তমা অরুন্ধতী,
দেখি আঁখি লোয়েছে শরণ।
[illegible] গ্রামবাসী কয়, না জানহ মহাশয়,
কহি তাহে করুন শ্রবণ ॥
[illegible] নৃপবর, এই রাজ্যে রাজ্যেশ্বর,
তার পুরী দেখহ সাক্ষাত।
[illegible] সেই দক্ষ [illegible], লক্ষহীরা বেশ্যালয়,
যার নাম ক্ষিতিতে বিখ্যাত ॥
আসি কত নৃপবর, [illegible] লক্ষ তঙ্কা কর,
দরশন আশে থাকে দ্বারে।
[illegible] তুল্যা দেখ যারে, লক্ষহীরা নাম ধরে,
আছে অট্টালিকার উপরে ॥
[illegible] বঞ্চিবারে চাও, লক্ষ তঙ্কা সঙ্গে লও,
দেখ দ্বারে ঘণ্টায় নিশান।
[illegible] লয়ে যাবে সঙ্গে, তুমি[illegible]ক রতি রঙ্গে,
হীরা বহু করিবে সম্মান ॥
শুনি সাধু কুতূহলে, ব্যক্ত করি সবে বলে,
যাব অদ্য হীরার বাসরে।

এই কথা পরস্পরে, হীরা শুনে তদন্তরে,
কহে পূর্ণানন্দ নরবরে।
হীরার গোপন পতি, পুর্ণানন্দ নরপতি,
হীরা প্রতি করিল স্বরস।
লক্ষভঙ্গা দিবে যেই, সে নিশি বাঞ্ছিবে সেই,
তাহে ভূপ নহেন বিরস॥
তবে হীরা আসি গৃহে, বাসর শয্যায় রহে,
লোকেশপার হেরে নিশিনাথ।
দৈব গতি নিশি মন, ঘন বরিসয়ে ঘন,
ঘন ঘন হয় বজ্রাঘাত॥
হইল প্রলয় প্রায়, কেহ নাহি দেখে কায়,
সদাগর যাইতে নারিল।
রূপ ভাবি মনে, অধৈর্য্য হৈয়ে মদনে,
শয়নেতে নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নেতে হীরার সঙ্গে, রতি রস ভুঞ্জে রঙ্গে,
নিদ্রা ভঙ্গে প্রভাতে উঠিল।
মনে ছিল যে আবেশ, স্বপ্নাবেশে হৈল শেষ,
সবিশেষ সবারে কহিল॥
দ্বীপান্তরেতে করিয়া মন, রাখিয়াছি যেই ধন,
পুণ্যার্থে করিব বিতরণ।

নগরে দেও ঘোষণা, আইসে দীন দুঃখী জন,
লক্ষ তঙ্কা দিব এইক্ষণে ॥
শুনি তবে ভৃত্যগণ, জানাইয়া বিবরণ,
নগরে নিশান দিল ডঙ্কা।
আসে যত দুঃখী জন, সাধু কৈল বিতরণ,
লক্ষ জনে দিল লক্ষ তঙ্কা ॥
শুনিয়া হীরা নৈরাশে, জানায় রাজার পাশে,
অতি রোষে আদ্দাশ করিল।
সদাগর মোর সঙ্গে, স্বপ্নে বাঞ্চি রস রঙ্গে,
মোর লক্ষ তঙ্কা নাহি দিল ॥
বেশ্যা-বশে নৃপবর, ডাকাইল সদাগর,
সাধু আসি করিল বন্দন।
লক্ষহীরা কয় যাহা, সাধু মান্য করে তাহা,
শুনি এত বিস্ময় রাজন ॥
সাধু কহে শুন ভূপ, স্বপ্ন গমন স্বরূপ,
ইথে হীরা মুদ্রা যোগ্য হয়।
তুমি ধর্ম্মঅবতার, কর অহে সুবিচার,
আজ্ঞা হৈলে দিব মহাশয় ॥
সদাগর বাক্য শুনি, চিন্তাকুল নৃপমণি,
মনে ভাবে করি কি উপায়।

মিথ্যা সম নাহি পাপ, সত্যে হীরা পায় তাপ
মোর দুই পক্ষ হলো দায়॥
শুনিয়াছি মুলতানে, বীরবাহু সন্নিধানে,
পক্ষী সূক্ষ্ম করয়ে বিচার।
তথা পত্র অনুসারে, পাঠাইব যে দোঁহারে,
এই যুক্তি কৈল সারোদ্ধার॥
এত চিন্তি ততক্ষণ, লিখি সব বিবরণ,
বাদী প্রতিবাদী পাঠাইল।
ভূপতির ভারার্পণে, দূত লয়ে দুই জনে,
মুলতানে আসি উত্তরিল॥
রাজ-সভায় পোঁছিয়া, রাজকরে পত্র দিয়া,
নত হয়ে কহে সমাচার।
শুনিয়া অর্পিত পত্র, সুগোচর সর্ব্ব অর্থ,
মহা চিন্তা ঘটিল সবার॥
দেখি কহিলাম তবে, কেন চিন্তা কর সবে,
আন এক প্রমাণ দর্পণ।
এক তোড়া মুদ্রা ভূপ, লক্ষ মুদ্রার স্বরূপ,
সদাগরে করহ অর্পণ॥
এত শুনি নরপতি, আনাইল শীঘ্রগতি,
তবে কহি সাধুর নন্দনে।

মুদ্রা তোড়া লহ মাথে, দাঁড়াও হীরার সাথে,
দর্পণ অগ্রেতে দুই জনে॥
কহিলাম হীরা প্রতি, স্বপ্নে সাধু ভুঞ্জে রতি,
প্রাপ্য বটে তোমার বেতন।
দেখি দর্পণ ভিতরে, তঙ্কা সাধু শিরোপরে,
তুলি লহ জানিয়া আপন॥
হীরা কহে মহাশয়, দর্পণে যে দৃশ্য হয়,
ঐ মুদ্রা লইব কেমনে।
পুনঃ কহি তব কাছে, স্বপ্নে রতি ভুঞ্জিয়াছে,
মুদ্রা আছে লহনা দর্পণে॥
তবে কহি নরবরে, ছাড়ি দেও সদাগরে,
বেশ্যার উচিত দেহ দণ্ড।
যেন আর বিদেশীরে, পুনঃ না ফেলায় ফেরে,
হীরার মুড়ায়ে দেও মুণ্ড॥
দেখি শুনি সভাজন, রাজাসহ মন্ত্রিগণ,
কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি।
সাধুরে করি সম্মান, লক্ষহীরা অপমান,
মাথা মুড়ায় নাপিত ডাকি॥
দণ্ড দিয়া বিধিমতে, ঢোল দিয়া নগরেতে,
রাজ্যের বাহির করি দিল।

ধন্যবাদ দেয় সবে, সভ্যগণ কহে তবে
পক্ষী সূক্ষ্ম বিচার করিল॥

জ্ঞানমোহনের আদ্যক্ষরে কালীস্তব
এবং বরপ্রাপ্তি।

গীত। কোথা মা অভয়দায়িনী। এ পীড়িত তনয়ে
ডাকে রক্ষ রক্ষ দাক্ষায়নী॥ কাতরেতে
ডাকছি কত, কেন মা হেঁওড় ছেলের মত,
হেন মা ছেলের দুঃখ সহে এত, দেখে বল
কার জননী। ওরে৷ চাহে তারাপদ
যে পেয়েছে মোক্ষপদ, ওমা অসুরে
করিতে বধ, হর হৃদ বিহারিণী॥

পয়ার।

এইরূপে লক্ষহীরা হয়ে অপমান।
রংলাটেতে উপনীত ভূপতির স্থান॥
নিজ বিবরণ সব ভূপে জানাইল।
বিচার শুনিয়া ভূপ আশ্চর্য্য মানিল॥

ভাবে মনে কিবা সূক্ষ্ম করেছে বিচার।
পক্ষীর যেমত গুণ লাগে চমৎকার॥
হীরা কহে সেই পক্ষ আনি দেহ মোরে।
নহেত ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
যদি প্রতি তব প্রীতি থাকে নৃপবর।
এমতে পারহ পক্ষী আনহ সত্বর॥
পক্ষী আনিবার শক্তি না হয় রাজন।
এক অস্ত্রাঘাতে প্রাণ ত্যজি এইক্ষণ॥
রাজা ভাবে বীরবাহু থাকিতে জীবন।
কদাচ না দিবে সেই পক্ষী সুলক্ষণ॥
না আনিলে হীরা কাছে না রহে সম্ভ্রম।
যদি দেয় ভাল, নহে করিব বিক্রম॥
এত ভাবি পূর্ণানন্দ সসৈন্যে সাজিয়া।
চতুরঙ্গে মুলতানে উত্তরিল গিয়া॥
প্রথমে লিখিল পত্র মুলতান ঈশ্বরে।
তব পক্ষী বাঞ্ছা করি দেহ পক্ষী মোরে।
নচেৎ সসৈন্যে আসি করহ সমর।
লিখি দূত হস্তে দিল রংলাট ঈশ্বর॥
দূত গিয়া পত্র দিয়া কহে নরবরে।
শুনি বীরবাহু রাজা সাজিল সমরে॥

হেন পক্ষী চাহে মোরে সহে কার প্রাণে
সসৈন্যে সাজিয়া এল বিপক্ষের স্থানে।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় লিখন।
দোঁহার পড়িল সেনা কে করে গণন॥
ভগ্ন সেনা হৈল বীরবাহু নৃপবর।
দেখিয়া কহিনু আমি হইয়া কাতর॥
মোর হেতু কেন প্রাণ হারাও রাজন।
মোরে দিয়া কর এবে দ্বন্দ্ব নিবারণ॥
শুনি বীরবাহু রাজা কান্দিয়া কান্দিয়া।
বিপক্ষেরে দিল পক্ষী সংশয় জানিয়া॥
পূর্ণানন্দ নরপতি পাইয়া আমারে।
অবিলম্বে সমর্পিল লক্ষহীরা করে॥
লক্ষহীরা বেশ্যা করে কালী আরাধনা।
পাষাণে নির্ম্মাণ মূর্ত্তি করিয়া স্থাপনা॥
বেশ্যা মোরে পেয়ে অতি কোপানলে জ্বলে
বিচার করেছ ভাল মোর প্রতি বলে॥
এখনি তোমার আমি করি দরবার।
কালিকারে বলি দিয়া শিখাব বিচার॥
এত বলি পাখা সব ছিঁড়িয়া ফেলিল।
সংশয় করিয়া ওষ্ঠে জীবন রাখিল॥

দাসীরে বলিল যেন না লয় মার্জ্জারে।
স্নান করি আসি শীঘ্র পূজি কালিকারে॥
আজ্ঞা পায়ে দাসী মোরে আগুলি রহিল
ততক্ষণে তার এক উপপতি আইল॥
পশ্চাৎ করিয়ে দাসী কথায় মগন।
হইতুলে বিল্বদলে হইনু গোপন॥
ক্ষণেক বিলম্বে দাসী মোরে না দেখিয়া।
ক্রয় করি আনে পক্ষী বিষাদ ভাবিয়া॥
আনি সেই পক্ষী পাখা ছিঁড়িয়া সকল।
সেই রূপ করিয়া রাখিল সেই স্থল॥
আসি হীরা করে তবে পূজা কালিকার।
পক্ষী বলি দিয়া বলে করহ বিচার॥
তবে লক্ষহীরা নিত্য ষোড়শোপচারে।
নানা উপহার দিয়া পূজে কালিকারে॥
পূজান্তেতে যায় শ্রীমন্দিরে দ্বার দিয়া।
জীবন ধারণ করি প্রাদ খাইয়া॥
যাতনায় প্রাণ যায় সংশয় জীবন।
মার কোলে বসি করি মায়ের স্তন
কুলের কামিনী কালী কৈবল্য
কুল হীনে কুলং দেহি কুল ক

অকূলে পড়েছি মাতা নাহি কূলাকুল।
করাল বদনী কালী হও অনুকূল॥
অকূলে সকূল দেহ কাল নিবারিণী।
পক্ষী-কুলে মুক্ত কর ত্রিশূলধারিণী॥
কিঞ্চিৎ করুণা করি কাতর কিঙ্করে।
কাদম্বিনী কৃপাম্বিতা তেজহ কৃপারে॥
স্তুতি শুনি মহাকালী অন্তরীক্ষে কন।
অবিলম্বে নিজ দেহ পাবে বাছাধন॥
তথাপিও বর আমি দিলাম তোমারে
স্বর্ণাঙ্গুরী আছে যেই পদের জিঞ্জিরে।
খুলিলে মনুষ্য পদ দিলে পাখী হবে
এত কহি নীরব হইল মাতা তবে॥
এই রূপে এক পক্ষ রহি নিলদলে।
পুনর্ব্বার পাখাউঠে পাইনু স্বরূপে॥
পূজাকালে ব্যঙ্গবাক্যে কহিনু হীরায়।
শুন হীরা তুষ্ট আমি তোমার সেবায়।
শতে তোমার পুরী করানু নির্ম্মাণ।
বাছা মোর সঙ্গে চল নিজ স্থান
কিতে বাছা স্বর্গ নাহি হয়।
ব্যয় বটিকা না রয়॥

শুনি হীরা যোড়হাতে প্রণমিয়া মায়।
ভাবে গদগদ হয়ে ধরণী লোটায়॥
ভাবে মনে কালী মোরে হৈলা অধিষ্ঠান।
সঞ্চয় যে ছিল দিল, দীন হীনে দান॥
দিলা ধন অভরণ বস্ত্র অলঙ্কার।
সকল করিল ব্যয় কিছু নাহি আর॥
করি যোড়ে আসি জানাইল কালিকারে।
শুনি পুনরপি আমি কহিলাম তারে॥
ঐ দেখ রথ আইসে লইতে তোমায়।
শুন লক্ষহীরা বেশ্যা ঊর্দ্ধ মুখে চায়॥
এখন উড়িয়া আমি ঐ অবসরে।
কহিতে লাগিনু বসি অট্টালিকোপরে॥
কি দেখহ লক্ষহীরা যাবে স্বর্গপুরি।
লক্ষীছাড়া হলে ইবে রহ লঙ্কেশ্বরী॥
আমি সেই পক্ষী চলিলাম নিজ স্থানে।
এতবলি চিত্রপুরে করিনু প্রস্থান॥

জ্ঞানমোহনের স্বদেশ প্রাপ্তি এবং মদন রাজার ছাগ রূপ।

ঝিঁঝিট। তাল জলদ তেতালা।

ধুয়া। বিরহ অনল শীতল হলো এতদিনে।

অনেক দিবস পর, হেরিয়ে মুখ তোমার, বহিছে আনন্দ নীর, আমার নয়নে ॥ মনেতে না ছিল আশা তোমারে পাইব, দুঃখ সিন্ধু হতে পুনঃ কুলেতে আসিব, যেন অনুকুল বিধি, কোথায় মিলায়ে নিধি, মনীকের সুদিন হইবে কে জানে ॥

পদ্য।

নিয়মিত দিন গত হইল সর্ব্বরী।
চিত্রপুরে উপনীত যথা রাজপুরী ॥
বিংশতি দিবস রাত্রে রাণীর অন্দরে।
প্রবেশ করিয়া বসি সুন্দরীর করে ॥
কহিলাম কহ প্রিয় কুশল তোমার।
শুনি সবিশেষ জানাইল সমাচার ॥

পরে কহি রাণী মোরে করহ গোপন।
মৃত ছাগ ত্বরা এক কর আহরণ॥
ছাগ কোলে করি পড়ি কান্দ উচ্চধ্বনি।
শুনিয়া মদন রাজা আসিবে এখনি॥
শুধালে কহিবে তার প্রতি করি ছল।
ছাগ মৈল কালী ব্রত না হল সফল॥
বিংশতি রাত্রে পূজি কালিকারে।
বদিয়া রাখিয়াছি এইত ছাগেরে॥
এবে ব্রত সাঙ্গ হবে ছাড়ি দিব অজা।
এবে ছাগ মৈল মম না হৈতে পূজা॥
পুনঃ ব্রত সাঙ্গ হবে বিংশতি বাসরে।
না করিলে অমঙ্গল হবে নরবরে॥
শুনি রাণী প্রিয়তমা দাসীরে ডাকিয়া।
মৃত ছাগ আনাইল দশ মুদ্রা দিয়া॥
লক্ষ্মী সংগোপন করি ছাগ লয়ে কোলে।
ভূমে পড়ি কান্দে রাণী অতি উচ্চরোলে॥
দেখি দাসী জানাইল যথায় রাজন।
শুনি সসম্ভ্রমে আসি জিজ্ঞাসে মদন॥
কেন প্রিয়া ছাগ কোলে কান্দ কি কারণ।
শুনি রাণী কান্দি কহে সব বিবরণ॥

কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ স্ব
বিংশতি দিবস অদ্য না দেখি তোমা
পুনঃ হেন ভয় করি কোন প্রয়োজন।
না বলিলে অমঙ্গল হইবে রাজন॥
অতএব আমি আর ব্রত না করিব।
নিরাশ হইনু অদ্য জীবন ত্যজিব॥
শুনিয়া মদন কহে শুন প্রাণপ্রিয়া।
এখনি এ ছাগ আমি দিব বাঁচাইয়া॥
ব্রত সাঙ্গ কর তুমি নিবেদিয়া মায়।
কভু পাছে মরে ব্রত সাঙ্গ হবে তায়॥
রাণী বলে পরে মরে তাহে নাহি দায়
পূজা করি মাত্র নিবেদিব কালিকায়॥
শুনিয়া মদন শুয়ে পালঙ্ক উপরে।
দেহ ত্যজি যায় প্রাণ মৃত ছাগ ধড়ে॥
পক্ষী দেহে শ্রীজ্ঞানমোহন তথা ছিল
পক্ষী দেহ ত্যজি নিজ দেহে প্রবেশিল
পালঙ্ক হইতে উঠি আনন্দিত মনে।
পক্ষী দেহ গাড়িয়া ফেলিল ততক্ষণে॥
পক্ষী পদে ছিল সেই সুবর্ণ জিঞ্জির।
অঙ্গুরী সহিত খুলি রাখিলেন ধীর॥

স্বহস্তে ছাগেরে রাখে করিয়া বন্ধন।
রাণী সহ সুখাব্ধিতে দোঁহে নিমগন॥
ছাগ দেহে বিষাদেতে রহিল মদন।
হরিৎসকে হিংসা করি ফলে ততক্ষণ॥
পূর্ব্বমত করি তবে রাজ্যের পালন।
আমার শাসনে পুনঃ সুখী প্রজাগণ॥
এক দিন রাণী মোরে লইয়া নির্জ্জনে।
একান্তে জিজ্ঞাসে অতি মধুর বচনে॥
কহ নাথ পক্ষী দেহে কি রূপ বঞ্চিলে।
কোন কোন রাজ্য কোন কৌতুক দেখিলে॥
শুনিয়া কহিনু আদ্যোপান্ত বিবরণ।
হাসিয়া সুন্দরী কহে আশ্চর্য্য কথন॥
বেশ্যালয়ে বরপ্রাপ্ত কালিকা সদয়।
অসম্ভব বোধে মম দৃশ্য বাঞ্ছা হয়॥
আনি দেহ স্বর্ণাঙ্গুরী তব পদে দিব।
কৌতুক দেখিয়া ক্ষণে মনুষ্য করিব॥
শুনি কহিলাম প্রিয়ে ত্যজ অভিমান।
পক্ষী দেহ যাতনায় সশঙ্কিত প্রাণ॥
শুনি ম্লানমুখে রহে অতি দুঃখ ভরে।
দেখি স্বর্ণাঙ্গুরী আনি দিনু তার করে॥

অঙ্গুরী দিলেন পদাঙ্গুলেতে আমার।
সেই রূপ পক্ষী হইলাম পুনর্ব্বার॥
আচম্বিতে সখাগণে হইল স্মরণ।
রাণীর করেতে বসি ভাবি মনে মন॥
বিষয় মদেতে মত্ত রহিনু হেথায়।
হায় প্রিয় সখাগণ রহিলে কোথায়॥
এমত বিষয়ে মম নাহি প্রয়োজন।
পক্ষী দেহে বহুদেশ করিব ভ্রমণ॥
অন্বেষণ পাই যদি পুনঃ দেহ পাব।
নহে এই পক্ষী দেহে পরাণ ত্যজিব॥
এত ভাবি কর হইতে উড়ি ততক্ষণ।
বহু দেশ দেশান্তর করিয়া ভ্রমণ॥
হেথায় আসিয়া তব পাই দরশন।
শুনি প্রেমে পুলকিত শ্রীমনমোহন॥
হায় সখা আমা লাগি বহু দুঃখ পেলে।
মম লাগি রাজ্য রাজকন্যারে ত্যজিলে॥
কি দান করিব সখা নাহি অন্য ধন।
যে আছিল মম প্রাণ করেছি অর্পণ॥
এতবলি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করে।
প্রেমানন্দে অনিবার দোঁহা আঁখি ঝরে॥

তবে তিন জনে চলে হরষিত হইয়া ।
সরস্বতীপুর মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
দিবাকর অস্ত গেল নিশা আগমন ।
তথা শিল্পী গৃহ মধ্যে রহে তিন জন ॥
দিনে দিন গত দিন দিন অবসান ।
এইরূপে প্রকাশ হইল তিনজন ॥

গুণমোহন সখার বিবরণ ।

আলো বৈদ্য গুণমণি ।
আপনার চিকিৎসক হইয়া আপনি ॥
শতা হবে যেই নারী সহস্র ধারায় বারি,
আনিলে শুশ্রূষা হরি হইবে এখনি ॥

পয়ার ।

গুণাকর কয় সর্ব্বেশ্বর শুন সার ।
অন্য সখাগণের ঘটন চমৎকার ॥
শুন সখা শ্রীগুণমোহন নাম যার ।
ঢেউবলে কাষ্ঠ খণ্ড ছাড়িল তাহার ॥

আশ্রয় বিহীন হয়ে ভাসি যায় জলে।
তরাও তারিণী বলি কান্দয়ে বিকলে॥
যে জন হৃদয়ে ভাবে কালিকা চরণ।
কি ভয় তাহার কোথা অকাল মরণ॥
মণিপুর বাসী সাধু জয়কেতু নাম।
বাণিজ্য করিয়া যায় আপনার ধাম॥
আচম্বিতে ডিঙ্গা তার তথায় আইল।
ব্যাকুল দেখিয়া গুণমোহনে তুলিল॥
বসনাদি দিয়া তার শুশ্রূষা করিল।
কি নাম কোথায় ধাম তবে জিজ্ঞাসিল॥
পাত্র পুত্র তারে মাত্র স্বনাম কহিল।
কারণ না কহি অন্য মতে বুঝাইল॥
শুনি অতি স্নেহে সে সুজন সদাগর।
মিষ্ট বাক্যে তাহারে তুষিল বহুতর॥
প্রণয় হইল অতি পাত্র পুত্র সঙ্গ।
কিন্তু দুঃখানলে তার দহিতেছে অঙ্গ॥
ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম পুত্র তার।
অতি ক্লেশযুক্ত আছে রহিত আহার॥
আজি কিম্বা কালি মরে হয়েছে এমতি।
দুঃখিত দেখিয়া ধীর কহে তার প্রতি॥

কি কারণ খেদিত দেখি হে মহাশয়।
শুনিয়া ক্রন্দন করি সদাগর কয়॥
সবে এক পুত্র মম তাহার বিতথা।
অন্নপ্রায় ব্যাধি তার জিজ্ঞাস কি কথা॥
পাত্র পুত্র বলে কোথা তোমার তনয়।
সদাগর বলে এই তরি মধ্যে হয়॥
শুনি পাত্রপুত্র তারে দেখিতে চাহিল।
ডিঙ্গা মধ্যে এক গৃহে লয়ে দেখাইল॥
নিরীক্ষণ করি তার নাড়ী বিচারিয়া।
শ্রীগুণমোহন কহে বিনয় করিয়া॥
অতি ঘোর ব্যাধি কিন্তু করিলে উপায়।
মুক্ত বা হইতে পারে ঈশ্বর কৃপায়॥
শুনি সদাগর কহে করিয়া বিনয়।
কৃপা করি প্রতিকার কর যাহা হয়॥
প্রয়োজন যুক্ত দ্রব্য ডিঙ্গায় আছিল।
ঔষধ করিয়া তবে তারে খাওয়াইল॥
তিন দিনে ব্যাধিমুক্ত হইয়া তাহার।
দিন দিন আরোগ্যতে বাড়িল আহার॥
ক্রমে ক্রমে তাহার হইল কান্তিপুষ্ট।
আশ্চর্য্য মানিয়া সদাগর অতি তুষ্ট॥

বহু ধন আনি তার অগ্রেতে ধরিল ।
হাসি কিছু গ্রহণ তাহার না করিল ॥
ভদ্রকেতু নাম সদাগরের নন্দন ।
তার সহ করিলেন মিত্রতা বন্ধন ॥
গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য সদাগর দেখি তার ।
কহে কভু সুধিতে নারিব তব ধার ॥
দয়া করি আপনি দিলেন পুত্র দান ।
যাবৎ বাঁচিব গাব তব গুণগান ॥
আর এক নিভৃতে করিয়ে নিবেদন ।
করিবেন যদ্যপি করিতে হয় মন ॥
চন্দ্রহংস রাজা মণিপুর অধিকারী ।
তাহার কন্যার ব্যাধি হইয়াছে ভারি ॥
আপনি দেখেন যদি কহিব রাজারে ।
শ্রীগুণমোহন কহে দেখিব তাহারে ॥
মনে ভাবে সেই কন্যা সখার প্রেয়সী ।
দেখি সখা উদ্দেশ না পাই তথা বসি ॥
ভাল ভাল সাধু সঙ্গে মিলন হইল ।
বুঝি কুণ্ডলিনী কুলে হন অনুকূল ॥
বৈদ্য চিহ্ন হেতু পাত্র পুত্র মতিমান ।
উত্তম ঔষধি কিছু করিল নির্ম্মাণ ॥

ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল মণিপুরে।
ঘাটে তরি রাখি তটে উঠে সুমন্তরে ॥
রাজার নিকটে গেল সদাগর সঙ্গে।
তথা গিয়া রাজারে বন্দিল দোঁহে রঙ্গে ॥
কন্যার দুঃখেতে রাজা অত্যন্ত কাতর ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিছে সদাগর।
শুন মহারাজ আমি বাণিজ্যেতে গিয়া।
মহারত্ন পাইয়াছি মূল্য নাহি দিয়া ॥
রাজা বলে কন্যারত্ন বাঁচে না আমার।
কিবা কার্য্য মহারত্নে বৃথা কহ আর ॥
সদাগর বলে স্থির হও মহাশয়।
বৈদ্য মহারত্ন অন্য মহা রত্ন নয় ॥
শুন শুন মহারাজ যে গুণ ইহার।
চিকিৎসায় কন্যা সুস্থ করিবে তোমার ॥
এত বলি নিবেদিল যত গুণ তার।
শুনি চন্দ্রহংস মনে মানে চমৎকার ॥
মনে ভাবে যদি মোর কন্যা সুস্থ হয়।
তবেত এ বৈদ্য গুণ জানিব নিশ্চয় ॥

চিত্রমোহন সথার বিবরণ।

ধুয়া। আয় কি সুদিন দিল সুদিন জনে।
সুমিলন প্রিয়জন প্রিয়জনে॥

পয়ার।

শ্রীগুণমোহনরূপ অতি মনোহর।
এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখেন নৃপবর॥
হেনকালে দ্বারী কহে প্রণত হইয়া।
শ্রীখণ্ডের রাজা দিল ভেট পাঠাইয়া॥
ভেটের সহিত তার মন্ত্রী আসিয়াছে।
আচম্বিতে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমে পড়িয়াছে॥
বহুযত্নে চেতন না হইল তাহার।
প্রতিকার কর ভূপ যে হয় বিচার॥
শুনিয়া ভূপতি কহিলেন সদাগরে।
আনিয়াছ চিকিৎসক পাঠাও সত্বরে॥
যাহা শুনিলাম তাহা জানিব এখনি।
এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্যমণি॥
না করিতে সদাগর তাহারে যতন।
রাজমন্ত্রী কাছে ত্বরা করিল গমন॥

মূর্চ্ছিত ধরণীতলে দেখিল যাইয়া।
পরে ধরি পাত্র পুত্র তারে উঠাইয়া॥
দেখে মানিলের মনে চমৎকার।
শ্রীচিত্রমোহন সখা জানি আপনার॥
ঔষধি দিয়া সুস্থ তাহারে করিয়া।
দিতে লাগিল তার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
ভয়ে শ্রীচিত্রমোহন জানি তারে।
আনন্দে অস্থির বাক্য কহিতে না পারে।
পরস্পর দুই সখা করি আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসে উভয়ের বিবরণ॥
চিত্রমোহন কহে পঞ্চদিনে তাঁরে।
শক্তি হীনে সখা যাই ফিরে ফিরে॥
সিংহ রাজা শ্রীখণ্ডের অধিপতি।
তীরে মৃগয়া করেন মহামতি॥
হৈতে অচেতন দেখি সদাশয়।
জিজ্ঞাসা করিলা পরে দেহ পরিচয়॥
তোমারে দেখি যে অতি সুন্দর আকার।
সমুদ্র সলিলে পড়িলে কি প্রকার॥
নাম তোমার কহ কোথায় নিবাস।
কহিলাম সব করিয়া প্রকাশ॥

পরিচয় শুনি অতি গৌরব করিয়া।
আপনার গৃহে গেল আমারে লইয়া॥
স্বস্থ হইলাম দাসগণ শুশ্রূষায়।
বসি নানা কর্ম্ম করি রাজার সভায়॥
সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণ দেখিয়া নরপতি।
কহিলেন একদিন সগৌরবে অতি॥
শ্রীচিত্রমোহন সর্ব্ব কর্ম্মে পটু হও।
আমার রাজ্যেতে মন্ত্রী কর্ম্ম লয়ে রও॥
সম্প্রতি তোমারে দিব এক কার্য্য ভার।
মণিপুরেশ্বর বন্ধু হয়েন আমার॥
মনোনীত ভেট কিছু পাঠাব তথায়।
তুমি লয়ে যাহ ফিরে আসিবে ত্বরায়॥
এই হেতু ভেট লয়ে হেথা আগমন।
স্থান দেখি তোমা সবায় হইল স্মরণ॥
অতএব অবসাঙ্গ করিল আমারে।
চেতন পাইয়া এবে দেখিনু তোমারে॥
আজি সুপ্রভাত নিশা হইল আমার।
পুনর্ব্বার দেখিলাম বদন তোমার॥
প্রিয় সখা কহ আপনার বিবরণ।
শুনি সব নিবেদিল শ্রীগুণমোহন॥

মনমুঞ্জরীর মনমোহনের রূপ চিত্রপটে দর্শন।

রাগিনী ভৈরবী তাল জলদ তেতালা।

এই কি তোমার সই ছিলরে মনে।
নাচিয়া যাতনা দিবে জানিনা কেমনে॥
এই চিত্র কুচিত্রে চিত্তে দহিছে কেনে।
এ চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥
অবলা সরলা আছে জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

দীর্ঘত্রিপদী।

মনমোহন সঙ্গে, রাজসভা গিয়া রঙ্গে,
ভেট দ্রব্য রাজমন্ত্রী দিল।
রাজা পীড়া সুস্থ জানি, মহারাজ সুখমানি,
বৈদ্য প্রতি শ্রদ্ধা উপজিল॥
[illegible]য়া বৈদ্যের প্রতি, চন্দ্রহংস নরপতি,
কহে কহ কি নাম তোমার।
মনমোহন কয়, রাজা বলে সত্য হয়,
গুণ অনুরূপ নাম তার॥

তবে মহারাজ কয়, শুন বৈদ্য মহাশয়,
অতি দুঃখ জানহ আমার।
মমে এক কন্যা ধন্যা, নাহি অন্য পুত্রকন্যা,
উগ্রপীড়া ঘটিল তাহার॥
অনেক উপায় তার, করি তবু প্রতিকার
কোন মতে কিছু না হইল।
তুমি যদি দেখ তারে, বুঝি সুস্থ হতে পারে
বলি কন্যা কাছে পাঠাইল॥
কন্যার সমীপে গিয়া, নাড়ি দেখি বিচারিয়া,
কহে এ সামান্য পীড়া নহে।
মন্মথের জ্বর এই, ভাল হয় যদি সেই
আসি ভাল করে যেই দহে॥
শুনি মনোগত বাণী, মনে চমৎকার মানি
নিরখিয়া বৈদ্যের বদন।
কহে ধনী ত্যজি লাজ, বট তুমি বৈদ্যরাজ
বুঝিয়াছ হৃদয় কারণ॥
বৈদ্য দেখি মুখ তার, মানে অতি চমৎকার
পরম আনন্দ মনে বাসী।
রূপ কি গলিত হেম, সুসত্য কথার প্রেম,
ভাবিয়া কহিছে মৃদু হাসি॥

শুন শুন ঠাকুরাণী, কহি যে বিশেষ বাণী,
আজি আমি কিছু না কহিব।
তব মহৌষধি যাহা, উপায় করিয়া তাহা,
আনি কিম্বা পাঠাইয়া দিব॥
শ্রীমনমঞ্জরী হৃষ্টা, শুনি রাজা পরিতুষ্টা,
তবে বৈদ্য সদাগ্রেতে যায়।
প্রশংসিয়া বৈদ্যবরে, বাসা সদাগর ঘরে,
দিলা সুখে মণিপুর রায়॥
ধর্ম্মসিংহ মন্ত্রী সনে, কহি কথা হর্ষ মনে,
বৈদ্যসনে এক বাসা দিল।
রত্নকেতু সদাগর, মানি হর্ষ বহুতর,
দুই জনে লইয়া চলিল॥
গিয়া সদাগর ঘরে, ভোজনাদি সারি পরে,
দুই সখা সুযুক্তি করিয়া।
শ্রীমনমোহন রূপ, লেখে চিত্র অপরূপ,
চিত্রপটে একান্তে বসিয়া॥
লিখিল উদ্যান তার, শ্রীমন্দির কালিকার,
কুমারের বিচিত্র আবাস।
মন দুঃখে লিখে তবে, খট্টা হতে পড়ে যবে,
ছত্র সখা ঘেরি চারি পাশ॥

নিদ্রা ত্যজি সে সর্ব্বরী, চিত্রপট সাঙ্গকরি,
শ্রীচিত্রমোহন দেখাইল।
শ্রীজ্ঞানমোহনাদেশে, ধরিয়া বৈদ্যের বেশে
চিত্রপট লইয়া চলিল ॥
গিয়া রাজকন্যা বাসে, কহিল দ্বারির পাশে,
আমি বৈদ্যরাজের প্রেরিত।
রাজকন্যা আছে যথা, জানাও আমার কথা,
দিব তারে ঔষধি ত্বরিত ॥
সে কহে সখীরে গিয়া, কন্যারে সে জানাইয়া
বৈদ্যেরে লইয়া গেল তথা।
তবে বৈদ্য গৃহদ্বারে, বসিল আসনোপরে,
গৃহে রাজকন্যা আছে যথা ॥
মনে মনে ভাবে ধনী, কহিলেন বৈদ্যমণি,
উপায় করিব ঔষধের।
অন্য মত কেন তবে, পাঠাইল অনুভবে
বুঝিতার বুঝিবার ফের ॥
এতেক ভাবি অন্তরে, কহে রঙ্গমুঞ্জরীরে
লহ সখী ঔষধ চাহিয়া।
তবে চাহে সহচরী, করোপরে কর ধরি
কহে বৈদ্য হস্তে পট দিয়া ॥

সঙ্গে মহৌষধি আছে, দিবে রাজকন্যা কাছে,
পাইবেন খুলি আবরণ।
শুনি পট সে লইয়া, কন্যারে দিলেক গিয়া,
শ্রীমদনমঞ্জরী ততক্ষণ॥
খুলি তার আবরণ, করি রামা দরশন,
চিত্রপটে নিজচিত্ত চোর।
ধৈর্যের হইল ভঙ্গ, কামভরে কাঁপে অঙ্গ,
ধরণীতে পড়ে সকাতর॥
সবে বলে কি হল কাঁপ, প্রিয় সখী তুলি ধরি,
মুখে জলসিঞ্চি স্থির করে
সহচরী হইয়া ধীরা, বাহিরে আসিয়া ত্বরা,
ধরি সেই বৈদ্যরাজ করে॥
বিনয় করিয়া কয়, কহ কহ মহাশয়
কেবা এই পুরুষ রতন।
এই মহৌষধি সত্যঃ কেমনে জানিলে তথ্য,
আপনি বা হও কোন্ জন॥
কহে সেই বৈদ্যরাজ, নাড়ি ধরি হৃদিকায,
জানিলেন এ অতি বিস্ময়।
লোকে লাগে চমৎকার, কহে সবে বারম্বার,
বৈদ্যরাজ দেহ পরিচয়॥

চিত্রমোহনের সহিত মনমুঞ্জরীর কথোপকথন।

রাগিনী সিন্ধুকাপী, তাল জলদ তেতালা।

গীত। কেন চঞ্চল বিধুমুখী। থাক তুমি মনা মনে বিরলে না দেখি॥ সে তোমার মনবাসি শুন প্রাণ সখি। মনেরে অস্থির করি তারে কর সুখী॥ উভয় মিলন হলো সেথা বুঝ দেখি। একের দুঃখেতে দুঃখী, সুখে হয় সুখী॥

পয়ার।

শ্রীমনমুঞ্জরী রূপ দেখি চমৎকার।
শ্রীচিত্রমোহন মনে করিছে বিচার॥
যথার যেমন রূপ কন্যার তেমন।
আহা মরি কিবা বিধাতার সংঘটন॥
স্বপ্ন যদে চাক্ষুষ হইবে এ দোহার।
তখন হৃদয় প্রাণ যুড়াবে আমার॥
এত ভাবি গৌরব করিয়া কহে বাণী।
সকল বৃত্তান্ত কহি শুন ঠাকুরাণী॥

কলিঙ্গেতে সুরসেন নামে নরপতি।
তারপুত্র শ্রীমনমোহন মহামতি॥
রূপেতে মন্মথাকার বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সুরসিক ক্ষমাশীল ধার্ম্মিক সুমতি॥
নৃপ নন্দনের হয় প্রিয়সখা হয়।
মন্ত্রিপুত্র সহ সদা অনুগত রয়॥
শয়নে শয়নে স্বপ্নে তোমারে দেখিয়া।
অনুরাগে ছিলেন সুদাস বিপ্র গিয়া॥
তোমার স্বপ্নের কথা তাহারে কহিলা।
শুনি নৃপ সন্নিধানে বিদায় হইলা॥
আসিতে ছিলেন হেথা চাপিয়া ডিঙ্গায়।
পথে তরি ভঙ্গেতে ঘটিল ঘোর দায়॥
কোন জন কোথা গেল নির্দ্ধার না জানি।
শুনি রাজকন্যা কান্দে শিরে কর হানি॥
রোদন করয়ে রামা করি হায় হায়।
সান্ত্বনা করিয়া পুনঃ কহে হে তাহায়॥
বিষাদ না ভাব কিছু স্থির কর মতি।
অবশ্য পাইবে তুমি মনোনীত পতি॥
দৈব সংঘটন স্বপ্নে হইল উভয়।
অবশ্য পাইবে তাঁরে ত্যজ মন ভয়॥

দুঃখ কাল গেল প্রায় ত্বরা পাবে সুখ
ত্যজ দুঃখ তব দুঃখে সখা পাবে দুঃখ ॥
রাজকন্যা বলে তবে এবে কি করিব ।
কোন রূপ প্রবোধে চিত্তেরে প্রবোধিব ॥
পাত্রপুত্র বলে আমি যাইব উদ্দেশে ।
অবশ্য আনিব সখা পাই যেই দেশে ॥
শ্রীগুণমোহন সখা বৈদ্য রূপ সেই ।
হেথা রহিলেন তিনি যুক্তি মাত্র এই ॥
তব পীড়া ছলে নিত্য নিত্য আসিবেন
যখন যে সম্বাদ তোমারে কহিবেন ॥
শ্রীখণ্ডের ভূপ অগ্রে যাব একবার ।
দৈবে হইয়াছি কন্যা নন্দী আমি তার
জলে ভাসি উঠিলাম শ্রীখণ্ড নগরে ।
রাজা সহ দেখা মন্ত্রী কার্য্য ছিল পরে
আসিয়া ছিলাম হেথা ভেট লয়ে তার
অতএব তথায় যাইব একবার ॥
পত্রিকার উত্তর করিয়া সমাপন ।
ত্যাগ করি মন্ত্রী কার্য্য করিব গমন ॥
সখা অন্বেষণে যাব দেশ দেশান্তর ।
শুনি রাজকন্যা কহে ধরি দুই কর ॥

শুন সখে তোমারে কি কব আমি আর ।
প্রাণনাথে আনি প্রাণ বাঁচাও আমার ॥
এতবলি নিজ হার খুলি গুণবতী ।
শ্রীচিত্রমোহনে দিয়া কহিছে ভারতী ॥
শুন সখে প্রাণনাথে দেখিবে যখন ।
এ দাসীর চিহ্ন তাঁরে করিবে অর্পণ ॥
তবে শুন কি আর কহিব বিবরিয়া ।
ছাড়িবে আপন কর্ম্ম আমার লাগিয়া ॥
চাতকিনী যেন জলধর অন্বেষণে ।
তেমতি রহিনু আমি পথ নিরক্ষণে ॥
এতেক বলিয়া রামা কান্দিয়া কাতরা ।
প্রবোধিয়া পাত্রপুত্র চলিলেন ত্বরা ॥
যত্নে রাখে হার প্রাণ সমান করিয়া ।
গিয়া গুণমোহনে কহিল বিবরিয়া ॥
শ্রীগুণমোহন শুনি আনন্দ হইল ।
হেথা দাসী আসি নৃপতিরে জানাইল ॥
কিবা মহৌষধি বৈদ্য দিলেন কন্যায় ।
তৃতীয়াংশ পীড়া দূর করিলেন প্রায় ॥
বুঝি সব পীড়া ক্রমে হইবেক দূর ।
শুনি রাজা পাইলেন আনন্দ প্রচুর ॥

সদাগর গৃহে দূত পাঠাইয়া দিলা।
বৈদ্যরাজ সহ তারে আসিতে কহিলা॥

মনমোহনের অন্বেষণে চিত্রমোহনের ভ্রমণ।

সুর।। হায় প্রাণ সখা আর কোথায় পাইব।
কে আর কহিয়া দিবে কারে জিজ্ঞাসিব॥
সখার বিহনে প্রাণ নিশ্চয় ত্যজিব।
দারুণ দহিয়া দেহ দাহে পুড়াইব॥

পয়ার।

হেথা চিত্রমোহন কহেন সখা প্রতি।
এই মণিপুরে তুমি থাকহ সংপ্রতি॥
শ্রীখণ্ড নগরে আমি নৃপ স্থানে গিয়া।
সখা অন্বেষণে যাব বিদায় হইয়া॥
সম্মত হইয়া তারে আলিঙ্গন দিল।
হেনকালে সদাগর তথায় আইল॥

দূত গিয়া সদাগরে সংবাদ জানায়।
শুনে তারসনে দোঁহে চলিল সভায়॥
শ্রীচিত্রমোহন চলে মন্ত্রী বেশ ধরি।
শ্রীগুণমোহন যায় বৈদ্য বেশ করি॥
জয়কেতু সদাগর হর্ষ অতিশয়।
তিনজন ভূপ অগ্রে করিল বিজয়॥
বৈদ্য বরে দেখি রাজা অতি সমাদরে।
কহিতে লাগিল অতি প্রফুল্ল অন্তরে॥
ধরণীতে নাহি তব তুল্য গুণবান।
কন্যা বাঁচাইলে তুমি দিলে মম প্রাণ॥
উপকার যোগ্য নহে এই অল্প ধন।
অনুগ্রহ করি তুমি করহ গ্রহণ॥
শুনি বৈদ্যরাজ কহে করিয়া বিনয়।
আমা প্রতি হেন আজ্ঞা কেন মহাশয়॥
অনুগ্রহ মাত্র আমি চাহি যে তোমার।
ধন রত্ন প্রয়োজন নাহিক আমার॥
যত্নেতে গ্রহণ নাহি সে ধন করিল।
প্রশংসা করিয়া চিকিৎসায় নিযোজিল॥
শ্রীগুণমোহন এই রূপেতে রহিল।
শ্রীচিত্রমোহন ভূপে বিদায় মাগিল॥

মন্ত্রীবরে স্বর্পবর করিয়া বিদায়।
বহুবিধ রত্ন রাজা দিলেন তাহায়॥
পত্রের উত্তর লিখি পাঠায় রাজনে।
বিদায় করিল তারে সকৌতুক মনে॥
শ্রীচিত্রমোহন গিয়া শ্রীপণ্ড নগরে।
উপনীত রণসিংহ স্বপ বরাবরে॥
পত্র দিয়া কহিল রাজার কথা সব।
তুষ্ট হয়ে নরপতি করিল গৌরব॥
দিন দশ থাকি সঙ্গে পাত্র পুত্র কহে।
সখার বিরহানলে সদা দেহ দহে॥
মন্ত্রী কার্য্যভার অন্যে দেহ নরপতি।
সখা বিনা আমার ঐশ্বর্য্যে নাহি মতি॥
বিদায় করহ অন্বেষণে যাব তাঁর।
শুনি রাজা তাহারে প্রশংসে বার বার॥
সখা প্রতি অনুরাগ এতেক ইহার।
তুচ্ছ করিলেক হেন ঐশ্বর্য্য অপার॥
তবে যত্নে রাখিতে নারিল নরপতি।
যাইতে সজলনেত্রে দিল অনুমতি॥
স্বপ স্থানে পাত্র পুত্র বিদায় হইয়া।
যোগীবেশে বহুদেশে ভ্রমণ করিয়া॥

কোন স্থানে না পাইয়া সখার উদ্দেশ।
সরস্বতীপুরে শেষে করিল প্রবেশ॥
সন্ধান না পায় কিছু তথায় খুঁজিয়া।
ত্রিনাগস্যেতে তবে সিন্ধুতীরে উত্তরিয়া॥
স্নান করি জপিমন্ত্র শত অষ্টোত্তর।
সখার বিচ্ছেদে হৈয়ে ব্যাকুল অন্তর॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার আশে।
প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা উঠিছে আকাশে॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি কহিছে বচন।
যদি না পাইনু সখা শ্রীমদনমোহন॥
প্রবেশি অনলে, নাহি রাখিব জীবন।
ইহা শুনি ধাইয়া আইল একজন॥
ধরিয়া রাখিল তারে পড়িতে না দিল।
পতন উদ্যোগ তার হইল নিষ্ফল॥

চিত্রমোহনের সরস্বতীপুরে মনমোহনের সহিত মিলন।

টোরি। তাল জলদ তেতালা।

পদ। প্রাণ তুমি চাক তা তোমার। মন চঞ্চল হলে
তুমি বা কাহার॥ চির সুখে থাক যাতে,
চলা ভাল সেই পথে, দুখে চঞ্চল হলে
সুখ কি তাহার॥

লঘুত্রিপদী।

গুণাকর কয়, শুন মহাশয়,
এ অতি আশ্চর্য্য কথা।
হরে যেই জন, শ্রীনন্দমোহন,
স্নানে গিয়াছিল তথা॥
শুনি তার খেদ, হৈল মর্ম্মভেদ,
শ্রীচিত্রমোহন জানি।
ধরিল ধাইয়া, সে তারে দেখিয়া,
পরম আশ্চর্য্য মানি॥
আশ্চর্য্য ঘটন, কহ বিবরণ,
শ্রীচিত্রমোহন কহে।

আপনিত হেথা, মিত্র-রাজ কোথা,
ত্বরা কহ অঙ্গ দহে॥
কহি সমুদায়, বাঁচাহ আমায়,
পাইব কি তাঁর দেখা।
শুনিয়া বচন, শ্রীরঙ্গমোহন,
কহে শুন প্রাণ সখা॥
[illegible] হও স্থির, শুনহ সুধীর,
শ্রীমনমোহন আছে।
এইত নগরে, এক শিল্পী ঘরে,
[illegible] যাব তার কাছে॥
[illegible] গুণমণি, দেখিবে এখনি,
গিয়া সেই বাসস্থানে।
[illegible] কিবা গতি, হইত সম্প্রতি,
ভাগ্যে আইলাম স্নানে॥
শ্রীচিত্রমোহন, কি সুখে মগন,
পাইয়া এ সমাচার।
না হয় বর্ণন, সুমিত্র যেমন,
তেমনি আনন্দ তার॥
তবে সুখ মনে, সখা দুইজনে,
স্নান করি ত্বরা যায়।

শিল্পী বাসে গিয়া, সখারে দেখিয়া
পড়ে গিয়া তার পায়॥
দেখিয়া তাহায়, যত সুখ পায়,
সুরসেন নৃপসুত।
বর্ণিব কি আর, বুঝ সবে সার,
উভয়ে পুলক যুত॥
কুমার উঠিয়া তারে উঠাইয়া,
দিল দৃঢ় আলিঙ্গন।
সখা সখা করি, কান্দয়ে ফুকরি,
উভয়ে অস্থির মন॥
যেন হারা ধন, পাইল দুজন,
হইল আনন্দযুত।
তবে সমাদরে, ধরি সখা করে,
জিজ্ঞাসে নৃপতিসুত॥
তব বিবরণ, করিব শ্রবণ,
শুনি কহে সেই কথা।
শ্রীখণ্ডের দেশ, যে রূপে প্রবেশ,
যেইরূপে মন্ত্রী তথা॥
মণি নগরেতে, দেখা যে রূপেতে,
শ্রীগুণমোহন সাথে।

চিত্রপট করি, বৈদ্যবেশ ধরি,
দিল রাজকন্যা হাতে ॥
পট নিরখিয়া, বিশীর্ণ হইয়া,
কহিল সে সব কথা।
এই রূপে হার, পাইল তাহার,
যে রূপে বিদায় তথা ॥
ঐ খণ্ডে আসিয়া, বিদায় হইয়া,
ধরিয়া যোগীরবেশ।
উদ্দেশ করিয়া, কোথা না পাইয়া,
দেখা হইল দুঃখ শেষ ॥
এতেক বলিয়া, সে হার খুলিয়া,
দিল রাজপুত্র করে।
হার নিরখিয়া, বিহ্বল হইয়া,
নৃপসুত বক্ষে ধরে ॥
পুলকে পূরিল, স্তম্ভিত হইল,
বিরহে হৃদয় দহে।
নেত্রে জলধার, বহে অনিবার,
সঘনে নিশ্বাস বহে ॥
সুস্থির হইয়া, সখারে চাহিয়া,
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে।

পাইতে প্রেয়ায়, করহ উপায়,
অধিক অন্তা জ্বলে ॥
প্রিয় সখা তব, কত গুণ কব,
বিভব ছাড়িলে তথা।
ধরি যোগীবেশ, ভ্রমি বহুদেশ,
আনিলে প্রিয়ার কথা ॥
শ্রীরঙ্গমোহন, করে নিবেদন,
শেষ কথা কিছু আছে।
গৌরব কারণ, করিলা গোপন,
না বলিল তব কাছে ॥
তোমার বিচ্ছেদে, অতিশয় খেদে,
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া।
পতন উদ্যোগে, দেখি দৈবযোগে,
আনিয়াছি বাঁচাইয়া ॥
অতি অপরূপ, শুনি তবে ভূপ,
কোলে করি কান্দে কত।
কি হইত গতি, যদি এ সুমতি,
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিত ॥

জ্ঞানমোহন অঙ্গুরীয় বিক্রার্থে সরস্বতীপুরে রাজসভায় গমন।

সুর। আনিয়াছি রত্নাঙ্গুরী করিব বিক্রয়।
যথার্থ প্রদানে মূল্য লহ মহাশয়॥

পাদ্য।

শ্রীচিত্রমোহনে রাজপুত্র করি কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিল তার নিজ নেত্র জলে॥
হায় প্রিয়সখা আজি কি দশা ঘটিত।
শ্রীরঙ্গমোহন যদি স্নানে না যাইত॥
ছয় সখা মন ধন জীবন আমার।
না দেখিলে মোর মৃত্যু জানিবে নির্দ্ধার॥
এখন বিতথা চারি সখার ঘুচিল।
আর দুই সখা মোর কোথায় রহিল॥
হায় কোথা অহে প্রিয় সখা দুই জন।
বাঁচাহ আমার প্রাণ দিয়া দরশন॥
এইরূপ বিলাপ করিয়া কতক্ষণ।
সখাগণে চাহি তবে বলিল বচন॥
এখন উপায় করি মণিপুর চল।
তথায় চলিতে চাহি পথের সম্বল॥

এতবলি অঙ্গুলের অঙ্গুরী খুলিয়া।
কহিতে লাগিল জ্ঞানমোহনেরে দিয়া॥
রাজসভা যাহ এই অঙ্গুরী লইয়া।
যেই ধন পাও আন বিক্রয় করিয়া॥
তবে মণিপুরে যাব লয়ে এই ধন।
শুনিয়া চলিল তবে শ্রীজ্ঞানমোহন॥
সরস্বতীপুরে রঞ্জিতাঙ্ক নরপতি।
তার সভা দ্বারেতে গেলেন শীঘ্রগতি॥
দ্বারী গিয়া ভূপে জানাইল সমাচার।
আজ্ঞাক্রমে সভা মধ্যে গেলেন তাহার॥
শ্রীজ্ঞানমোহন রূপে ভূপতি বিস্ময়।
রাজারে বন্দিয়া সেই করপুটে কয়॥
আনিয়াছি রত্নাঙ্গুরী দেখ মহাশয়।
যথার্থ যা মূল্য দেন করিব বিক্রয়॥
এত বলি অঙ্গুরী সম্মুখে ধরে তার।
অঙ্গুরী দেখিয়া রাজা মানে চমৎকার॥
বহুমূল্য রত্ন সেই রক্তবর্ণ ধরে।
ছটায় আরক্তবর্ণ রাজ শোভা করে॥
রত্ন পরীক্ষকে রাজা আনে ডাকাইয়া।
কহিল যথার্থ মূল্য কহ বিচারিয়া॥

রত্ন দেখি তাহার নয়নে বহে জল।
শ্রীজ্ঞানমোহনে দেখি কান্দিয়া বিকল।
হায় প্রিয়সখা বলি কান্দিয়া উঠিল।
নয়নে আনন্দ নীর বহিতে লাগিল॥
শ্রীজ্ঞানমোহন দেখি বদন তাহার।
শ্রীরত্নমোহন সখা জানি আপনার॥
দোহা আলিঙ্গিয়া দোহে হইল অস্থির
সভাসহ আশ্চর্য্য লাগিল ভূপতির॥
পরীক্ষকে জিজ্ঞাসিল এবা কোনজন।
ইহারে দেখিয়া তুমি কান্দ কি কারণ॥
পরীক্ষক আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
শুনি নরপতি অতি বিস্ময় হইল॥
জ্ঞানমোহনেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
কোথায় এখন মনমোহন ভূপতি॥
বিবরণ কহ শ্রীরত্নমোহন বলে।
দোহে জ্ঞানমোহন শুনায় কুতূহলে॥
তব রাজ্যে সখা মম আছেন সম্প্রতি।
অতি অল্প দূরেতে করিয়া অবস্থিতি॥
শুনিয়া নৃপতি মানে ভাগ্য আপনার।
সুরসেন সুত আছে নগরে আমার॥

রত্নমোহনেরে কহে বিনয় করিয়া।
শ্রীমনমোহন সখা পূর্ব্বে না জানিয়া॥
ব্যবহারে ত্রুটি হইয়াছে কিছু যাহা।
কদাচিত মনে না করিবে তুমি তাহা॥
রাজপুত্রে জানাইবে মম নিবেদন।
তাঁর সহ সাক্ষাত করিতে হয় মন॥
কৃপাকরি তিনি কি আসিবেন হেথায়।
অথবা করিব আমি গমন তথায়॥
কহিবে আমারে তাঁর যেই অনুমতি।
শুনি যোড়করে সেই কহে নৃপ প্রতি॥
শুন মহারাজ রক্ষা করিলে আমারে।
পালন করিলে সদা বহু পুরস্কারে॥
জীবন অবধি গুণ স্মরিব তোমার।
রাজপুত্রে জানাইব আজ্ঞা আপনার॥
তিনি যে কহেন নিবেদন জানাইব।
এবে আজ্ঞা দেহ তাঁর সমীপে যাইব॥
শুনি রাজা হর্ষচিত্তে দিলেন বিদায়।
দুই সখা মিলি প্রিয়সখা কাছে যায়॥
কহিতে কহিতে নিজ নিজ বিবরণ।
রাজপুত্র সমীপে গেলেন দুই জন॥

রত্নমোহন সখার বিবরণ।

বুঝি কালী অনুকূলা এ দিনে দীনে।
প্রিয় সখাগণে পাব নাহি ছিল মনে॥

পয়ার।

শ্রীরত্নমোহনে দেখি রাজপুত্র সুখে।
উঠিয়া মিলিতে চলে বাক্য নাহি মুখে॥
তখন সে পাত্রপুত্র আইল ধাইয়া।
রাজপুত্র পদতলে পড়িল লুটিয়া॥
দোঁহে দোঁহা মিলি দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন রাজপুত্র আনন্দ পাইয়া॥
বুঝি এত দিনে কালী হইল সদয়।
আজি মম বাসে দেখি মহানন্দ ময়॥
কেমনে বাঁচিলে সখা কহ বিবরণ।
শ্রীরত্নমোহন শুনি কহিছে তখন॥
ছয়দিনে ভাসি ভাসি সমুদ্রের নীরে।
সন্ধ্যা কালে এই দেশে উঠিলাম তীরে॥
রাত্রি দেখি করিলাম বৃক্ষে আরোহণ।
কতক্ষণে তথা হৈতে দেখি এক জন॥

ধনুর্ব্বাণ-ধারী উঠে বৃক্ষের উপরে।
রোদন করিতে লাগিলাম দেখি ডরে॥
আমারে দেখিয়া সে মানিয়া চমৎকার।
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি হেথা কি প্রকার॥
নিজ বিবরণ গুপ্ত করিয়া তাহারে।
অন্যমত কহিলাম নত ব্যবহারে॥
দুঃখী দেখি আমারে সদয় হয়ে অতি।
নিজ বস্ত্র দিল এক সেই মহামতি॥
কে তিনি জানিতে এই দিল পরিচয়।
এই দেশে অধিপের পুত্র সেই হয়॥
কহিলেন আমি আঁইলাম মৃগয়ায়।
পশ্চাৎ পড়িল সৈন্য না দেখি কাহায়॥
অতএব বৃক্ষে করিলাম আরোহণ।
তোমারে দেখিয়া অতি সুখি হৈল মন॥
কোন গুণে বিজ্ঞ তুমি বলহ আমারে।
শুনি কহিলাম আমি বিনয়ে তাহারে॥
যৎকিঞ্চিৎ জানি আমি রত্ন পরীক্ষণ।
শুনিয়া হাসিয়া কহে রাজার নন্দন॥
গৃহেতে যাইব সঙ্গে তোমারে লইয়া।
নিযুক্ত করিব কর্ম্মে হর্ষে জানাইয়া॥

প্রভাত হইল নিশা এরূপ কথায়।
প্রাতে সৈন্যগণ আসি মিলিল তথায়॥
রাজপুত্রে দিয়া বহু বস্ত্র অলঙ্কার।
সঙ্গেতে লইয়া গেল গৃহে আপনার॥
শুশ্রূষায় তিন দিনে সবল করিল।
তবে গুণ কহি নৃপতিরে সমর্পিল॥
রত্ন পরীক্ষণে তথা নিযুক্ত ছিলাম।
অঙ্গুরীর হেতু সখা তোমা পাইলাম॥
হেথা স্থিতি তোমার জানিল নরপতি।
তোমারে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মতি॥
কহিলেন তথা যদি না যাও আপনি।
তবে স্বয়ং হেথা আসিবেন নৃপমণি॥
এতেক বলিয়া অঙ্গুরীয় তাঁরে দিল।
পাইয়া কুমার অতি আনন্দিত হৈল॥

রঞ্জিতাক্ষ রাজার গৃহে মনমোহনের গমন।

আহা মরি কিবা হেরি, গজেন্দ্রোপরে কি ইন্দ্র। কিবা যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, উপেন্দ্র

কিবা খগেন্দ্র, মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র চন্দ্রে,
জিনিয়া যেন দেবেন্দ্র ॥

লঘু চৌপদী।

তবে তার বাণী, শুনি সুখ মানি,
শুভদিন জানি, নৃপতি সুত।
লয়ে পরিবার, ভুঞ্জি উপহার,
হইল অপার, আনন্দযুত ॥
পাত্র পুত্র করে, ধরি সমাদরে,
কহে নৃপবরে, জানাবে ভাই।
বহু নমস্কার, কহিবে আমার,
যাব গৃহে তাঁর, অন্যথা নাই ॥
সম্বাদ লইয়া, আসিবে ফিরিয়া,
প্রস্তুত হইয়া, রহিব সবে।
শুনি সে চলিল, নৃপে জানাইল,
রাজা পাঠাইল, মন্ত্রিরে তবে ॥
এক করি বর, অতি মনোহর,
চারি হয় বর, আনিল তথা।
পাত্র পুত্র সনে, মন্ত্রী সুখ মনে,
কুমার সদনে, দিল বারতা ॥

শুনি সখা সঙ্গে, চলিলেন রঙ্গে,
সরস প্রসঙ্গে, গমন করে।
চলিল বারণে, কুমার আপনে,
সখা চারি জনে, অশ্ব উপরে॥
স্বয়ং নৃপবর, প্রফুল্ল অন্তর,
হয়ে অগ্রসর, আনিতে যায়।
চাপিয়া বারণে, চলে মন্ত্রীসনে,
অতিশয় মনে, আনন্দ পায়॥
মধ্য পথে গিয়া, কুমারে দেখিয়া,
গৌরব করিয়া, নামে নৃপতি;
কুমার নামিয়া, গৌরব করিয়া,
বিনীত হইয়া, করে প্রণতি॥
দিয়া আলিঙ্গন, আনন্দে রাজন,
চড়িল বারণ, লইয়া তায়।
পুরবাসি যত, হইয়ে উন্মত্ত,
কত শত শত, দেখিতে ধায়॥
কিবা মনোহর, দুই পুরন্দর,
এক গজোপর; যেন বসিল।
নৃপ সুখ মানি, কুমারের পাণি,
ধরি নানা বাণী, হিতুকি বল॥

কুমারের সনে, কথোপকথনে,
হর্ষযুক্ত মনে, এল গৃহেতে।
গোধূলি সময়, রাজা মহাশয়,
রাজার তনয়, আনে সভাতে॥

রঞ্জিতাক্ষ রাজার নৃত্যসভা বর্ণন।

ধূয়া। মরি হায়, কব কায়, প্রাণ যায় যায়।
কার বালা, এত জ্বালা, সহে বলনা আমায়॥
ঘরে অপরে গঞ্জনা; সদত্ত করে লাঞ্ছনা;
দুর্জ্জন ও কুকজনা, কলঙ্ক রটায়। শাশুড়ী
যেন বাঘিনী, ননদিনী কালফণী, পেয়ে
মোরে মণ্ডুকিনী, সদত দংশায়॥ মূঢ়মতি
মম পতি, পতি শ্রীজগতপতি, তারে বলে
উপপতি, মরি এই দায়॥ শ্রীতারাচরণে
ভনে, রাধানাথ বৃন্দাবনে, মধুর মুরলি
তানে, মজালে রাধায়॥

পদ্য।

শ্রীমনমোহন করে নৃপতি ধরিয়া।
গৃহে আনিলেন রাজা গৌরব করিয়া॥

গজবর পৃষ্ঠে হইতে নাম্বি দুইজনে।
নৃত্য গৃহে উপনীত সকৌতুক মনে।
সেই নৃত্য গৃহ হয় বিচিত্র নির্ম্মাণ।
দীর্ঘে দুই শত হস্ত হয় পরিমাণ॥
প্রস্থে এক শত হস্ত মধ্যে প্রাঙ্গণ।
স্ফটিকে নির্ম্মিত অতি সুন্দর গঠন।
চারিদিগে বেষ্টিত বিচিত্র উপবন।
তার মধ্যে দুই সিংহাসন সুশোভন॥
ক্ষুদ্র বৃক্ষাকারে দীপমালা সুনির্ম্মিত
উচ্চ স্তম্ভের মধ্যে উজ্জ্বল শোভিত॥
নীল রক্ত শ্বেতবর্ণ দীপমালাচয়।
দীপ্ত করিয়াছে কিবা সে নৃত্য আলয়॥
সেই গৃহে দোঁহে বসিলেন সিংহাসনে।
নিকটে বসিয়া হর্ষে সখা চারিজনে॥
বসিলেন মন্ত্রী আদি সভাসদগণ।
সে সভার কত শোভা না যায় বর্ণন॥
একে সেই নৃত্য গৃহ অতি চমৎকার।
সুরচিত মণিগণ ভিত্তিতে তাহার॥
তাহাতে মন্মথাকার শ্রীমনমোহন।
শোভা দেখি সকলের আকর্ষিল মন॥

সেই নৃত্য গৃহ পার্শ্বে এক চিত্রালয়।
তাহে বসি নৃত্যাদি দেখেন নারীচয়॥
কুমারের রূপ তারা করি নিরীক্ষণ।
মন্মথে আকুল খসে কটির বন্ধন॥
সমান বয়স্য সব কামিনী মিলিয়া।
প্রশংসে কুমারে কামে উন্মত্তা হইয়া॥
কহে সই ভাগ্যবতী যে নারী হইবে।
সুখে সেই এই মুখ চুম্বন করিবে॥
এ কর কমলদ্বয় কুচদ্বয়ে দিবে।
অধৈর্য্য হইয়া পুলকেতে শিহরিবে॥
এই অঙ্গ পরশ হইলে মাত্র তার।
কটি বন্ধ খুলিতে না হবে যত্ন আর॥
এ অঙ্গে অনঙ্গ রঙ্গ যেই বিহরিবে।
সত্য সেই নারী জন্ম সফল করিবে॥
অঙ্গ সঙ্গ পাইলে অনঙ্গে মাতি চিত।
না করিতে যত্ন আচরিবে বিপরীত॥
যে অঙ্গ দেখিয়া অঙ্গহীনে অঙ্গ-দয়।
ভ্রূভঙ্গ কটাক্ষে কিবা জীবন সংশয়॥
হায়রে বিধাতা হেন স্বামী নাহি দিলি।
কামিনী করিয়া কামানলে পোড়াইলি॥

এইরূপে নারিগণ প্রশংসিছে তায়।
নৃত্যকী নৃত্যকগণ নাচে তার গায় ॥
স্বরূপিণী সুবেশা যৌবনে সুগর্ব্বিতা।
অঙ্গ ভঙ্গ হাব ভাব প্রকাশে পণ্ডিতা ॥
সে সব কামিনী নৃত্য করি কতক্ষণ।
বিশ্রাম করিল বাজে নানা বাদ্যগণ ॥
তবে সভামধ্যে আসি সুগায়কগণ।
নিজ নিজ সুযন্ত্রে করিয়া সুমিলন ॥
আলাপ করিয়া রাগ মধুর গাইল।
সভাস্থ সমীপে তারা প্রশংসা পাইল ॥
রাজপুত্র পরিতোষ হেতু পরস্পর।
প্রকাশ করিছে রঙ্গরস বহুতর ॥
সুরঞ্জিত তাহারে না দেখি নরপতি।
কহিছেন নিভৃতে প্রবীণ মন্ত্রী প্রতি।
জান তুমি হেন গুণবান কেহ হয়।
আলাপ মাত্রেতে মন আকর্ষিয়া লয় ॥
মন্ত্রী কহে এক জন আছে যোগ্য সার।
অল্প দিন রহিয়াছে নিবাসে আমার ॥
শুনি আজ্ঞা দিয়া রাজা তারে আনাইল।
সুবেস করিয়া নৃত্যস্থলে পাঠাইল ॥

নবীন বয়স সেই পরম সুন্দর।
নৃত্য স্থলে বসি দীপ্ত করে মনোহর॥
যন্ত্র মিলাইয়া তবে আলাপে কেদারা।
কণ্ঠস্বরে সবার হইল বুদ্ধি হারা॥
কণ্ঠস্বর শুনি তার রাজার কুমার।
শ্রীরাগমোহন সখা জানি আপনার॥
শ্রীরাগমোহন বলি কান্দিয়া উঠিল।
গায়ক আসিয়া কান্দি চরণে পড়িল॥
সভাসহ চমৎকার মানিল রাজন।
সহে একি আচম্বিতে হইল ঘটন॥

শ্রীরাগমোহন সখার বিবরণ।

ধুয়া। ওমা কালী গো করালী মুণ্ডমালী।
অকুলে আনিয়া কুলে কেন অকুলে ফেলালি॥

পদ্য।

তবে অতি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজন।
কুমারের করে ধরি জিজ্ঞাসে কারণ॥

আপনি ক্রন্দন করিছেন কি কারণে।
গায়ক পড়িল কেন তোমার চরণে॥
তবে পাত্রপুত্রে রাজা আলিঙ্গন দিয়া।
তার করে ধরি নৃপে কহে বিবরিয়া॥
এই প্রিয় সখা মম শ্রীরাগমোহন।
তোমার প্রসাদে হেথা পাই দরশন॥
চমৎকার নৃপতি সভাস্থগণ আর।
রঙ্গমোহনাদি সখা আনন্দ অপার॥
সখায় সখায় তবে মিলিয়া সকলে।
আলিঙ্গন করিয়া বসিল কুতূহলে॥
তবে সম্বরণ করি সব নৃত্যগীত।
রাজপুত্রে তারপঞ্চ সখার সহিত॥
করাইয়া সুধারস সামগ্রি ভোজন।
বিচিত্র ভবন দিল বাসার কারণ॥
সখাসহ রাজপুত্র তথায় রহিল।
এক শত দাস দাসী নিযুক্ত হইল॥
সব সমাধান করি নৃপতি তখন।
বিদায় হইয়া গেল করিতে শয়ন॥
সখাসহ রাজপুত্র বিশ্রাম করিল।
কথোপকথনে সবে রজনী বঞ্চিল॥

প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রত্য সমাপিয়া।
সখা সহ সভা মধ্যে বসিলেন গিয়া॥
সভাসদ সহ রঞ্জিতাঙ্ক নরপতি।
হাসিয়া কহেন রামমোহনের প্রতি॥
সব শুনিয়াছি তরীভঙ্গ বিবরণ।
কহ কোন রূপে তুমি পাইলে জীবন॥
মাত্রপুত্র কহে রাজা শুন চমৎকার।
ভাসি হইদিনে দেশ পাইয়া তোমার॥
উপস্থিত রাত্রি দেখি উপজিল ভয়।
বৃক্ষ আরোহণ করিলাম মহাশয়॥
শীতে হইলাম তবে অতি কম্পবান।
দৈবযোগে দেখি দূরে অগ্নি দীপ্তমান॥
লঘু গতি করিলাম তথায় গমন।
তথা গিয়া দেখিয়ে মনুষ্য কত জন॥
তীর্থ যাত্রী হয় তারা করয়ে রন্ধন।
কাতরে মাগিতে অগ্নি দিল তৎক্ষণ॥
দুরবস্থা দেখি মোরে সেই যাত্রিগণ।
কৃপা করি যুগ্ম বস্ত্র করিল অর্পণ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দিল আনি করিয়া ভোজন।
সে সব সহিত কহি কথোপকথন॥

তবে তথা আচম্বিতে আসি দস্যুগণ।
লুটিয়া সকল দ্রব্য লইল রাজন॥
কিছু না পাইয়া তারা মম সন্নিধান।
ধরিয়া লইয়া চলে গলে দিয়া টান॥
কিবা কালিকার ইচ্ছা শুন তদন্তর।
হঠাৎ আইল তথা সৈন্য বহুতর॥
কতক্ষণ বাকযুদ্ধ পরস্পর করি।
তবে সেই সৈন্যগণ দস্যুগণে ধরি।
সবাকারে আনিল সভায় আপনার।
বিচারার্থে মন্ত্রিরে আপনি দিয়া ভার॥
অন্তঃপুরে মহারাজ করিলা গমন।
মন্ত্রির বিচারে দুখী হৈলা চোরগণ॥
দণ্ড হেতু তব আজ্ঞা অপেক্ষা রহিল।
কারাগারে সবারে রাখিতে আজ্ঞা দিল॥
তবে আমি কান্দি করিলাম নিবেদন।
তীর্থ যাত্রী আমি চোর নহি কদাচন॥
আমা স্থানে কিছু মাত্র ধন না পাইয়া।
ইহারা যাইতে ছিল আমারে লইয়া॥
এতেক শুনিয়া মন্ত্রী মুখ নিরখিয়া।
কতক্ষণ নিজমনে বিচার করিয়া॥

আজ্ঞা দিলা মম গৃহে রাখহ ইহারে।
আর সব চোরে লয়ে যাহ কারাগারে॥
এতবলি আমারে স্বগৃহে পাঠাইয়া।
রাত্রিকালে আপন সমীপে আনাইয়া॥
কহিলেন চোর নহ হেন মনে লয়।
কি বিদ্যা উত্তম জান দেহ পরিচয়॥
কহিলাম জানি আমি সংগীত কিঞ্চিৎ।
মম গান শুনি তবে হইয়া মোহিত॥
আপন তনয় সহ মিলাইয়া দিল।
অপরের কোন দিন জানাব কহিল॥
এইরূপে বাঁচিলাম মন্ত্রির কৃপায়।
প্রিয়সখা পাইলাম তব করুণায়॥
শুনি চমৎকার মানিলেন নরপতি।
এই কথা বিচারে জানিল মহামতি॥
যে নিশিতে শ্রীরত্নমোহন বৃক্ষে ছিল।
রাজপুত্র সহ তথা সাক্ষাৎ হইল॥
রাজপুত্রে না দেখিয়া তার সৈন্যগণ।
দুই যূথ হইয়া করিল অন্বেষণ॥
এক যূথ তাহার ধরিল চোরগণে।
এক যূথ প্রাতে আইল রাজপুত্র সনে॥

আশ্চর্য্য মানিল রাজা এসব শুনে।
পুনঃ আলিঙ্গন করে শ্রীমনমোহনে॥

রঞ্জিতাক্ষ রাজা মনমোহনাদির
বিবরণ কথন।

রাগিণী মূলতান [illegible], তাল হুরি

উপায় কি বলহ তার এমন রোগেতে।
জগৎ জীবন, এমন পবন, করয়ে দাহন,
বসন্তকালেতে॥ চন্দন শীতল জ্ঞান;
অঙ্গেতে করি লেপন, দ্বিগুণ দহয়ে
তাহাতে। সহ বিরহ, বাস নিরন্তর,
কেমতে তাহার না পারি কহিতে॥

পদ্য।

তবে রঞ্জিতাক্ষ রাজা করিয়া বিনয়
ঈষৎ হাসিয়া কুমারের প্রতি কয়॥

জন্মাবধি তোমার আশ্চর্য্য বিবরণ।
অভিলাষ হয় মম করিতে শ্রবণ ॥
করুণায় যদ্যপি করেন অনুমতি।
কহিতে আদেশ হয় এক সখা প্রতি ॥
শুনি রাজপুত্র তবে ঈষৎ হাসিয়া।
রঙ্গমোহনাদি সখা গণেরে চাহিয়া।
কহিলেন নৃপবরে কহ সুবিস্তার।
মম বিবরণ তোমাদের সব আর ॥
শুনি রঙ্গমোহন আদ্যন্ত বিবরণ।
বিস্তারিয়া সকল করিল নিবেদন ॥
একে একে সখাগণ নিজ নিজ কথা।
সকল কহিল রাজা শুনিলেন তথা ॥
সভাসহ নৃপতি মানিয়া চমৎকার।
রাজপুত্রে প্রশংসা করয়ে বার বার ॥
সামান্য মনুষ্য তুমি নহ সুনিশ্চয়।
এ সকল ঘটন সামান্যে কোথা হয় ॥
শ্রীমনমঞ্জরী কন্যা সে সামান্যা নয়।
সামান্যে হয়েছে কোথা হেন রাগোদয়
এ সকল সখাও সামান্য তব নয়।
তোমা লাগি সুখ ত্যাগ করি দুঃখ সয় ॥

প্রার্থনা করি হে এই ঈশ্বরের প্রতি।
শ্রীমনমঞ্জরী প্রাপ্য হও শীঘ্রগতি॥
এত বলি সভা ভাঙ্গি উঠিল রাজন।
আপন আপন স্থানে গেল সর্ব্বজন॥
সখা সহ রাজপুত্র আইলেন বাস।
নানারূপ শুশ্রূষা করয়ে সব দাস॥
এইরূপে রাজপুত্র সখাগণ সঙ্গে।
রাজার আরামে আছে কৌতুক প্রসঙ্গে॥
শ্রীমনমঞ্জরী ভাবি মনে উঠে তাপ।
সখার মণ্ডলে বসি করয়ে বিলাপ॥
নিশাযোগে সখাসহ যন্ত্র মিলাইয়া।
গাইছে প্রবন্ধ এক বর্ণন করিয়া॥

বিরহ প্রবন্ধ।

ঝুমরাগ তাল যৎ।

বিপরীত গতি মর্ম্ম হে বিরহে।
ইহ জীবন আর রহে না রহে॥
বাড়বানল তাপ বরঞ্চ সহে।
মলয়ানীল শীতল সহ্য নহে॥

প্রখরের রবিচণ্ডকরে কি করে।
তনু তাপিত শান্ত সুধাংশু করে॥
মধুঘোষ রবে কুলিশ সহ নহে।
সহয়ে যদি এভব ভক্ত নহে॥

এইরূপে বহু গীত বর্ণন করিয়া।
সখাগণে গায় নিত্য রজনী জাগিয়া॥

সরস্বতীপুর হইতে মনমোহনের মণিপুর যাত্রা।

ধুয়া। শুন ওহে নরপতি মম নিবেদন।
মণিপুর যাব আজ্ঞা করহ রাজন॥

পদ্য।

সর্ব্বেশ্বর চমৎকার শুনিয়া এসব।
গুণাকরে জিজ্ঞাসিল করিয়া গৌরব॥
রাজপুত্র সখাগণ নিস্তার পাইল।
সুদাম নামেতে বিপ্র কোথায় রহিল॥

গুণাকর কহে তিনি তিন দিন পরে
পাইয়া সিন্ধুর তীর উঠিল উপরে ॥
সুস্থ হৈল ফল জল খাইয়া ব্রাহ্মণ।
দেখে এক তরী জলে করয়ে গমন ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল শুনিয়া সদাগর।
ক্ষুদ্র তরি পাঠাইয়া আনি দ্বিজবর ॥
কারণ শুনিয়া সেই করুণা করিয়া।
আপন ডিঙ্গায় তারে রাখিল লইয়া ॥
সিংহল নগরে সদাগর উত্তরিল।
বিদায় হইয়া বিপ্র স্বদেশে চলিল ॥
পশ্চাৎ কহিব তার অন্য বিবরণ।
এবে রাজপুত্র কথা করহ শ্রবণ ॥
সরস্বতীপুরে রাজপুত্র সখাসঙ্গে।
রাত্রি দিন যায় মনমুঞ্জরী প্রসঙ্গে ॥
দশ দিন রহি রঞ্জিতাক্ষ রূপধরে।
একাদশ দিনে কহে রাজার গোচরে ॥
বাঞ্ছা মণিপুরে আমি করিব গমন।
শুনি রাজা অনুমতি করে ততক্ষণ ॥
রাজপুত্র আর তার সখা পঞ্চজনে।
বহু মূল্য রত্ন দিল হরষিত মনে ॥

রূপ প্রীতি হেতু রাজপুত্র তাহা নিল।
তবে রাজা তরি সাজাইয়া তারে দিল॥
গমন সময় তবে গৌরব করিয়া।
রূপে বন্দে রাজপুত্র চরণে ধরিয়া॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা করিয়া তাহায়।
যথাযোগ্য সম্ভাষিয়া দিলেন বিদায়॥
গমন সময় কান্দি কহেন নৃপতি।
বধূ লয়ে যাবে যবে আপন বসতি।
পঞ্চদিন রহি হেথা করিবে গমন।
শুনিয়া স্বীকার করি চলিল তখন॥
ডিঙ্গা চাপি সখা সঙ্গে গমন করিল।
অবিলম্বে মণিপুর ঘাটে উত্তরিল॥
না উঠি প্রকাশ ঘাটে রাজার নন্দন।
অন্য ঘাটে উঠে সঙ্গে সখা পঞ্চ জন॥
রঞ্জিতাঙ্ক ভূপতির লোক যত ছিল।
ডিঙ্গা সহ সে সবায় বিদায় করিল॥
মণিপুরে প্রবেশে পরম কুতূহলে।
অদ্য সুপ্রভাত নিশি হলো সবে বলে

শ্রীমদনমোহনের মণিপুর প্রবেশ

রাগ ঝিঝিট। তালজলদ তেতালা

মা. উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী।
মনোহর শোভাকরে নিশিতে প্রকাশি॥
কহায় কিরণ দেখ সদা দিবা নিশি।

দীর্ঘত্রিপদী।

ক্রমে মণিপুরে রঙ্গে,   রাজপুত্র সখা সঙ্গে,
প্রবেশে দেখয়ে চমৎকার।
মনোহর সেই দেশ,   সকল শোভার শেষ,
সিন্ধু ঘেরা চারিদিগে তার॥
যার হেতু এত ক্লেশ,   ভ্রমিল অনেক দেশ,
সেই দেশ দেখিয়া নয়নে।
আনন্দে অস্থির অতি,   কুমারের লঘুগতি,
ভাবে নানা শোভা দরশনে॥
ধরিয়া সখার করে,   চলে মহাসুখ ভরে,
গিয়া বৈসে সরোবর ধারে।
শ্রীচিত্রমোহন গিয়া,   গুণমোহনে ডাকিয়া,
বিবরণ জানায় তাহারে॥

পাইয়া সে সুসংবাদ, মানিয়া পরমাহ্লাদ,
তাহারে করিল আলিঙ্গন।
হইয়া প্রফুল্ল অতি, দুইজনে শীঘ্রগতি,
সখা কাছে করিল গমন॥
হেথা রাজপুত্র রঙ্গে, বসি চারি সখাসঙ্গে,
হর্ষযুক্তে কহে প্রিয়া কথা।
নগরের নারিগণ, কুম্ভ কক্ষে আগমন,
বারি লইবারে আইল তথা॥
সরোবরে লয়ে বারি, কক্ষেতে কলসি করি,
তীরে উঠে যতেক নাগরী।
দেখে রূপ চমৎকার, বসিয়াছে সুকুমার,
সখাগণে চারি পার্শ্বে করি॥
পরস্পর কহে সই, কে পুরুষ বসিয়া ঐ,
চন্দ্র কি উদয় ভূমিতল।
কিবা রূপ আহা মরি, যেন তারাগণ ঘেরি,
হেরি মন চকোরিণী হল॥
হর ভয়ে কিবা কাম, ত্যজিয়া আপন ধাম,
ছদ্মবেশে নিজগণ সঙ্গে।
ক্ষিতিতে ভ্রমণ করি, বধে নব বঙ্গ নারী,
সন্দীপন সন্ধি দেখে রঙ্গ॥

কহে কেন এ অধীনে, অঙ্গ দহে অঙ্গহীনে,
মরি প্রাণে বাঁচিনে বাঁচিনে।
দেখিয়া নাগর রূপ, উথলিছে কামকূপ,
হেনরূপ দেখিনে দেখিনে॥
আহামরি কিবা মুখ, দেখি উপজয়ে সুখ,
কি আর কহিব বিধাতারে।
যদি পাই গুণনিধি, বক্ষে রাখি নিরবধি,
কাম্য সাধি ত্যজিকুল দ্বারে॥
এ তত্ত্বে নাহিক লাজ, লাজের মাথায় বাজ,
অগ্নি জ্বালি ধৈর্য্য পোড়াইব।
কিবা দিবা কি শর্ব্বরী, বক্ষে ধরি চক্ষে হেরি,
মুখে মুখ মিলিয়া থাকিব॥
এইরূপে রামা যত, পরস্পর কহে কত,
সকল বর্ণিতে পুঁথি বাড়ে।
ক্ষণে আধ পদ যায়, ক্ষণে থমকিয়া চায়,
ক্ষণে ক্ষণে ফিরিয়া নেহারে॥
এইরূপ অনিবার, গৃহে গেল যে যাহার,
রাজপুত্র ফিরিয়া না চায়।
রাজকন্যা বিনা ভিন্ন; মনে জানে নাহি অন্য,
সেইরূপ চিন্তয়ে সদায়॥

বসিয়াছে এই মতে; তবে দিবাকর গতে,
উপনীত শ্রীগুণমোহন।
চিত্রমোহনের সঙ্গে, অতি বেগে আসি রঙ্গে
মিলিলেন প্রফুল্লিত মন॥
পরস্পর দেখি মুখ, পাইল পরম সুখ,
আনন্দে ক্রন্দন সবে করে;
তবে সব সখাগণ, মিলি প্রতি জনে জন,
আলিঙ্গন করে সুখ ভরে॥
পরস্পর বিবরণ, কহি শুনি সর্ব্বজন,
সখাগণে রাজপুত্রে কয়।
সবাকার স্থিতি স্থান, কোথা কর অনুমান
পরম নিভৃত কোথা হয়॥
শ্রীগুণমোহন কয়, নির্জ্জন উদ্যান হয়
আমার বাসার সন্নিধান।
তথা সুখে নিবাসিবে, কেহ আর না জানিবে
বিনা সদাগরে সে সন্ধান॥
তাহাকেও পরিচয়, নাহি দিব মহাশয়,
প্রকার বিশেষে বুঝাইব।
সুখে নিবাসিবে তথা, আমি লয়ে যাব কথা
যুক্তিমতে দোঁহা মিলাইব॥

...মি সখাগণ সঙ্গে, রাজপুত্র গিয়া রঙ্গে,
বিশ্রাম করিল সে উদ্যানে।
...তি রম্য সেই স্থান, করিয়া ভোজন পান,
রহিলেন নিজপ্রিয়া ধ্যানে॥
রজনী প্রভাত যবে, শ্রীগুণমোহন তবে,
আসি মিলে সখাগণ সঙ্গে।
...ক্তি করি সর্ব্বজন, রাজকন্যা নিকেতন,
শ্রীগুণমোহন যায় রঙ্গে॥
...ইলেন বৈদ্যবর, মানি হর্ষ বহুতর,
সুসম্বাদ লইয়া চলিল।
...ঙ্গে সুখ নাহি ধরে, চলিছে আনন্দ ভরে,
রাজকন্যা গৃহে উত্তরিল॥
...হেথা বাম আঁখি তার, স্ফুরিতেছে অনিবার,
হাতে হতে পড়ে জলপাত্র।
...হিয়া রহিয়া মনে, সুখ উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
পুলকে পূর্ণিত প্রতি গাত্র॥
নাহি বুঝে কি কারণ, সঙ্গে লয়ে সখিগণ,
কহিতেছে নিজপ্রিয় কথা।
এইরূপে রামা রয়, বৈদ্যরাজ সে সময়,
উপনীত হইলেন তথা॥

বৈদ্যবর হর্ষ মুখে, আইলেন দেখি সুখে,
ত্বরা ধনী কুশল জিজ্ঞাসে।
হাসি বৈদ্যরাজ কয়, গেল মন্মথের ভয়,
তব নাথ আছে সাধু বাসে॥
শুনি মাত্র সমাচার, অঙ্গ পুলকিত তার,
সুখে মুখে নাহি স্ফুটে কথা।
অঙ্গ অতি সুখভার, অস্থির হইয়া পড়ে,
সে কি আর আগিবেক সেথা॥

মনমঞ্জরীর মনমোহনের গমন শ্রবণ।

রাগিণী পূরবী, তাল জলদ তেতালা।

ধুয়া। আসিবে রবে এ রবে প্রাণ কি রবে। সই,
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় তবে।
প্রাণ বায় নাহি রয়, প্রাণাধিক করে তায়,
এমন হইবে, সে জন আসিবে, দেখা কি হবে॥

পদ্য।

মনমঞ্জরী শুনি আইল শ্রীমনমোহন
আনন্দ অশ্রুতে তার পূরিল নয়ন॥

অস্থির হইল অঙ্গ অতি সুখ ভরে।
সম্বরি জিজ্ঞাসে বৈদ্যরাজে সমাদরে॥
আসি রাজপুত্র তবে আছেন কোথায়।
কি রূপ হইল ভক্ষ্য ভোজ্যের উপায়॥
পাত্রপুত্র কহে মম বাসা সন্নিধান।
আছে সদাগরের বিচিত্র পুষ্পোদ্যান॥
সর্ব্ব সখাসহ তিনি আছেন তথায়।
আমি করিতেছি ভক্ষ্য ভোজ্যের উপায়॥
কন্যা কহে কহ কি পথের বিবরণ।
তরী ভঙ্গে কোনরূপে পাইলা জীবন॥
পাত্রপুত্র সব কথা সংক্ষেপে কহিল।
শুনি রামা চমৎকার মানিয়া রহিল॥
বিবাদ করিয়া বহু পাত্রপুত্রে কয়।
হায় আমা লাগি তাঁর এত ক্লেশ হয়॥
এতেক বিপদে কালী রাখিল তাঁহারে।
এবে প্রাণনাথে সখা পাই কি প্রকারে॥
শুনি পাত্রপুত্র তারে প্রবোধিয়া কয়।
উপায় করিয়া সখা আনিব নিশ্চ॥
ধৈর্য্যধর রাজসুতা কি ভয় আবা।
এখন আমার সখা সমীপে তোম॥

সম্প্রতি যাইব আমি তাঁর সন্নিধান।
এত কহি প্রবোধিয় করিল পয়ান॥
রাজকন্যা রহিলেন পথ নিরখিয়া।
তবে পাত্রপুত্র সখা মণ্ডলেতে গিয়া॥
কহিলেন কন্যার যতেক বিবরণ।
শুনি রাজপুত্র অতি উৎকণ্ঠিত মন॥
সখাগণে কহিল করহ যুক্তি সার।
কোন রূপে যাই ত্বরা নিকটে প্রিয়ার॥
যুক্তি করি সখাগণ নিশ্চয় কহিল।
শ্রীজ্ঞানমোহন যেই অঙ্গুরী পাইল॥
পদাঙ্গুলে দিলে অঙ্গুরী পক্ষী হয় নর।
এই ছলে যাবে নিজ প্রিয়ার গোচর॥
পক্ষী রূপে রবে গুণমোহনের করে।
জানিতে নারিবে কেহ যাবে অভ্যন্তরে॥
যুক্তি শুনি রাজপুত্র ভাসে সুখ জলে।
হেথায় কামিনী মনে বিরহ উথলে॥

রে মনে ত ভাব সার, এ সহিবে সাধ্যকার
এক্ষণে সমীপ তার, যন্ত্রণা সহে কি আর
দক্ষিণা নিলের দাহ, জীবনের ভদ্র চাহ
সত্বরে তথায় যাহ, সেই আইলে বিদাহ
শীত অংশু অংশুবান, অগ্নি তুল্য সুপ্রমাণ
প্রাণ দগ্ধ সত্যজান, রে ত্বরায় তায় আন
ষটপদের ঝঙ্কভালি, বজ্র তুল্য সত্যমানি
প্রাণ রক্ষ রে ইদানী, সত্বরে তাহায় আনি
কোকিলা করে কুকার, কাণ দগ্ধ কৈল ছার
প্রাণ রক্ষণেতে ভার, নাথেরে কি পাব আর
রত্ন ভূষণের তাপ, অঙ্গ দস্ত্র কালসাপ
দগ্ধ কৈল সর্ব্ব পাপ, পাই নাথ যায় তাপ

মনমুঞ্জরীর খেদ।

মালকোষ রাগ, তালজলদ তেতালা।

ধুয়া। এ দুঃখ না যায় আর সহনে।

এবার জনম, লইব এমন; বধিব জীবন,

কেহ অঙ্গে কুমকুমাদি করয়ে লেপন।
ধৈর্য্য হও কান্ত এল কহে কোনজন॥
এইরূপ শুশ্রূষাদি সখিগণ করে।
সম্বিৎ পাইয়া ধনী কহে মৃদুস্বরে॥
কেন সখি দহ মোরে হুতাসন বায়।
উহু মরি অঙ্গ জ্বলে কি মাখাও গায়॥
যাঁরে সখি কহিলে যে আইলেন কান্ত
কান্ত নহে ভ্রান্ত তব আইল কৃতান্ত॥
দেখ সখি হল প্রায় যামিনীর অন্ত।
এখনি দহিবে মোরে মদন দুরন্ত॥
মলয় অনিল ভৃঙ্গ কোকিল বসন্ত।
সহায় সুধাংশু আদি অনেক সামন্ত॥
সুসজ্জ হইয়া রণ চাহে মোর তরে।
দেখ সখি রতিপতি দহে পঞ্চশরে॥
কি কব যৌবন রথে বীহন সারথি।
নতু পরাভবে ভঙ্গ দিত রতিপতি॥
একেত অবলা আমি নাহিক সহায়।
অন্যায় সমরে যদি বধেন আমায়॥
তবে গো সজনি আমি পুনঃ জন্ম লয়ে
কোকিল করিব বধ ব্যাধ পুত্র হয়ে॥

কেন মোরে কুহরবে করে জ্বালাতন।
কালোর অন্তর কালো কে বলে সুজন।
শুন সখি তবে পুনঃ শরীর ত্যজিয়া।
আসিব সুধাংশু রাহু রূপ গ্রহ হৈয়া।
কেনগো উদরে শশি দহে কলেবর।
তবে বলে সুধাকর মোরে বিষধর॥
তারপর হর ত্রিলোচনের লোচন
কটাক্ষ দাহেতে ভস্ম করিল মদন॥
হর কোপানলে ভস্ম হল একবার।
তথাচ না ছাড়ে সেই স্বভাব যাহার।
শুনলো সজনি পরে হইয়া মদন।
পঞ্চশরে প্রাণেশ্বরে করিব লাঞ্ছন॥
তবে দুঃখ শান্ত হবে কহিনু তোমারে।
নিদয় না হয় যেন আর অবলারে॥
অঙ্গহীনে অঙ্গ দহে অন্তর দাহন।
কি করিবে অঙ্গোপরে কস্তুরী চন্দন॥
অভিপ্রায় যেন কুম্ভকারের পরন।
উপরেতে পঙ্ক লেপে শীতল কারণ॥
দেখ সখি সে পঙ্কেতে শীতল না হয়।
বরং অন্তরেতে অগ্নি বাড়ে বিপর্য্যয়॥

সেই রূপ মম দেহ পয়ন হইল।
হৃদয়ে বিরহানল জ্বলিয়া উঠিল॥
তাঁহার বিচ্ছেদ আর প্রাণে নাহি সহে।
ত্বরায় মিলাও সই অনিলে দহে॥
এইরূপ সখী সঙ্গে আশেষ প্রসঙ্গে।
রজনী প্রভাত দীননাথাগত রঙ্গে॥

মনমুঞ্জরীর গৃহে মনমোহনের
গমন।

রাগিনী ইমন ঝিঝিট, তাল ঠুংরি।

মুঞ্জ। আইলে হে প্রাণনাথ প্রাণ কোথায় রাখি
সরোজ সদনে শশী, একি অপরূপ দেখি॥
ধরাধর শৃঙ্গোপরে, গমন পবন ভরে,
শিলা ভাবিছে নীরে, বুঝে দেখ সখী॥

ভঙ্গ ত্রিপদী।

হেথা রাজপুত্র যুক্তি করি।
সে দিবস বিভাবরী, অতি কষ্টে শেষ করি,
প্রভাতে উঠিয়া ত্বরা করি॥
প্রাতঃকৃত্য সারি কুতূহলে।
আসিলেন সখা সঙ্গে, শ্রীগুণমোহন রঙ্গে,
স্বর্ণাঙ্গুরি দিয়ে পদাঙ্গুলে॥
কি অদ্ভুত কারিকার নারে!
হইল পক্ষী সুশোভন, তাহা দেখি সর্বজন,
মহানন্দ সবার অন্তরে॥
নানা বর্ণে পক্ষী মনোহর।
পৃষ্ঠ নিলমণি ন্যায়, শ্বেতপুচ্ছ শোভা পায়,
বক্ষ পীত লোহিত অধর॥
শ্রীগুণমোহন বৈদ্য হয়ে।
অতি হরষিত মনে, রাজকন্যা নিকেতনে,
চলিলেন বিহঙ্গ লইয়ে॥
গিয়ে মনমুঞ্জরী মহলে।
দেখে কন্যা সখী সনে, মিলিয়া সখী ভবনে,
প্রিয়কথা কহে কুতূহলে॥

শূন্য দেখি রাজকন্যা ঘর।
মরালের গতি জিনে, কন্যাগৃহে সংগোপনে,
প্রবেশিল হরিষ অন্তর॥
উঠি রত্ন সিংহাসনোপরে।
খুলিয়া অঙ্গুলাঙ্গুরি, পুনঃ নররূপ করি,
রহ বলি দ্বার দিল দ্বারে॥
পাত্র পুত্র লঘু গতি যায়;
কুমারে রাখিয়া তথা, চলিল কুমারী যথা,
রাজপুত্র রঙ্গে উৎকণ্ঠায়॥
উত্তরিল সখিদের ঘরে।
দেখি সেই বৈদ্যবরে, জিজ্ঞাসে উৎকণ্ঠাভরে
নাথ কোথা বলহ সত্বরে॥
স্থির না বাঁধিতে পারি মনে।
আজি কি দেখিতে পাব; কিআমি তথায় যাব,
লজ্জা ধৈর্য্য ঠেলিয়া চরণে॥
শুনি কহে শ্রীজ্ঞানমোহন।
নহি যে তেমন বৈদ্য; তব প্রাণনাথে অদ্য,
মন্ত্রবলে আনি এইক্ষণ॥
কহে ধনী ছাড় উপহাস।

রহে না রহে প্রাণ, দুঃখ হতে কর ত্রাণ,
মম প্রাণে আনি মম পাশ।
বৈদ্য বলে কান্দহ বৃথায়।
মম বাণী সত্যমান, নিশ্চয় নিশ্চয় জান,
মন্ত্রে তাঁরে আনিব হেথায়॥
পাত্র পুত্র কহে সখী ছলে।
না জেনে কন্যা নেত্র নীরে বহে,
তবে বৈদ্য হাসি তারে বলে॥
সখী দুঃখ করহ বর্জন।
দের সখাবরে, দেখ সে আপন ঘরে,
আসি আছে সুসত্য বচন।
কহি তারে কারণ বলিল।
নী বেগে যায়, পাত্র পুত্র পিছে যায়,
সখীগণ সংহতি চলিল॥
রাজকন্যা হয়ে উপনীত।
গৃহদ্বার, দেখে অতি চমৎকার,
যেন চন্দ্র হয়েছে উদিত॥
পরস্পর দোঁহে নিরখিয়া।
নেত্রে কতক্ষণ, রহি তবে দুই জন,
ভূমে পড়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥

সখীগণ পাত্রপুত্র আর।
বদনে সিঞ্চিয়া নীর, দোহারে করিল স্থির,
আনন্দ বাড়িল দোহাকার॥
হর্ষে বাক্য নাহি স্ফুটে মুখে।
আনন্দ সমুদ্র জলে, দোঁহে ভাসে কুতূহলে,
দোঁহা মুখ হেরি দোঁহে সুখে॥
হাসি হাসি বৈদ্যরাজ কয়।
দেখ সখি এই স্থলে, আমার মন্ত্রের বলে,
আনিয়াছি সখা মহাশয়॥
শুনি সুখে হইয়া মগন।
রাজকন্যা মৃদুহাসি, অন্তরেতে লজ্জা বাসি
পট্টাঞ্চলে ঢাকিল বদন॥
পাত্র পুত্র সখা প্রতি কয়।
যাই আমি সেই স্থানে, সখীগণ সন্নিধানে,
তুমি হেথা থাক মহাশয়॥
দিয়া যাই অঙ্গুরী কন্যারে।
রাজা রাণী যেইক্ষণে, আসিবেন এভবনে,
পক্ষীরূপ করিবে তোমারে॥
অঙ্গুরী কন্যার হস্তে দি ।

পাত্র পুত্র করিয়া বিনয়।
বিদায় হইল রঙ্গে, মিলে সব সখা সঙ্গে,
শুনি তারা অতি সুখী হয়॥

মনমোহনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ

রাগিণী কেদার, তাল জলদ তেতালা।

ধুয়া। এ কপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, মিলে কোন জন
না পেলে কেমনে রব, পেলে বল কি করিব,
কোথা বিনে আর, সেখানে কাহার,
গমনাগমন। অন্যের অগমনীয়, জান
সে স্থান নিশ্চয়, ইহে অনুমান, এই হয়
প্রাণ, তুমি সে কারণ। যদি তাহে থাক
কুল, লয়েছ করেছ ভাল, নাহি চাহি
আমি, যদি প্রাণ তুমি করহ যতন॥

দোহার বিরহ জ্বর, শান্তি হেতু হিমকর,
প্রকাশিল শীতল কিরণ॥
সুখে সঙ্গিনীর সঙ্গে, সুরত রঙ্গিনী রঙ্গে,
অঙ্গ ভঙ্গে বসিল পালঙ্কে।
বর কন্যা এক স্থানে, করি সখী সুখমানে,
দোহে ভাসে সুখের তরঙ্গে॥
সুচতুরা সখিগণ, কুসুম মাল্য চন্দন,
পূর্ব্বাহ্নে সম্মুখে রাখি ছিল।
স্মরি পদ কালিকার, লয়ে মালতীর হার,
রাজপুত্রে প্রিয়া গলে দিল॥
তবে কন্যা হৃষ্ট মনে, চাহিয়া নাগর পানে
আড় দৃষ্টে ঈষদ্ হাসিয়া।
লয়ে তার এক হার, গলে তুলি দিয়া তাঁর
সুখাব্ধিতে গেলেন ভাসিয়া॥
কহে কুমারী চাতুরী, ওলো ও রঙ্গমুঞ্জরি,
সহচরি জিজ্ঞাস নাগরে।
আমি কুলবালা বলা, নাহি কারে কিছু বলা,
কেন মালা দিলেন আমারে॥
অবলা সরলা নারী, কি ছল বুঝিতে নারি,
তাই ফিরি দিলাম কুমারে।

মনোদ্যানে একবার, এরূপ মন্মথাকার,
একমালা দিলেন আমারে॥
না জানি কেমন মালা, হৈল মম জপমালা,
কুলবালা করে জ্বালাতন।
মালা দিয়া গুনাগর, সুখেতে বধিঞ্চ বাসর,
নিজদেশে করিল গমন॥
মালার কি গুণ জানে, মান লয় আকর্ষণে,
প্রাণে বধে পাইয়া সরলা।
মান বধিতে রমণী, বুঝি সেই গুণ মণি,
অনুমানি লয়ে সেই মালা॥
পাইয়াছি যত ক্লেশ, বৈদ্য জানে সবিশেষ,
ভাগ্যে বিধি বৈদ্য মিলাইল।
আসি বৈদ্য গুণনিধি, আনি দিয়া মহৌষধি,
কত মতে শুশ্রূষা করিল॥
তাইত ভাবিগো সই, পাছে সেই রূপ হই,
তাই কই জিজ্ঞাস নাগরে।
মানসেতে সন্ধ্যা করি, কত বধিলেন নারী,
কত বা কি বধিবেন পরে॥
শুনিয়া কুমার কন, শুন শুন সখিগণ,
শুনিয়ে শুনায় কুমারীরে।

ঐ যে মালতী মালে, অর্পণ করেছি গলে,
কহিলেন যে দিলাম ফিরে ॥
এক নিশি সখা সঙ্গে, উদ্যানে ছিলাম রঙ্গে,
সখিসঙ্গে মন্মথমোহিনী।
গিয়া কুলবালা বলা, দিয়া মোরে বরমালা,
রসরঙ্গে বঞ্চিয়া রঙ্গিনী ॥
মন হরা মন হরে, মনপুর শূন্য করে,
বিদ্যুতের প্রায় লুকাইল।
মনের বিয়োগে ক্লেশ, ভ্রমিয়া অনেক দেশ,
অবশেষে প্রাণ শেষ ছিল ॥
কালী আরাধনা করি, পাইয়া এ স্বর্ণাঙ্গুরী
পক্ষীহয়ে এখানে আসিয়া।
পেয়ে মোন মহিনীরে, মন লইবারে ফিরে,
বরমালা দিলাম ফিরিয়া ॥
মনেরে না দিয়া ফিরি, কেন মালা দিল ফিরি,
মন দিতে কহ না সঙ্গিনী।
যদি নাহি দেন মন, থাকে প্রিয়া প্রিয় জন,
অযতন না করে রঙ্গিণী।
দেখ দেখ সহচরী, বধি কিবা বধে নারী
প্রাণ ছাড়ি যায় আর ক্ষণে।

সবিতর্ক কটাক্ষ শর, কুহুস্বরে জর জর,
শরে খর পঞ্চ শরাসনে ॥
ঐরি রতি পতি দহে, দেহে দাহ নাহি সহে,
কহ সখী ঠাকুর কন্যারে।
মানসে রতির মনে, একাসনে দুই জনে,
পূজা করি ষোড়শোপচারে ॥
পূজায় দেবতা শান্ত, না দহিবে রতিকান্ত,
দেখ সখী করি আয়োজন।
কুমারের সুচাতুরী, ইঙ্গিতে রঙ্গমুঞ্জরী,
অভিপ্রায় বুঝিয়া তখন ॥
বাসরে বর কন্যারে, রাখি দ্বার দিল দ্বারে,
বাহিরে গেলেন সখিগণ।
পূর্ব্ব স্বপ্ন মনে স্মরি, রতি আবাহন করি,
পূজাইলে শ্রীমনমোহন ॥
করে দ্রব্য আয়োজন, একাসনে দুইজন,
তারা পদে শ্রীমনমোহন বলে।
করিতে তোমার ভজনে, পূজা যাগ যজ্ঞ দানে,
হবে শান্ত বিরহ অনলে ॥

শ্রীমনমোহনের বিহার স্থলে পূজার আয়োজন।

ধুয়া। আর বিরহ ভয় রবেনা হয় জ্ঞান।
পাইয়াছি প্রাণকান্ত, মদনে করিব শান্ত,
পুজিব সহ শাস্ত্র, রতি পদ্ধতি প্রমাণ॥

দিগাক্ষরোক্তি।

সখিগণ সুচতুরা তার।
ত্বরাবদ্ধ করিলেক দ্বার॥
দুইজনে একান্ত দেখিয়া।
রতিকান্ত গৃহে প্রবেশিয়া॥
পঞ্চশর যুড়ি শরাসনে।
নির্ভয়ে বিন্ধিল দুইজনে॥
অবলা কাঁপিছে শরাঘাতে।
দেখি লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য সাতে॥
সহায় হইল তিন বীর।
রাখিলেক করিয়া সুস্থির॥
যতবাণ মারিল কন্দর্প।
তিনে সম্বরিল করি দর্প॥

যদি তাঁরা সহায় নহিত।
তবে আজি প্রমাদ ঘটিত॥
কামের গভীর সিন্ধুজলে।
বলহীনা পড়িত বিকলে॥
নবীনা না শিখয়ে সাঁতার।
হায় আজি কি হইত তার॥
তবে বাণে জর্জ্জর নাগর।
সহায় বিহীন সুকাতর॥
কাতরে প্রিয়ার ধরি করে।
বলে ধনী এস পূজি হরে॥
ছলেতে বুঝি প্রিয় বচন।
অধিক অনঙ্গে করে দাহন॥
চির বিরহেতে তনু জ্বরা।
ত্যজে ধৈর্য্যরে হয়ে ধরা॥
লাজ ভয় পেয়ে বাহিরে যায়।
স্মর শর ভয়ে ভয় পলায়॥
সহায় বিহীন হয়ে ধনী।
কহে শুন ওহে গুণমণি॥
সত্য শরেশ্বর স্মরাসনে।
প্রাণ বাহিরায় আর ক্ষণে॥

যদি কোন হে থাকে উপায়।
ষোড়শোপচার আদি পূজায়॥
ত্বরা তোষ রতিরতি পতি।
নতুবা নাথ নাহি নিষ্কৃতি॥
ইঙ্গিতে তবে শ্রীমনমোহন।
মহানন্দেতে হয়ে মগন॥
কাঁপিতে কাঁপিতে রামা ধরি।
বসাইল উরুর উপরি॥
নীলাম্বর হয়ে মেঘাকার।
ঢাকি আছে মুখ শশী তার॥
কর বল করিয়ে পবন।
নাগরেন্দ্র খুলে আবরণ॥
মুখ রাকা সুপ্রকাশ পায়।
স্মিত সুধা সুমিলিত তায়॥
নাগরের চকোর নয়ান।
বিহ্বল হইয়া করে পান॥
রসনার ঈর্ষা হয়ে তায়।
করযুগে করিয়া সহায়॥
দ্বারে দ্বারী দুহারে রাখিয়া।
বসে সুধাস্বাদে প্রবেশিয়া॥

মগ্ন হয়ে পান করে সুধা।
তৃপ্ত নহে আর বাড়ে ক্ষুধা॥
অবলা ভাবিছে মনে মনে।
বিধি বলী করিল এজনে॥
লুটে ধন সকল আমার।
ক্রমে লুটিবেক যত আর॥
লাজ আছে বসিয়া বাহিরে।
এ সময় কিছু লই ধীরে॥
ভাবি সরসনা সে রসনে।
মিলাইয়া অতি সুখ মনে॥
ধনী পান করে সুধাপুর।
খাইয়া পলায় ধৈর্য্য দূর॥
আধ আধ খুলিল নয়ন।
সুখে তারা হইল মগন॥

বিহারছলে রতি রমণের ষোড়শোপ-চারে পূজা

রতির আবাহন। এস রতি, সহপতি, সঙ্গেতে সামন্তগণ। কেন হে থাকিয়ান্তরে, দাহন

কর অন্তরে, পূজা ষোড়শোপচারে, আসিয়া কর গ্রহণ॥ আসন হৃদিকমলে, পাদ্যার্ঘ নেত্র সলিলে, বিরহাগ্নি দীপোজ্জ্বলে, নৈবিদ্য যৌবনার্পণ। চন্দনাক্ত স্তন পদ্মে, দিব শ্রীচরণ পদ্মে, কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাদ্যে, করিব মনরঞ্জন। নাথের বিরহাগ্নিতে, মন কাষ্ঠ দিয়া তাতে, আহুতি প্রাণ হবিতে, আশা অর্ঘ্য সমার্পণ। শ্রীতারাচরণে কয়, কুল মান লাজ ভয়, ধৈর্য্যাদি রিপু ছয়, আহুতি কর অর্পণ॥

দোহাচ্ছন্দ।

নাগর যদি, চন্দ্র বদন,
চুম্বতি ঘন রঙ্গে।
পূজন লয়, আপনি রতি,
মন্মথ করি সঙ্গে॥
পূর্ব্বক রণ, পঞ্চ বদন,
পূজন বিধি সারে।
সাদর করি, শক্তি উরোজ,
পূজিল উপহারে॥
নিরজ করি, অর্পণ করি,
চম্পাক দশ সঙ্গে।

ঘর্ঘর ঘন,　　　ঘর্ম্ম উপজি,
চন্দন দিল রঙ্গে ॥
চুম্বন মুখ,　　　ব্যাদান করি,
সারিল শিব সেবা।
স্থাপন করি,　　　উরুরোপরি,
পূজতি নিজ দেবা ॥
জপন ভাতি,　　　বাদন করি,
পূজন বিধি আদ্যে।
উরু যুগল,　　　আসন দিল,
নেত্র সলিল পাদ্যে ॥
প্রেম মিলিত,　　　পূর্ণ পুলক,
অর্ঘ্য কুসুম মানে।
স্নেহ অমল,　　　চন্দন জল,
তায় করিল দানে ॥
প্রাণ কুসুম　　　অর্পণ অতি,
যত্ন করি বিহ্বলে।
উপভুল চয়,　　　গন্ধ বিনতি,
অর্পিল ধরি কোলে ॥
আদর চয়,　　　ধূপ নিচয়,
দীপ মধুর হাস্যে।

গাঢ় রন্ধণ, সোপকরণ,
অর্পিল রতি আশে ॥
দোলনগণ, সর্পিসমধু,
পিষ্টক বহু গণ্ডা।
গোর সঘন, চুম্বনচয়,
মর্দ্দনগণ মণ্ডা ॥
জম্ভনজল, শীতল রস,
বারিধি ভরি তাতে।
পান সলিল, দান করিল,
আদর চয় সাতে ॥
খেদ সলিল, আচমনক,
অর্পণ করি হাসে।
কৌতুক চয়, পূর্ণ নিচয়,
অর্পিল মুখ বাসে ॥
শেষ করণ, আরতি ইহ,
উদ্যম করি নারী।
কম্পিত ঘন, অঙ্গ হইল,
দীপ জ্বালককারী ॥
কঙ্কণ কন, নিস্বন ঘন,
কুর্ব্বতি পিক কণ্ঠা।

নূপুর রণ, রণিত সহ,
রয়তিবর ঘণ্টা ॥
পূর্ণিত পুন, রম্বুধি পুন,
রাচন্দনক চর্ব্ব্যা।
নাথ উরসি, রাখি যুবতি,
অর্পিল সুখ শয্যা ॥
অম্বর ধরি, ব্যজন করি,
তৃপ্ত করিল তারে।
আনন্দ অতি, বর্দ্ধিত রতি,
পূজন রসসারে ॥

বিহার ছলে পূজান্তে যাগ।

পদ্য।

পূজা অন্তে কুমার কামের যাগ করে।
বস্ত্র দান কর বলি কটিবাস হরে ॥
বাহু লাজে ধনীবলে নাথ কর কিহে।
ছিছি ওকি ওকি কর লাজেতে মরিহে ॥

বলিলে করিব আগে শিব আরাধন।
তদন্তরে রতি সহ পূজিব মদন॥
পূজান্তেতে হোম করি মন্মথে তুষিব।
এবে একি কর নাথ কোথা তব শিব॥
কোথায় মদন রতি পূজা আয়োজন।
কোথা দেবী রূপানল কোথা হোতাগণ॥
কুমার বলয়ে ধনি এই দেখ সব।
যুগল সয়ম্ভু এই কুচদ্বয় তব॥
মম করাঙ্গুল পঞ্চদল বিল্লদল।
কদলীর তরু এই জঘন যুগল॥
সুনিতম্ব ঘট, চন্দ্রহার চাঁদমালা।
অধিষ্ঠান রতিপতি দেখ কুলবালা॥
পূজিলাম শোড়বোপচারেতে মদন।
সোপকরণীয় দিয়া রমণে রমণ॥
দেখিয়া বুঝিতে নার এ আর কেমন।
আবাহনে পূজি যজ্ঞান্তেতে বিসর্জ্জন॥
যজ্ঞ বেদি কটি তট এই যে তোমার।
তদাধ যজ্ঞের কুণ্ড কামাগ্নি অপার॥
রূপাছে আমার কাছে আমি হোতাচার্য্য।
হবিদানে মদনেরে তুষি হও ধৈর্য্য॥

নৈবিদ্য দেখহ বলি কুচদ্বয় ধরি।
বদন চুম্বিয়া বলে আচমন করি॥
তবে শ্রুপ লয়ে কুণ্ডে অর্পণ করিল।
প্রজ্জ্বলিত কামানল জ্বলিয়া উঠিল॥
দেখিয়া কুমার দেয় মদনে আহুতি।
সন্তোষেতে পূজা লন রতি রতিপতি॥
আবেসে অবস ধনী বলে আহা আহা।
হাসিয়া কুমার মন বলে স্বহা স্বহা॥
অনল উত্তাপে দোঁহে তাপিত হইয়া।
ঝর ঝর ঝরে ঘাম শরীর বাহিয়া॥
পদ্ধতি প্রমাণ মন্ত্র সমাপ্ত হইল।
শ্রুপোপরি পূর্ণ ঘৃতে আহুতি অর্পিল॥
" বসুধে জলোদ্ভব শীতল ভব " বলি।
শ্রীমনমঞ্জরী ধনী দিল দধি ঢালি॥
পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞে নিভায় অনল।
সেইক্ষণে পেলে দোঁহে সুখ রূপ ফল॥
যজ্ঞান্তেতে সনাল গর্গরী করে লৈয়া।
দক্ষিণান্ত কৈল দোঁহে বাহিরেতে গিয়া॥

প্রকাশ্য বিহার।

ধুয়া।

কিবে বিহরে নাগর নাগরী।
অনঙ্গে অঙ্গ অঙ্গোপরি॥
নবরসে গরগর, কম্পিত থর থর,
ক্ষণে ধনী উঠে শিহরি।
কামসিন্ধু হতে পার, নব নাবিক নাগর,
ধীরে বাহে নব তরি॥

তোটকচ্ছন্দ।

নবনারী বিকাশিত হেরি সুখে
ধরিয়া নৃপ নন্দন হাস্যমুখে॥
করিয়া কত কাকুতি কান্ত কহে।
কর কামিনি শীতল কাম দহে॥
স্মর না কি ধনি স্বপনের কথা।
করুণা করিয়ে কর পূর্ব্ব যথা॥
বর ভূপ সুতা কহিছে শুনিয়ে।
কহিতেছ কিবা কিছু না বুঝিয়ে।
নৃপ পুত্র কহে যদি নাহি মনে।
করহ স্মৃতি দেখি ভরা নয়নে॥

বলি চীরসনে কুচনাথ ধরে।
রমণী ভুজ ঝাঁপিল চাপি ডরে॥
স্পপুত্র ধরে ভুজ ভাবভরে।
খুলি বাস উরোজ বিমর্দ্দ করে॥
ঘন চুম্বি মুখে ভুজ রাখি গলে।
খুলিছে কটি বন্ধন বাহুবলে॥
অবলা অবলা হইয়া সরলা।
কর বারিল বধূর পাতি ছলা॥
রস-নাগর কাতর বাক্য কহে।
মৃদু হাসি ধনী মুদি নেত্র রহে॥
বুঝি ভাব সুনাগর ভাব ভরে।
চিরসাধ মনোগত পূর্ণ করে॥
অতি চঞ্চল মত্ত করীর ভরে।
নলিনী হৃদি কম্পি ডরে শিহরে॥
করিয়া কত কাকুতি বাক্য কহে।
প্রিয় ছাড়হ ছাড়হ নাহি সহে॥
নহি পুষ্পিত হে বয়সে তরুণা।
অধুনা ক্ষম হে করিয়া করুণা॥
দলিলে কি হবে সুখ শেষ হবে।
রহি ভৃঙ্গ তবে বহু কাল রবে॥

যত আকুতি কামধুরা করিছে।
স্বপ আত্মজ আস্য মুখে ধরিছে
বর-নাগর পণ্ডিত কামরসে।
মন চুম্বি মুখে সরসে সরসে॥
প্রিয়কান্ত রসে অতি শান্ত হয়ে।
উপজে সুখ চাঁদমুখি হৃদয়ে॥
দুহ চুম্বি দিছে দুহ চন্দ্রমুখে।
রমণী ভয় ছাড়ি বিহ্বোল সুখে
ভয় দূর হলে পর লাজ ভয়ে।
রয় মাত্র তথা গতগর্ব্ব হয়ে॥
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে।
মিলিয়া মিলিয়া চরণে চরণে॥
রসিকা রসিকে রতি রঙ্গ করে।
ডুবি কামরসে সরসে বিহরে॥
নয়নাবলি চারি চকোর হয়ে।
করিছে মন তৃপ্ত কি চন্দ্রালয়ে॥
অলি চারি কি বারিজ যুগ্মবরে।
পরিতোষ হয়ে মধুপান করে॥
দুহ সাধ বিপরীত অম্বরে।
উথলে রস বারিধি মধ্য জলে॥

তামরসচ্ছন্দ ।

সুপ্রসূত রাজসুতা রস রঙ্গে ।
নব রস কেলি বিলাস তরঙ্গে ॥
রমণ পণক্রিয়া কারণ অন্তে ।
করিল পরস্পর মুদ্রিত দন্তে ॥
সুখ শয্যা শয়নে নাগর নারী ।
কত রস ভাব করে সুখকারী ॥
নিজ নিজ খেদ করে ধরি পাণি ।
কহিল মনোগত যে ছিল বাণী ॥
পুনরপি মানস কেলি তরঙ্গে ।
বিবিধ বিলাস করে বহু রঙ্গে ॥
নব রমণী নব ভাব বিকাশে ।
রজনী করে গত রঙ্গ বিলাসে ॥
দুহজন পূরিল মানস সাধা ।
নহিল দুহার রসে কিছু বাধা ॥
নিজপতি যদ্যপি আপন নারী ।
তবু রস গুপ্ত মহাসুখকারী ॥
অরসিক যুক্ত নহে অতি মূঢ়ে ।
সুরসিক মোদিত এসব গূঢ়ে ॥

গুণমোহন সখা মনমুঞ্জরীর গৃহে গমন।

রাগিনী সিন্ধুকাপী, তাল জলদ তেতালা।

ধুয়া। অধিক কি কব প্রাণ জানত আমি যেমন।
মম এই অভিলাষ, হৃদয় মন্দিরে বাস,
কর এই নিবেদন॥ ক্ষণেক না দেখি যদি
তোমার বদন মন অতি চঞ্চল, নয়ন
হয় সজল, মুখে না সরে বচন॥

পদ্য।

তবে হাসি উঠি দোঁহে জল দিয়া মুখে
তাম্বুল ভোজন করি শুইলেন সুখে॥
রসের আবেসে নিদ্রা যায় দুই জনে।
সুখের রজনী পোহাইল সেইক্ষণে॥
শয্যা তাজি উঠিয়া চলিল দুই জন।
রাজকন্যা সমীপে আইল সখিগণ॥
দেখি চন্দ্রমুখি লাজে ঢাকিল বদন।
ঠারাঠারি করিয়া হাসিছে সখিগণ॥

শ্রীগুণমোহন বৈদ্য আইল তথায়।
শ্রীমনমুঞ্জরী মুখ হেরি সুখ পায়॥
হাসিয়া জিজ্ঞাসে কল্য বিবাহ হইল।
শুনি ধনি চন্দ্রমুখি নম্রমুখি হইল॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে করিয়া বিনয়।
তব দয়া হেতু সখা এত সুখোদয়॥
তবে কুমারের কাছে পাত্র গিয়া।
মিশিল তাহার পার্শ্বে হাসিয়া হাসিয়া॥
প্রিয়সখা দেখি মনমোহন উঠিয়া।
নিজাসনে বসাইল আলিঙ্গন দিয়া॥
কহিলেন গুণ হেতু তোমা সবাকার।
এ সকল সুখোদয় হইল আমার॥
ক্ষণে যাইব দেখিতে সখাগণে।
ক্ষণেকে আসিব পুন প্রিয়ার ভবনে॥
ইচ্ছামতে আসিব যাইব হেথা তথা।
শুনাইল পাত্র পুত্র কন্যায় বারতা॥
শুনিয়া কুমারী কহে বিনয় করিয়া।
দেখ সখা আমি যেন না যাই মরিয়া॥
দেহ শূন্য করিয়া লইয়া যাবে প্রাণ।
পুনশ্চ আনিয়া দিবে মম প্রাণধন॥

শ্রীগুণমোহন কহে না ভাব বিস্ময়।
অবশ্য পাইবে তারে সায়হ্ন সময় ॥
তবে রাজকন্যা অতি বিষাদিত মনে।
কুমারের কাছে গিয়া সজল নয়নে ॥
করে ধরি কহে নাথ যাবে সখা স্থান।
তব সখা কহিলেন মম বিদ্যমান ॥
সখাগণে মিলি তরা আসিবে ফিরিয়া
রহিলাম আমি পথে নেত্র আরোপিয়া
চিত্রমোহনেরে করে মোর সুসম্বাদ।
তার গুণে ঘুচিল আমার সে বিষাদ ॥
দেখ যেন ভুলিয়া না থেক এদাসীরে।
পুরুষ ভ্রমরজাতি সুখ আশে ফিরে ॥
দেখ নলিনীর কান্ত যেই অলিকুল।
প্রগত্তে ভ্রময়ে কুঞ্জে দেখি নানা ফুল
এক ফুলে মধু খেয়ে অন্য ফুলে যায়।
পুনরপি তার পানে ফিরিয়া না চায় ॥
তেমতি পুরুষমতি চঞ্চল সদায়।
কুলের কামিনীগণে অকুলে ফেলায় ॥
বিশেষে বিশেষ আমি আছি জ্বালাতন
ভাবি নাথ পাছে পুন হয় হে স্বপন ॥

না ভুল না ভুল কহে চরণে ধরিয়ে।
শুনিয়া কুমার কহে অধর চুম্বিয়ে॥
মম দেহ দেহমাত্র তুমি মম প্রাণ।
প্রাণ ছাড়া কেমনে বাঁচিব বল প্রাণ॥
সায়ংকাল সময় আমি নিশ্চয় আসিব।
শুভ বার্ত্তা সখাগণে কহিতে যাইব॥
যে অঙ্গুরী আছে সঙ্গে কারে করি ভয়।
যাইব আসিব যবে যেই ইচ্ছা হয়॥
শুনি রাজকন্যা তবে ঈষৎ হাসিল।
কুমারের স্বর্ণাঙ্গুরী লইয়া আইল॥
হাসিয়া আপনি পদে দিলেন তাঁহার।
পক্ষী রূপ দেখিয়া মানিল চমৎকার॥
হাসি হাসি ধনী ঢলি পড়ে সখী গায়।
হাসিয়া সঙ্গিনীগণ অনিমিষে চায়॥
এক মধ্যে রাজকন্যা এত রঙ্গ করি।
বাহিরে আনিল তবে পক্ষী করে ধরি॥
শ্রীগুণমোহনে ধনী হাসি হাসি কয়।
দেশ সথে পক্ষী এক করি আছি ক্রয়॥
কত মূল্য এ পক্ষীর করহ নির্ণয়।
শুনি মৃদুহাসি পাত্রপুত্র তারে কয়॥

ব্রতপরা এ কান্তার যৌবন রতন।
এই মাত্র এ পক্ষীর মূল্য নিরূপণ॥
শুনি পাত্রপুত্রে পক্ষী ধন্য ধন্য কয়।
লজ্জিতা হইয়া কন্যা নম্র মুখে রয়॥
হাসে পাত্রপুত্র আর হাসে সখীগণ।
পক্ষী বলে প্রিয়ে লজ্জা করহ ত্যজন॥
সখা অগ্রে আমা সহ কহিতে বচন।
কিছু দোষ নাহি প্রিয়ে লজ্জা কি কারণ॥
এতেক কহিয়া তার লজ্জা ভাঙ্গি দিল।
তবে সুপক্ষী বাক্যে হাসিতে লাগিল।
পক্ষী লয়ে বৈদ্যরাজ করিল গমন।
সখাগণ সমীপে গেলেন সেইক্ষণ॥
অঙ্গুরী খুলিয়া দিতে রাজপুত্র রঙ্গে।
আলিঙ্গন করিলেন সখাগণ সঙ্গে॥
আনন্দে হইল পূর্ণ সবাকার মন।
রাজপুত্রে চাহিয়া কহিল সখাগণ॥
তব সুখে সুখী সখা আমাদের মন।
সদা হেথা আসিতে নাহিক প্রয়োজন॥
দশে পাঁচে হেথা মাত্র আপনি আসিবে
তাহে আমাদের সুখ অধিক জানিবে॥

শুনি সখাগণে পুনঃ দিয়া আলিঙ্গন।
কহিছেন রাজপুত্র সপ্রেম বচন॥
তোমাদের গুণে হইল এত সুখোদয়।
সত্য আমি ঋণী হইলাম সুনিশ্চয়॥
শুধিতে নারিব কভু তোমাদের ধার।
কবি কহে এই দেহ জীবন তোমার॥
চিত্রমোহনেরে কুমারির কথা কয়।
শুনিয়া হইল সেই প্রফুল্ল হৃদয়॥

মনমুঞ্জরীর মান।

রাগিনী বিভাষ, তাল মধ্যমান ঠেকা।

যাও হে যাও বঁধু যার বঁধু তার কাছে যাও।
এখানে থাকিয়া কেন যামিনী পোহাও॥
এই মনে অনুমানি, মানে আছে কুমুদিনী,
অতেব কি গুণমণি, আইলে হেথায়।
নহি তব প্রিয় জন, হেথা কিবা প্রয়োজন,
যথা তব প্রিয় জন, যাও হে তথায়॥

রজনী হইল গত, নিশাকর অস্তগত,
দেখ হে রবি আগত, আমে দিবা নিশি যায়॥

পদ্য।

মহানন্দে মগ্ন হয়ে সব সখাগণে।
সুখাব্ধিতে ভাসেন সরস আলাপনে॥
বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া আছে হর্ষ মনে।
দিবাকর অস্তগেল ভ্রমে নাহি জানে॥
উদয় হয়েছে শশী পুর্ণমাসী পায়ে।
দিবাভ্রান্তে আছে সবে ধৈর্য্য হারাইয়ে
কতক্ষণে ভ্রম ভঙ্গে রাজার তনয়।
অঙ্গুরী অঙ্গুলে পরি পক্ষীরূপ হয়॥
উড়িয়া যাইতে চাহে না পারে উড়িতে
লোচন বিহীন যেন না পায় দেখিতে॥
ফাঁফর হইয়া সব সখাগণে কয়।
অঙ্গুরী খুলহ ভাই জীবন সংশয়॥
ত্বরাঙ্গুরী খুলি তারা জিজ্ঞাসে কারণ।
বহু বিলাপিয়া কহে শ্রীমনমোহন॥
দশা দোষে কুহু ন্যায় হৈল পুর্ণোদয়।
পক্ষী দেহে এ সুপক্ষে দৃশ্য নাহি হয়॥

পক্ষীরে বিপক্ষ পক্ষ পক্ষ নাহি জানে।
সাপক্ষ অসিতপক্ষ এবে প্রেয়া বিনে॥
স্বদেহে যদ্যপি যাই প্রেয়ার ভবন।
দ্বারে দ্বারপালগণ বধিবে জীবন॥
যাইতে প্রেয়ার বাসে না দেখি উপায়।
হারা নিধি হাতে লয়ে হারাইনু হায়॥
আসিবার কালে মোর চরণে ধরিয়া।
কতেক কহিল প্রিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া॥
নায়কে আসিব কহিয়াছি তার স্থানে।
মম আশে আছে প্রিয়া পথ নিরক্ষণে॥
নিশিনাতে কেমনে যাইব প্রিয়ালয়।
অনুরাগে এ বিরাগে ত্যজিবে নিশ্চয়॥
এইরূপ মনান্বিত শ্রীমনমোহন।
প্রবোধ করিছে মিলি সব সখাগণ॥
হেতা প্রিয় আশে কন্যা বাসর শয্যায়।
সুবেশা নৈরাশা হয়ে করে হায় হায়॥
নাথ না আইল কেন আইল নিশানাথ।
পশ্চাৎ আসিছে বুঝি কৃতান্ত প্রভাত॥
কোন রঙ্গিণীর সঙ্গে রঙ্গে ভোর হয়ে।
সেরঙ্গে আছে বঁধু আমারে ভুলিয়ে॥

নববয়া পেয়ে বুঝি পুন না আসিব।
জানিলে কেন গো মনপ্রাণ সমর্পিব॥
লাজ ভয় কুলমান দিলাম যাহারে।
অকূলে ফেলাতে সখি উচিত কি তারে॥
এমত হইবে সখি যদিগো জানিব।
তবে কেন কুল ত্যজি অকূলে আসিব॥
এত দিনে জানিলাম পুরুষ যেমন।
বুঝিগো সজনি পুনঃ হইল স্বপন॥
আজি হইতে পুরুষের মুখ না হেরিব।
ধিক ধিক ধিক নারী আর না হইব॥
ধিক মম প্রাণ কেন না যাও ছাড়িয়া।
এখন দেহেতে আছ প্রিয় না হেরিয়া॥
এত বলি ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ।
দূরে ফেলি দিল আর যতেক ভূষণ॥
হায় হায় করে শ্বাস বহে ঘনঘন।
কভু সচেতন কভু রহে অচেতন॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণে রহে ধরাতলে।
ক্ষণেক বাহিরে ক্ষণে সখীদের কোলে॥
ধরাধরে ধরাধরি ধরা নাহি যায়।
অধিরায় ধীরাগণ যতেক বুঝায়॥

কিছুতে নামানি ধৈর্ঘ্য দ্বিপ্রহর গতে।
সখীদের কোলে নিশি বঞ্চে অধৈর্য্যেতে॥
হেনকালে পূর্ব্বে ভানু উদয় হইল।
পক্ষী রূপে মৌনে মনমোহন আইল॥
আস্তে ব্যস্তে সখীগণ খুলিল অঙ্গুরী।
রাজপুত্র কহে কহ কোথা প্রাণেশ্বরী॥
ভাল ভাল ভালবঁধু কহে সহচরী।
বনেতে আছহে ভাল ভাল মরি মরি॥
দেখ দেখি সেই রূপ কি রূপ হয়েছে।
না জানি বিরহানলে আছে কি মরেছে॥
প্রেয়ার বিচ্ছেদে বাঁধ অত্যন্ত কাতর।
বিরহীরে দেখে দুঃখে দহিল অন্তর॥
সখী কোলে হইতে প্রিয়ানিজ কোলে লয়ে।
কহে আইলাম ধনি দেখহ চাহিয়া॥
বারেক হেরনা হেরি পূর্ণ চন্দ্রাননে।
রাখ চকরে তোর আস্য সুধাদানে॥
নাথের পরশে ধনী পাইয়া চেতন।
মান ভরে মৌনে কহে মুদিয়া নয়ন॥
হে সখি কি শুনি কি আইল নিরদয়।
নতুবা কেন অঙ্গহীনে মনাঙ্গদয়॥

কেন গো নির্ব্বাণানলে ঘৃত ঢালি দিল।
হৃদয়ে বিরহানল জ্বলিয়া উঠিল॥
কি ফল বিফল সই বসিয়া এখানে।
কহজার বধূ বঁধু যাইতে সেখানে॥
হে সখি ত্যজিয়ে কভু নবীন কমলে।
ভ্রমর কি মধুপান করে বাসি ফুলে॥
এতেক কহিয়া ধনী রহে মান ভরে।
দেখি শুনি কবিবর কহে মোহনেরে॥
লঘু নব্য মান নয় যে ভাংবে কথায়।
পায় ধরি ভাঙ্গমান হয়েছে দুর্জ্জয়॥

শ্রীমনমোহনের দিবা সম্ভোগ।

পদ্য।

মান সরোবরে ডুবি শ্রীমনমোহন।
সজল নয়নে ভাসে বিবাদে মগন॥
কেনবা গেলাম আমি সখা দরশনে।
প্রমাদ ঘটিল এবে মানিনীর মানে॥

সকাতরে কহে প্রিয়া ত্যজ অভিমান।
দেখ তব মানানলে দাহিতেছে প্রাণ॥
কুহু কুহু কুহু করে ভ্রমর ঝঙ্কারে।
রবি রূপে এলো শশী মান দেখিবারে॥
হাসিত বদনাধীনে কটাক্ষেতে চায়।
বিষাদ বদনে কেন বৈরীরে হাসায়॥
তোমার শপথ যদি জানি তোমাবিনে।
তবা প্রাণ রাখ নহে দহে অঙ্গহীনে॥
এত বলি হৃদয়ে ধরিল দুই পদ।
তখন কান্দিয়া ধনী কহে আধ আধ॥
দেখিবার আশে রাখে নিবারিয়ে মন।
অতএব হইল নাথ নাথে দরশন॥
এক্ষণে তোমার কাছে এই নিবেদন।
আজ্ঞা কর দিবনাথ জীবনে জীবন॥
শুনি প্রিয়া দুঃখে আর কান্দিতে লাগিল।
কোলে বসাইয়া বস্ত্রে বয়ান মুছিল॥
তবে আর তিলে আর অন্তর না হব।
আজ্ঞাতীত একপদ পদ না বাড়াব॥
দোষী হই দেহ দণ্ড হাজির হুজুরে।
ভুজপাশে বান্ধি রাখ হৃদি কারাগারে॥

একান্তে একান্তে কান্তা করহ ত্যজন।
প্রিয়জন বিনা প্রাণে কোন প্রয়োজন॥
এতেক বিনয় করি কৌতুক প্রসঙ্গে।
সান্ত্বনা করিয়া ভাসে সুখাব্ধি তরঙ্গে॥
হাসি দোঁহে দোঁহামুখ চুম্বন করিল।
অনঙ্গে মাতিয়া অঙ্গ অবশ হইল॥
রতি উপক্রম নাথে দেখি কহে ধনী।
ছি মেনে দিবস একি কর গুণমণি॥
সখীগণ আছে তাহে প্রভাত সময়।
হে নির্লজ্জা নিদ্রা বা মৈথুনে আয়ু ক্ষয়॥
রায় কন মদন বাণেতে প্রাণ নয়।
বুঝিয়া বাঁচিতে পারি বাড়ে আয়ুচয়॥
অভুক্ত যাচকে লাজ হইলে ক্ষুধা।
বিশেষ কে কোথা ত্যজে স্বাদ পেয়ে সুধা॥
হাসি ধনী বলে নাথ আশ্চর্য্য বচন।
ক্ষুধায় কে করে কোথা দুহাতে ভোজন॥
সুধাস্বাদে সুধা সহ আধার আহার।
না শুনিয়া রতি মদে প্রমত্ত কুমার॥
হাসিয়া বাহিরে উঠি গেল সখীগণ।
নিবারে রমণী নাহি শুনয়ে রমণ॥

সময়ে রমণ রমণীরে কত রঙ্গে।
সিহরিয়া উঠে ধনী মদন আতঙ্কে॥
সঘনে জঘন ঘন হেলিছে দুলিছে।
অনঙ্গের রঙ্গে নব নাগর খেলিছে॥
কমল কলিকা কুচ কুম্ভ সুশোভন।
নাগর করেতে ধরি করিছে দলন॥
পূরে আশ প্রয়াস মানসেতে উল্লাস।
মদন তরঙ্গে তরি ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
পুনঃ পুন করে দোঁহে অধর চুম্বন।
উঠিয়া উভয়ে নিজ পরিল বসন॥

কন্যার গৃহে রাজার ও রাণীর গমন।

রাগিণী মোলতানী, তাল হরি।

সাক্ষি হয় হে দিবাকর।
করে করে ধরে মোরে দেন নরবর॥
শুনিয়াছি যত বরে, কন্যা সম্প্রদান করে,
করে মম পিতা মোরে, দান করে বর।

পাইয়াছি নিজ পতি, জানে শ্রীজগৎপতি;
প্রমাণ আছয়ে তারা নাহি মম ভয়॥

পয়ার

এইরূপে রাজপুত্র আছয়ে তথায়।
কভু কভু সখীগণে দেখিবারে যায়॥
গোপনেতে সুকুমার নিত্যভুঞ্জে রতি।
লজ্জিতে তাহারে কার না হয় শকতি॥
চিরবিরহের তাপ আছিল দোঁহার।
নিত্য নিত্য নব রসে করয়ে বিহার॥
নব প্রেমালাপে নব নাগরী নাগর।
নবরাগে ভুঞ্জে রতি বর্ণনে বিস্তর॥
বাদ্য নৃত্যগীত আদি অশেষ প্রবন্ধে
বিপরীত আদি রতী ভুজে মহানন্দে॥
অভিপ্রায় সে সকল রস বর্ণিবারে।
নারিলাম বাহুল্য বর্ণনে গ্রন্থ বাড়ে॥
রাত্রি দিন এই মত রতিরস রঙ্গে।
আছয়ে পরম সুখে কুমারীর সঙ্গে॥
এক দিন রাজা রাণী দেখিতে কন্যায়।
দাস দাসী সঙ্গে করি আইল তথায়॥

দূরে হতে তা সবারে দেখি সখীগণ।
কন্যার সমীপে গিয়া কৈল নিবেদন॥
রাজা রাণী আসিছেন প্রমাদ ঘটিল।
শুনি প্রিয়পদে ধনী স্বর্ণাঙ্গুরী দিল॥
ভূপ আসিবার পূর্ব্বে নাথে পক্ষী করি।
করে বসাইয়া সুখে আছয় সুন্দরী॥
পক্ষী সঙ্গে হাসি হাসি কহে নানা কথা।
হেনকালে রাণী ভূপ আইলেন তথা॥
দূরে হৈতে দেখি কন্যা সম্ভ্রমে উঠিয়া।
প্রণাম করিল দোঁহে সন্নিধানে গিয়া॥
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে নিরখি কন্যায়।
সুস্থা দেখি ভাসে মহাসুখের বন্যায়॥
কহে বৈদ্যরাজ গুণে অতি গুণবান।
ঘোরব্যাধি হইতে করিল পরিত্রাণ॥
তবে রাণী কয় পক্ষী কোথায় পাইলে।
কত মূল্যে ক্রয় করি পক্ষী আনাইলে॥
কন্যা কয় মূল্য দিয়া ক্রয় নাহি করি।
আপনি আইল উড়ি রাখিয়াছি ধরি॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া রাণী কয়।
হেন পক্ষী কভু আমি না দেখি নিশ্চয়॥

ঈষদ্ হাসিয়া ধনী ছলে কহে মায়।
পক্ষীটি দেখিলে মাগো নয়ন যুড়ায়॥
এই পক্ষী আমি পাইয়াছি যদবধি।
মনে মহাসুখ পাইয়াছি তদবধি॥
করোপরি আছে পক্ষী উড়ি নাহি যায়।
অতএব জান মাতা পক্ষী মম প্রাণ॥
রাজা কয় কন্যা পক্ষী ধরিলে কেমনে।
হেন পক্ষী কভু আমি না দেখি নয়নে॥
কন্যা কয় ধরিতে সুযত্ন নাহি করি।
উড়িয়া বসিল আসি মম করোপরি॥
সুখে আছে তবু পক্ষী উড়িয়া না যায়।
শুনিয়া হাসিয়া করে পক্ষী নিল রায়॥
অঙ্গে হাত বুলাইয়া দেখে শান্ত অতি।
রাজা হইলেন অতি আনন্দিত মতি॥
রাজপুত্র বসি তবে শ্বশুরের করে।
মনে মনে প্রণমিল পদস্পর্শ ভরে॥
তবেত পক্ষীরে স্নেহ করি বহুতর।
কন্যা করে দিল রাজা করিয়া আদর॥
লহ নিজ প্রিয় পক্ষী রাখহ যতনে।
শুনি রাজকন্যা নিল হরষিত মনে॥

করে করে ন্সপতি করিল সমার্পণ।
মনে মনে কন্যা সাক্ষি করিল তপন॥
জনে ভাবে মনে কন্যা দেয় জামাতারে।
ন্সপতি দিলেন এবে জামাতা কন্যারে॥
রাজপুত্র রাজকন্যা আর সখীগণ।
এইরূপ ভাবি মনে হাসে সর্ব্বজন॥
রাজা বলে এতদিনে পাইলাম সুখ।
আজি দেখিলাম কন্যা তব হাস্য মুখ॥
বুঝিলাম তব পীড়া নাহি কিছু আর।
অতএব শুন কন্যা বচন আমার॥
যেই স্বপ্ন সত্য বোধ আছিল তোমার।
মিথ্যা বলি তাহা এবে জান সুনির্দ্ধার॥
সম্বাদ মিলিত সত্য হইলে নিশ্চয়।
তবে দেখি হৃদয়ে স্বপ্নকি সত্য হয়॥
অতএব মনে বুঝি দেহ অনুমতি।
বিবাহ উদ্যোগ তব করিগে সংপ্রতি॥
শুনি ভয়ে ন্সপসুতা কাঁপিল অন্তরে।
শুখাইল মুখ তার বাক্য নাহি স্ফুরে॥
হেট মাথে শ্বরনী করয়ে নিরীক্ষণ।
দেখিয়ে কন্যার দুখ রাজা সেইক্ষণ॥

বুঝিল এখন ব্যাধি নিঃশেষ না হয়।
পীড়া গেলে এ কথা বুঝিতে সুনিশ্চয়
অতএব কিছু না কহিব এইক্ষণে।
কিছু দিনে আপনি বুঝিবে মনে মনে
এতবলি পুন তারে কহে প্রবোধিয়া।
ভাল এই কথা মনে দেখ বিচারিয়া।
কন্যারে এতেক কথা কহিয়া রাজন।
রাণীর সহিত গৃহে করিল গমন॥
হরিষ বিষাদ হয়ে রাজা রাণী রয়।
হেথায় কন্যার মনে বাড়ে অতি ভয়
নর করি নাগরে লইয়া রসবতী।
যুক্তি করে তারার তারার পদগতি।

যোগী বেশের যুক্ত্যাদি।

সিন্ধু তাল আড়া।

ধুয়া। কালি এই করো কাল এলে। কালপেয়ে
কাল ঘেরবে যখন দেখা দিও হৃদকমলে।

দশাদোষে দৈব একি, ফাকির উপরে ফাঁকি
হায় চুরি হয় চোর ঘরে ॥
শুনি হাসি কয় ধনী, শুন নাথ গুণমণি
কত কহ মিছে ধরি ছল।
ধনমান রূপ কুল, না দেখি তোমার তুল
এবে কি উপায় নাথ বল ॥
শুনি রাজপুত্র কয়, কেন ধনি কর ভয়
যদি প্রিয়া প্রিয় হে আমায়।
মিলি সখা সমুদয়, যুক্তি করিতে যেই হয়
কল্য ধনী কহিব তোমায় ॥
এতবলি সে সর্ব্বরী, দুঃখে সুখে শেষ করি
প্রাতে পক্ষীরূপে গেল তথা।
মিলি সব সখাগণে, পরম আনন্দ মনে
একাসনে কহে প্রিয় কথা ॥
তবে রাজপুত্র কয়, শুন শুন সখাচয়
বিপদ ঘটেছে মোর ভারি।
বিবাহিতা হতে রায়, আদেশিলা স্বকন্যায়
যুক্তি কিছু নির্দ্ধারিতে নারি ॥
শুনি সব সখাগণ, বিষাদে হয়ে মগন
একান্তে বসিয়া যুক্তি করে।

কিছু নাহি স্থির হয়; শ্রীরঙ্গমোহন কয়;
এক যুক্তি মনে মাত্র ধরে॥
[illegible] অভরণ পরি, সখাগণে সঙ্গে করি,
যাবে সেই সভার ভিতরে।
[illegible]রে রাজবালা, তোমারে দিবেন মালা,
এই যুক্তি আইসে অন্তরে॥
[illegible] ইচ্ছা মনে লয়, বিচারিয়া মহাশয়,
বুঝ কিম্বা কহ যুক্তি সার।
[illegible]িয়া কুমার কয়, এতে বহুদোষ হয়,
অপমান হইবে পিতার॥
[illegible]দূরে মম ঘর, নিমন্ত্রণ নরবর;
তথায় পাঠান কদাচিত।
[illegible] বিনা নিমন্ত্রণ, করি সভা আগমন,
বহুদোষ দেখহ নিশ্চিত॥
[illegible] সব সখাচয়, কহে যদি দোষ হয়,
তবু ইচ্ছা করহ স্বীকার।
[illegible] বিপদ পড়ে, সুবোধের বোধ নড়ে,
রাজপুত্র কহে পুনর্ব্বার॥
[illegible]রিলাম এই শেষ, হয়ে আমি যোগীবেশ,
গমন করিব সে সভায়।

এইমাত্র যুক্তি কয়, শুনি ইহা সখীচয়
অভিপ্রায় বুঝি দিল সায়॥
মনে যুক্তি বুঝি সার, চলিলেন সুকুমার
পক্ষীরূপে প্রিয়ার ভবনে।
গিয়া সব কহে তায়, তিনিও দিলেন সায়
দুঃখে সুখে রহে দুইজনে॥
মহারাণী চন্দ্রকলা, দেখিতে আপন বালা
আইসে দুই চারি দিনান্তরে।
একদিন আসি রাণী, ধরিয়া কন্যার পাণি
মৃদুস্বরে কহে খেদ ভরে॥
বিবাহ না হল তোরে, অন্তর জ্বলিছে মোর
রাজা এবে সদা ভাবে দুঃখ।
বৃথা স্বপ্ন দিয়া মন, দেহ কর জ্বালাতন
বিবাহিতা হয়ে দায় সুখ॥
এতেক কহিল রাণী, লজ্জায় না কহে বাণী
রঙ্গমুঞ্জরীরে ধনী কয়।
মায়ের যে অনুমতি, তাহাই আমার মতি
স্বয়ম্বরা হইব নিশ্চয়॥
সখীরা মরম জানে, জানাইল রাণী স্থানে
সুখে রাণী নৃপে জানাইল।

শুনি তবে নরপতি, হয়ে আনন্দিত মতি,
তার সঙ্গে দেখিতে আইল ॥
কন্যা দেখি নরবর, হয়ে হরিষ অন্তর,
কহে এতদিনে গেল দুঃখ।
দেখি দূরে গেল তোর, অন্তর শীতল মোর,
আজি পাইলাম অতি সুখ ॥
এত বলি রাজা রঙ্গে, চন্দ্রকলা রাণী সঙ্গে,
গৃহে গিয়া আনন্দিত মনে।
পরে রাজসিংহাসনে, বসি কহে মন্ত্রিগণে,
আনায় দৈবজ্ঞ বিজ্ঞজনে ॥
শুনি জ্যোতির্বেত্তাগণ, করি দিবা নিরূপণ,
পঞ্চবিংশ দিনে স্বয়ম্বর।
দেখি দিল নিরূপণ, রাজাগণে নিমন্ত্রণ,
যুক্তিমতে পাঠায় সত্বর ॥

স্বয়ম্বর সভা নির্ম্মাণ।

রাগিণী বাহার, তাল কাওয়ালি।

১। মূঢ়া মন তুইতো মজালি আমারে।
নতুবা নিষ্কামী হয়ে যেতেম জ্ঞানপথেরে ॥

বিষয় বাসনা ছারো, হেতু কুমন্ত্রণা তারো,
কণক সুমের ত্যেজি সোণারতি চাহরে ॥

পয়ার

সভার নির্ম্মাণে আজ্ঞাদিল নরপতি।
অভিপ্রায় বুঝি মন্ত্রিগণ ত্বরাগতি ॥
নিযুক্ত করিল তাতে বহু কর্ম্মিগণ।
যেরূপে উত্তম হয় করিছে রচন ॥
অতি সাবধানে তবে রচে সভা স্থান।
অর্দ্ধক্রোশ করিলেক দীর্ঘে পরিমাণ ॥
প্রস্থে পঞ্চশত হস্ত স্থান পরিসর।
চারিদিগে ঘেরি পথ রচিল সুন্দর ॥
সভামধ্যে স্তম্ভগণ নির্ম্মাণ করিল।
ত্রিংশত ত্রিংশত হস্ত অন্তর রচিল ॥
স্তম্ভে স্তম্ভে যুড়ি ঊর্দ্ধ আবরণ করি।
চিত্রচন্দ্রাতপগণ তার তলে ধরি ॥
চারিদিকে চামর দিলেক খাটাইয়া।
পল্লবে ঘেরিল স্তম্ভ সুমিল করিয়া ॥
সর্ব্ব ঊর্দ্ধে চামর দুলিছে মনোহর।
মধ্যস্থলে পুষ্প হার রচিত সুন্দর ॥

মধ্যে মধ্যে সুন্দর দুলিছে পুষ্প ঝারা।
চারিদিগে মাঙ্গল্য তোরণ রহে তারা॥
সর্ব্বজনে করে কর্ম্ম আনন্দিত চিতে।
রুপিল কদলী বৃক্ষ মার্গ দুইভিতে॥
ভূমিতলে ছড়াইল চন্দনের জল।
গন্ধে আমোদিত স্থান করিল সকল॥
উভয় স্তম্ভের মধ্যে বিচিত্র আসন।
…মিল করিয়া সব করিল স্থাপন॥
পার্শ্বে দুই স্তম্ভ মধ্যে স্থান রহে যাহা।
…আনার পথ জন্য রাখিলেন তাহা॥
এইরূপে করিল সভার সুনির্ম্মাণ।
…ত রাজা আইল করিল সুসম্মান॥
…নের পূর্ব্বদিনে বহু নারীগণ।
লইয়া আইল রাণী কন্যা নিকেতন॥
…ণী দেখি অতি সুখ হতেছে সবার।
অনিমিষে চাহিয়া দেখিছে বারবার॥
…াচার কর্ম্ম করি যত নারীগণে।
…ঙ্গল আচার করে প্রফুল্লিত মনে॥
…রীগণ মনমুঞ্জরীরে মধ্যে করি।
…ইয়া চলিল পথে মহাসুখে ভরি॥

আনন্দে মঙ্গল স্নান তারে করাইয়া।
বসন ভূষণে তায় সুখে সাজাইয়া॥
পরম কৌতুকে গিয়া গৌরীর ভবনে।
কুলবিধি পূজা করাইল হৃষ্ট মনে॥
রাজকন্যা স্তব করিতেছে মনে মনে।
ইষ্টদেবী ইষ্টবাঞ্ছা পুরাহ এক্ষণে॥
দেখ কালী যেন কালি প্রাণনাথে পাই।
তোমার চরণে মাগো এই বর চাই॥
এতেক প্রার্থনা করি প্রণমি চরণে।
নারীগণ সহ আইলেন নিকেতনে॥
তবে সুখে করিয়া তাহার অধিবাস।
কেহবা রহিল তথা কেহ গেল বাস॥
রাত্রে রাণী রহিলেন লয়ে বামাগণ।
গৃহান্তরে তারা সবে করিলা শয়ন॥
স্বগৃহে নাথের খুলি পদের অঙ্গুরী।
হাসিয়া বসেন নিশা শ্রীমদনমঞ্জরী॥
বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহের পর কর্ম্ম।
সারিলেন দুইজন কহি কত মর্ম্ম॥
তবে নিশা বাকি অতি প্রত্যূষ সময়।
রাজকন্যা করে ধরি রাজপুত্র কয়॥

...লীন যোগীবর, ভুবন মনোহর,
কি জটা শিরোপর, শোভেরে।
...কালে বসি বিধি, গঠেছে গুণনিধি,
করিব কি অবধি, লোভেরে॥
...রি বদন বিধু, মানে চমক বিধু,
কুলেরবধূ বিধু, মাতেরে।
...তে দিবা কাজ, লাজে পাক রাজ,
চলি ঐ রসরাজ, সাথেরে॥
...লে উমকন্যা, ঈশ্বরস্য জাগ্রতা,
হইল রোধহন্তা, তারারে।
...শ্বর কোলে কায়, কুমার নাহি চায়,
ভাসিয়া চলি যায়, তারারে॥
... সভায় গিয়া, সে সভা নিরখিয়া,
বসিল বাখানিয়া, ধারেরে।
...রসে জাগিতেছে, কত না ভাবিতেছে,
কিছু না কহিতেছে, কারেরে॥
...ইয়া আবাহন, অনেক রাজাগণ,
করিল আগমন, তথারে।
...ইয়া সুখে রত, যার যেমন মত,
কহিছে কত মত, কথারে॥

সুখে তারা। তারা নাম শুনে তার,
করুণা বিতর, যেন আমা না হই হারা॥

একাবলি ছন্দ।

গুণাকর কয় সুছন্দ ভাবে।
প্রভাত কালেতে কেথায় সবে॥
স্নান গমনে রমণী মণি।
রমণী মণ্ডলে মিলিল ধনী॥
তখন তাহারা আদর করি।
বসাইল তারে করেতে ধরি॥
হেরেত সে সব রূপের রাশি।
সুমঙ্গলা কত করিছে হাসি॥
অমলা আমলা মাখায় তায়।
উদ্বর্ত্তন দিল বিমলা গায়॥
কমলা ঢালিল সলিল শিরে।
শ্যামলা মুছিল সু-সূক্ষ্ম চীরে॥
রঙ্গদা কতেক করিয়া রঙ্গ।
পরায়ে বসন ঢাকিল অঙ্গ॥
বেণী বিনাইয়া বিনদাসার।
পুষ্প গুচ্ছ দিল অগ্রেতে তার॥

ইন্দুমুখী দিল সিন্দুর ভালে।
অলকা সাজায় পত্রক জালে॥
তিলকা তিলক নাশায় করে।
শ্যামবিন্দু শ্যামা চিবুকে ধরে
সুলোচনা অতি হরষ ভরে।
কজ্জল উজ্জ্বল লোচনে করে॥
নাসার ভূষণ দিয়া নাশায়।
সুনয়না নোলক দিলেক তায়॥
সুমুখী কুণ্ডল শ্রুতিতে ধরি।
শোভা নিরখিছে সুখেতে ভরি
তরল মিলিত মুক্তার হার।
মরলা দিলেন কণ্ঠেতে তার॥
মাণিক্য হিরক মুক্তার হারে।
কম কণ্ঠী আর সাজায় তারে॥
হিরক বলয়া কঙ্কণ সার।
চিত্রকলা দিল করেতে তার॥
সুমনা অঙ্গুরীয়কে সাজায়।
দমনা নূপুর পদে পরায়॥
বিরচিয়া বেশ সে রামাগণে।
শোভা নিরখিছে হরিষ মনে॥

রাজবালা অতি উল্লাস ভরে।
বেশ দেখাইতে নাগর বরে॥
অতিশয় সাধ বাড়িল তার।
বন্দীমাতা আর্য্যা সকল আর॥
মানসে কালিকা ভাবিছে সুখে।
চলিছে সভায় হসিত মুখে॥
কুলবালা ছয় সঙ্গিনীগণে।
লয়ে রথে চাপে তাহার সনে॥
বিমানে চাপিয়া নৃপতি সুতা।
সভায় আইল স্বসখীযুতা॥
সভা দীপ্ত করে সেরূপ ছটা।
চমকি চাহিচে নৃপতি ঘটা॥
সেরূপ উপমা না পারি দিতে।
কহিগে কিঞ্চিত বর্ণন রীতে॥
বর্ণ হেরি স্বর্ণ স্বখেদ মনে।
স্বদেহ জারিছে অনল সনে॥
কেশ জিনে নিল নীরদ দলে।
কান্দে তারা দেখ বৃষ্টির ছলে॥
বেণী হেরি বলে সমূহ ডরে।
স্বপুচ্ছ নিন্দিয়া রহে বিবরে॥

আস্য হেরি শশী হাস্যের সনে।
ক্ষীন হয় নিত্য সখেদ মনে॥
কি সুরঙ্গ প্রভা অধরে ধরে।
গুঞ্জমুখে কালী মাখিল ডরে॥
কুন্দকলি হেরি দশন চয়ে।
নারিল থাকিতে ফুটিল ভয়ে॥
অক্ষিহেরি তার খঞ্জন যত।
নৃত্য ভুলি হয় চেতন হত॥
ভ্রূরু শোভা হেরে বাসব ধনু।
ঘনের আড়েতে লুকায় তনু॥
হেরি ফুল সে চারুনাশা।
তিল হয় ছাড়ি কুসুম আশা॥
শ্রুতি হেরি গৃধ্র পরাণ পুড়ে।
অপমান হেরি আকাশে উড়ে॥
কম্বুগণ হেরি সেকণ্ঠ বরে।
জলধির মাঝে ডুবিল ডরে॥
বাহু সনে হেরি কোমল কর।
সমৃণালে জলে কমল বর॥
কুচকুম্ভ হেরি প্রমত্ত করি।
স্বকুম্ভ নিন্দয়ে ধিক্কার করি॥

কেশরী দেখিয়া সে কটি ক্ষীণ।
বনে বাস করে হইয়া দীন ॥
নিতম্ব দেখিয়া সুমেরু গিরি।
হইল অচল মনেতে ডরি ॥
ঊরু হেরি রাম কদলী ডরে।
মিলিছে পল্লব গোপন তরে ॥
পদতল হেরি জাবক সার।
আশ্রয় লইল চরণে তার ॥
নখের ছটায় স্ফটিক ত্রাসে।
ফুল্ল হয়ে রয় পুষ্পের পাশে ॥
কোকিল কণ্ঠের শুনিয়া স্বর।
কোকিলের মনে উপজে জ্বর ॥
রাজহংস হেরি তাহার গতি।
ত্রাসিত হইয়া ধিক্কারে অতি ॥
ভুজ রাখি দুই সখির গলে।
আসে রাজসুতা সভার তলে ॥
অটলা দামিনী কামিনী বরা।
যামিনী জাগর অলস ভরা ॥
মন্দ মন্দ গতি চলিল তবে।
হেরিয়া বিহ্বল সভাস্থ সবে ॥

যোগীরূপ শ্রীমনমোহনকে মদনমুঞ্জরীর মালা দান।

বাহার, তাল তিওট।

ধুয়া নিবারণ করি তোমায় ও সুরতরঙ্গিণি।
নবীনা হইয়ে কেন হইবে সন্ন্যাসিনী॥
নমণ রমণী জিনি, তব অঙ্গ হেরি ধনী।
মনি বিভূতি মেখোনা কুরঙ্গিণী॥

ভঙ্গত্রিপদী।

দেখি রূপ অনুপম তার।
ভূপতি নন্দন চয়, ভূপতি বা যত হয়
সকলে মানিছে চমৎকার॥
কেহবা করিছে অনুমান।
যদি ভাগ্য হয় ভারি, তবে পাব এই না
নতুবা বৃথায় ধরি প্রাণ॥
নিজ রূপ হেরি কেহ হাসে।
ভাবে মম রূপ সার, দেখিয়া রূপসী অ
কদাচিত যায় কার পাশে॥

কেহ ভাবে আর কি কহিব।
এই রামা রূপনিধি, মিলাইয়া দেয় বিধি,
বক্ষে ধরি সদত রহিব॥
কেহ কহে, রাজ্যে কাজ নাই।
যদ্যপি রাজা পণ চায়, অর্পিয়া ভূপের পায়,
এই কন্যা লয়ে বনে যাই॥
এইরূপ ভাবে তারা কথা।
রাজকন্যা সখীসনে, ভ্রমে সবে এক মনে,
নিজ নাথে নাহি দেখে তথা॥
উৎকণ্ঠায় ভ্রান্ত হৈল মন।
মনে ভাবয়ে ধনী, বুঝি নাথ গুণমণি
যোগীবেশ না করে ধারণ॥
স্বরূপে না আছেন সভায়।
সব সভা অন্বেষিয়া, দরশন না পাইয়া,
প্রাণ পক্ষী পলাইতে চায়॥
অঙ্গজড় হইয়ে না চলে।
তা ভাবি সখীগণ, পবন করয়ে ঘন,
তাথে অগ্নি দ্বিগুণ উথলে॥
সখীরে করিয়া নিবারণ।
হয়ে উৎকণ্ঠিতা অতি, একচিত্তে গুণবতী,
ধ্যান করে কালিকা চরণ॥

স্তবন করয়ে মনে মনে।

দয়াময়ি এইবার, বিপদে করহ পার

রক্ষমাতা নিজ দাসি জনে।

হয় এই স্বয়ম্বর স্থান।

স্বনাথ যদি না পাই, গৃহে পুন ফিরে যাই,

পিতা পাইবেন অপমান॥

স্পষ্ট কহিতাম বাপ মায়।

সেই মাত্র ভাল ছিল, কি প্রমাদ এ ঘটিল,

ঘুচে দায় প্রাণ যদি যায়॥

ছাড়ি প্রাণ হিরক ভোজনে।

কলঙ্ক না হবে ভারি, পথশ্রম হেতু নারী,

মরিল কহিবে সর্ব্বজনে॥

একবার চাহোগো অভয়া।

অভয়া ও নাম সার, যে ডাকে কি ভয় তার,

এবার দাসীরে কর দয়া॥

আনন্দ কি অন্তকাল এই।

নিশ্চয় না জানি তার, যা হয় দেখায় মা

নিশ্চিন্ত হইব জানি সেই॥

এত স্তুতি করি কালিকার।

সভাপ্রান্তে পূর্ব্ব ভিতে, গিয়া উৎকণ্ঠিতা চিতে

দাণ্ডাইয়া সেইদিগে চায়॥

যোগীবেশ দেখিয়া নগরে।
আনন্দ সমুদ্র জলে, ডুবি রামা কুতুহলে,
গিয়া তথা অনুরাগ ভরে॥
হাসিয়া হাসিয়া রাজবালা।
পাইয়া হৃদয়পতি, চিন্তা করি ভগবতী,
গলে তুলি দিল বরমালা॥
ছিছি বলি উঠে সভাজন।
চন্দ্রহংস নরপতি, অপমান পায় অতি,
অধোমুখে রহিল রাজন॥
ভাবে যোগী কি গুণ করিল।
ত্যজি এত মনোহর, নৃপসুত নৃপবর,
ভুলিয়া উহারে মালা দিল॥
বুঝিলাম যোগী দুরাচার।
ক্ষমা কভু না করিব, সমোচিত দণ্ড দিব,
দশাহীন হইল কন্যার॥
কি করি প্রারব্ধ খণ্ডে কেবা।
ললাটে লিখন যেই, সত্য সত্য ফলে সেই,
খণ্ডিতে না পারে দেবী দেবা॥
ভাবি আজ্ঞা কোতয়ালে দিল।
ও যোগী বেটারে ধরি, আন হেথা ত্বরা করি,
শুনি সেই ধাইয়া চলিল॥

তথাপি বিবাহ হেতু কহিলে তাহায়।
পতিব্রতা পতিবিনা বরিবে কাহায়॥
রাজপুত্র কহিল এ সব কথা ছলে।
ব্যঙ্গ বুঝি নরপতি কোপানলে জ্বলে॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে তুই তনয় কাহার।
যোগী কহে মায়ে নাই মৃত্যু অধিকার॥
ক্রোধে রাজা কহে বেটা নাম কিরে তোর।
কহে প্রিয়া আদ্য অন্তে যাহে কহ চোর॥
রাজা কহে আরে ধূর্ত্ত নিবাস কোথায়।
কহে অন্তর্গুপ্তে বর্ত্তমান কাল পায়॥
যে কথা জিজ্ঞাসে ছলে করয়ে উত্তর।
না বুঝিয়া রাজা ক্রোধে কাঁপে থর থর॥
পুন ক্রোধ সম্বরিয়া বিচারিয়া মনে।
নিশ্চয় করিল যোগী নহে এইজনে॥
এতক সাহস বাক্য ক্ষুদ্রের না হয়।
অবশ্য হইবে কোন রাজার তনয়॥
এবার চাহিলে নাহি দেয় পরিচয়।
কারাগারে বন্ধি তবে করিব নিশ্চয়॥
যন্ত্রণা পাইলে পরিচয় পারে দিতে।
এত ভাবি কোটালেরে কহিল ইঙ্গিতে॥

আমার অজ্ঞাতে চোরে পরিচয় চাহ।
কিবা কয় সুন্দরে আসিয়া জানাহ॥
তবে বাক্যে গর্জ্জিয়া কোটাল প্রতি কয়
কাটহ এভণ্ড যোগী কিবা পরিচয়॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তবে কোটালের মুখে।
বান্ধিয়া বাহিরে লয়ে গেল রাজসুতে॥
কহে ওরে ভণ্ডযোগী দেহ পরিচয়।
নতুবা ভূপতি আজ্ঞা কাটিব নিশ্চয়॥
হাসিয়া কুমার কয় না করি সম্ভ্রম।
বারাণসী যাব বাস বদরি আশ্রম॥
সয়ম্বর দেখিবারে আইনু হেথায়।
রাজবালা বরমালা দিলেন গলায়॥
উদাসী সন্ন্যাসী আমি কিবা পরিচয়।
মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদে নাহিক মৃত্যুভয়॥
শুনি কোতোয়াল গিয়া রাজাকে জানায়।
ভণ্ডযোগী পরিচয় না দিল আমায়॥
তবে ক্রোধে কোটালে কহিল মহীপাল।
কারাগারে বন্দি চোরে করহ তৎকাল॥
পাইয়া ভূপতি আজ্ঞা কোটালের দূত।
রাজপুত্রে ধরে আনি বেকামৃত॥

কারাগারে ধরে চোরে হাতে গলে বাঁধে
সিংহিকানন্দন যেন গ্রাস করে চাঁদে ॥
দুপার্শ্বে করাত কেন শিলা দিল বুকে।
চুল ধরি টানে টানে বিষ দিল মুখে ॥
হাতে পায়ে নিগড় বন্ধন গলে তোক।
কালীধ্যান করি কবি কহে কত শোক ॥
পিতা মাতা ছাড়ি কেন আইনু হেথায়।
বুঝি আর নাহি মোর প্রাণ বাঁচিবায় ॥
কোথায় রহিল এবে প্রিয় সখাগণ।
যদি প্রাণেশ্বরি আসি দেহ দরশন ॥
কাঁদিয়া কহেন কোথা কুলকুণ্ডলিনি।
যন্ত্রণায় প্রাণ যায় রাখহ জননি ॥

পঞ্চাশাক্ষরে কালী স্তব।

রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল পঞ্চমসোয়ারি।

আমার এই ভাবনা কালী। যেন কালী নামে না রয় কালি ॥ হাতে কালি, মুখে কালি, মাথাতে মেখেছি কালি। গত হলো কাল,

ঊর্দ্ধ অধ ঊর্দ্ধরেতা তুমি লহ ঊন।
ঊহরূপা ঊহকরী দেহ শ্রীচরণ ॥৬॥
ঋকাদি ঋ ঋজু তুমি ঋদ্ধি স্বরূপিণী।
ঋতুময়ী ঋণিচক্রে ঘুচায় মা ঋণী ॥৭॥
ৠ রূপিণী ৠকারাদি ৠলোক পালিনী।
ৠস্বরূপা ৠপদ দায়িনী ৠবাসিনী ॥৮॥
ঌকার বেদেতে মাতা তুমিসে ঌকার।
ঌকারেতে তব ঌকার আছে মা বিস্তার ॥৯॥
ৡকার অদিতি নাম অসুর জননী।
ৡকার রূপেতে সৃষ্টি নাশিলে আপনি ॥১০॥
এ আদি অষ্ট প্রভৃতি তোমাতে উৎপত্তি।
এদাসের এদুর্গতি এতোর কি রীতি ॥১১॥
ঐ কান্তা ঐহিক তুমি ঐহিক দায়িনী।
ঐপদে পড়ে ঐ ঐকি ঐ শাণী ॥১২॥
ও তোমার ওপদ মা সদত ধেয়ায়।
ঔকি ওপদ পাবে ফিরেনা আমায় ॥১৩॥
ঔ কান্তা জননী ওমা ঔষধি রূপিণী।
ঔপনে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড অনেকা ধারিণী ॥১৪॥
অংশাব্দে পরংব্রহ্ম তুমিসে অংরূপা।
অঃশা রূপে কংস ধ্বংস তুমি অঃস্বরূপা ॥১৫॥

অঃকার রূপিনী ব্রহ্মময়ী একাক্ষর ।
অকাতর হয় গোকি দেখিয়ে কাতর ॥১৬॥
কাত্যায়নী কাদম্বিনী কামিক্ষা করালী ।
কাতর কিঙ্করে কৃপণতা ত্যজ কালি ॥১৭॥
খগেশ্বরী খল অরি খেদে ডাকি মা ।
খরগ খর্পর খেটকে খল নাশ মা ॥১৮॥
গণেশ জননী গৌরী গিরীশ বনিতা ।
গোবিন্দ ভগিনী গয়েশ্বরী গিরিসুতা ॥
ঘনজিনি ঘোর রূপা ঘন পায় লাজ ।
ঘোর শব্দে ঘণ্টা বাদ্য ঘন রণ সাজ ।
ঙকার বিষয় আর ঙকার ভৈরব ।
ঙকার ভূপাদ দিয়া ঘুচাও রৌরব ॥২১॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডী চণ্ড সংহারিনী ।
চাণ্ডগো চক্ষের কোনে চামুণ্ডা রূপিনী
ছলায় শ্রীকালিদহে ছদ্ম বেশধরি ।
ছায়ারূপা শ্রীমন্তে ছলিলে ছলাকরি
জগৎ জননী জয়া জলদ বরণী ।
জয় কর পরাজয় জিনিয়া জননী ॥২৪॥
ঝড়াকারে ঝটিতি ঝাকিয়া অসুর শির
ঝলমল মুণ্ডমালে ঝলকে রুধির ॥২৫॥

শিবে শাকম্ভরী শ্যামা শিবসীমন্তিনী।
শ্মশানে শ্মশানীরূপা শিখর নন্দিনী ॥৪৬॥
ষড়রাগ ষড়ঋতু ষড়রিপু জয়ি।
ষড়ানন মাতা ষট্পদবর্ণময়ী ॥৪৭॥
সারদা সুভদা সাধ্যসার মা সাকার।
সংসার অসার তুয়াপদ মাত্র সার ॥৪৮॥
হংসগমন হরা মন হরিলে হরের।
হেমবতী হেলম্ব জননী মোরে হের ॥৪৯॥
ক্ষরূপিণী ক্ষকারিণী ক্ষকর ত্বরায়।
ক্ষীণা দেখি ক্ষয়করে ক্ষদেহ আমায় ॥৫০॥
পঞ্চাশ অক্ষরে স্তুতি কৈল মনমোহন।
শুনিলা কালিকা কহে শ্রীতারাচরণ ॥

ভগবতীর মণিপুর গমন এবং বন্ধন মুক্ত।

কেদার, তাল মধ্যমান ঠেকা।

বুঝি প্রাণ গেল রে রণে। এলো কেশী,
করে অসি নাচে বিবসনে ॥ অনায়াসে
অসুরে নাশে, লাজ নাহি বাসে হাসে,
রুধিরে রাঙ্গা ভাসে, ত্রাসে দেবগণে।

সঙ্গে ভূত প্রেত দানা, পিশাচাদি অগণনা,
রণ রঙ্গে নিমগণা, বিকট বদনে ॥ তারা
কহে নরপতি, নহে সামান্য প্রকৃতি,
যদিহে চাহ নিষ্কৃতি, স্মরণ লহ চরণে ॥

পদ্য।

এত স্তুতি কৈল যদি শ্রীমনমোহন।
কৈলাসেতে কালিকার টলিল আসন।
পদ্মারে ডাকিয়া মাতা কহেন তখন।
কেন পদ্মাবতী মম মন উচ্চাটন॥
দশনে রসনা চাপে দাঁতে কাটে জি।
ত্বরা করি দেখ পদ্মা অমঙ্গল কি॥
কেনগো বসিতে খেতে সুতে নাই সুখ
কেবা কোথা শঙ্কটে সেবক পায় দুখ
ধ্যান বলে পদতলে কন পদ্মাবতী।
প্রমাদে পড়েছে মণিপুর অধিপতি॥
কন্যা স্বয়ম্বর কৈল করি নিমন্ত্রণ।
যোগীবেশে মালা নিল শ্রীমনমোহন।
ক্রোধে মহীপাল বন্দি কৈল কারাগারে
অতেব কাতরে মাতা ডাকয় তোমারে

ভক্তের যন্ত্রণা শুনি দেবী ব্যস্ত চিত ;
কহে পদ্মাবতি ক্ষিতি চলহ ত্বরিত ॥
সহ নিজদলে যাব মরুত ভুবন।
যেজন বিপক্ষ হবে বধিব জীবন ॥
এত বলি ডাকে দেবী ভূতপ্রেত দানা।
ডাকিনী যোগিনী পিশাচাদি যত সেনা ॥
হাতে জাটি করি কেহ পরি বীর ধটি।
বিকট দশন কার বস্ত্রহীন কটি ॥
দীর্ঘল রসনা কত আইল পিচাশী।
মুক্তকেশী উচ্চভাসী শ্মশান নিবাসী ॥
উলটী পালটী জাটী করে ঝট পটী।
লাফে লাফে চলে বীরদাপে কাঁপে মাটী ॥
ভূমিতলে লুটী সভে বন্দিল চরণ।
কহে আজ্ঞা কর মাতা কোন্ প্রয়োজন ॥
দেবী কন মোর সঙ্গে চল ক্ষিতিতলে।
নরমুণ্ডে মুণ্ডমালা পরসবে গলে ॥
নন্দী চলিলেন আগুদলে সেনাপতি।
বিমানে চলিলা মাতা সঙ্গে পদ্মাবতী ॥
কারাগারে মহামায়া হৈল উপনীত।
বন্ধন থসিল রায় প্রেমে পুলকিত ॥

অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবীর চরণে।
দানাগণ কোটালে বান্ধিল জনে জনে।
সহদলে অন্তরীক্ষে রহিল অভয়া।
কন ভয় কিরে তোর মনমোহ নিয়া॥
যদি রোষে এখনি বধিব চন্দ্রহংসে।
একজন বাতিদিতে না রাখিব বংশে॥
যাহ পদ্মা ত্বরিতে জানাও মহীপালে।
কহ ভাল চায় বিভা দেয় ভালে ভালে॥
নতু সবান্ধবে বধি বিভা করাইয়া।
কৈলাসেতে যাব কুমারেরে রাজ্য দিয়া॥
এত শুনি পদ্মাবতী করিল গমন।
যথা নরপতি আছে করিয়া শয়ন॥
কহে ওহে নরপতি মনে নাহি ডর।
অবিচারে কারাগারে কালীর কিঙ্কর॥
স্বইচ্ছায় কন্যা মালা গলে দিল তার।
তুমি চোর বল তারে একোন্ বিচার॥
তার যোগ্য হৈতে তুচ্ছ তোমার দুহিতা
বিভা দেহ কল্য নতু ঘটিবে লঘুতা॥
সবান্ধবে যাহ যদি শমন সদন।
তবে পুনঃ তারে বিরোধিবে হে রাজন॥

নিজ দুহিতারে তারে দেহ সুযতনে।
পাত্র কন্যাগণে দেহ তার সখাগণে॥
এতবলি দেবীকাছে গেল পদ্মাবতী।
নিদ্রাভঙ্গে তরাসে তরল নরপতি॥
স্বপন স্মরিয়া মনে হৈল কম্পবান।
ভূপতি পোহাল নিশা হাতে করি প্রাণ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা বসি দরবারে।
জানাল স্বপন পাত্রমিত্র সবাকারে॥
শুনি সভাসদ সহ শিহরে রাজন।
স্বকাতরে কারাগারে করিল গমন॥
দেখিল বন্ধনে আছে অনুচরগণ।
ঊর্দ্ধমুখে স্তব করে শ্রীমনমোহন॥
দেখি স্ববান্ধবে রায় অবনি লোটায়।
রাজপুত্র মগ্ন মহা কালী বর্ণনায়॥

কালীরূপ বর্ণন।

সিন্ধু, তাল আড়া।

কেরে, শবাসনা, বিবসনা, কার অঙ্গনা,
করে অসি। মাতঙ্গিনী, ত্রিনয়নী, মেঘা

ঙ্গিনী তত্ত্বমসী ॥ নরশির মুণ্ডমাল,
ভালে ভাল খণ্ড শশি। ভীমা বেশী,
মুক্তকেশী কিবা অট্ট অট্ট হাসি ॥
তারা বলে, পদতলে, রেখো মহেশমহিষী,
চারি ফল, করতল, তুচ্ছ গঙ্গা বারাণসী ॥

দীর্ঘত্রিপদী।

শিবা শবশিবা রূঢ়ে, বামাবাম পদ উরে
হৃদিপরে দক্ষিণ চরণ।
কিবা শোভা আহা মরি, দিগম্বরে দিগম্বরি
ভয়ঙ্করী ভয় বিনাশন ॥
দেখি পদতল দ্বয়, অরুণ স্মরণ লয়
পরাজয় মানিয়া বিচারে।
পদনখে শশী রাশী, হেরি শশী লাজ বাসি
রয় আসি বামানখ ধারে ॥
কিবা শ্রীচরণ শোভা, রক্তোৎপল দলআভা
তাহে রক্তোৎপলে শোভা করে।
প্রিয় আশে কি নলিনী, কি বিরাগে বিষাদিনী
অকিত পাইয়া শশধরে ॥

কনক নূপুর তায়, ভ্রমর ভ্রমরী ন্যায়,
মধু-আশে সদত গুঞ্জরে।
নিরখিয়া সুধা করে, সুধা আশে ক্ষুধাভরে,
চঞ্চলিত মানস চকোরে॥
...ঙ্ক জঘন যুগল, নিন্দি করি গণ্ডস্থল,
কটিতে কিঙ্কিণী নর করে।
...েদ প্রমাণ তায়, তড়িতের পুঞ্জ ন্যায়,
ঢাকিয়াছে দ্বীপ চর্ম্মাম্বরে॥
...োর কটি হরি লাজে, প্রবেশে কানন মাঝে,
কি বিরাজে নিতম্ব সুন্দর।
...জে উদয়াস্তাচল, অচল হোঁর সচল,
বিকচ কমল নাভি বর॥
...রি বামা কৃশোদর, অতি পীন পয়োধর,
লাগে ডর মধ্যভাঙ্গে পাছে।
...ণ্যের সরোবর, ভুজ সমৃণালে কর,
কি চারি কমল ফুটিয়াছে॥
বামা বাম যুগ্ম করে, অসি নরশির ধরে,
দক্ষিণে অভয় বরদান।
নরমুণ্ড মালা গলে, কর্ণে নর শব দোলে,
তদুপরে শোভে যুগ্মবাণ॥

চিক্কণ চিবুকোপর, মৃগমদ মনোহর,
কি অধর সুরঙ্গ রঙ্গিম।
কিবা শোভে লোল জিহ্ব, লোল লোল লহ লহ,
মরি ভঙ্গি সুভঙ্গি ভঙ্গিম॥
দশন কি গজমতি, কি কুন্দ কলিকা ভাতি,
সুদীর্ঘ নাশিকা খগভঙ্গিনী।
কিবা শোভে ত্রিনয়ন, কটাক্ষেতে ত্রিভুবন,
স্বজন পালন সংহারিণী॥
ভ্রূভঙ্গেতে জ্ঞান হয়, হর ধনু কি উদয়,
মেঘপ্রান্তে মেঘাঙ্গিনী পর।
ললাট উদয়াচলে, অলকা নক্ষত্র ছলে
নিশাপ্রান্তে কিবা নিশাকর॥
পৃষ্ঠোপরে দোলে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
ডাকিনী যোগিনী চারি পাশে।
নৃপসুত ভক্তি ভরে, হেরি রূপ স্বনোপরে,
পুলক জলধি জলে ভাসে॥
স্থির নেত্রে হেরি রায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
অঙ্গ কাঁপি পড়ে ধরাতল।
দেখি চন্দ্রহংস ভূপ, মানি অতি অপরূপ
চেতন করিল সিঞ্চি জল॥

কপাম্বুজ মুগ্ধ অতি, প্রণতি ভকতি স্তুতি,
করে পুনঃ কালিকা চরণে।
কৃপাঙ্কুর কৃপাময়ী, জানিনে চরণ বই,
দয়া কর এ দাস অধীনে॥

চন্দ্রহংস রাজার কালী দর্শন।

মালকোষ, তাল ঠেকা।

গো। ওরে আঁখি, দেখ দেখি, হৃদ্র হৃদে
কে নিতারে। কিবা নাচে দিগম্বরী,
মরি দিগম্বরোপরে॥ নর কর কটীপরে,
নরশির করে ধরে। তিমিরা তিমির হরে,
তারা তারা হের নারে॥

পদ্য।

নৃপসুত বন্দন করয়ে কালিকায়।
দেখি চমৎকার মানি প্রণমিল রায়॥
জামাতারে কহে তাত কর তুমি দয়া।
জানি আছি ব্রহ্মময়ী তোমারে সদয়া॥

আমি কিছু দেখিতে না পাই বাপধন।
করুণা করিয়া কালী করাও দর্শন॥
রাজপুত্র কহে ঊর্দ্ধে চাহ নরেশ্বর।
দেখ ব্রহ্মময়ী ঐ শূন্যের উপর॥
ভূপতি কহয়ে চাহি আছি বার বার।
কিছুইত দৃষ্টি বাপু না হয় আমার॥
তবে রাজপুত্র জননীরে যোড়করে।
অতি ব্যগ্রে নৃপহেতু নিবেদন করে॥
ঊর্দ্ধে থাকি আশ্বাসিয়া কহেন অভয়া।
তোমা হেতু হইলাম নৃপেরে সদয়া॥
ভূপতি তোমার অঙ্গ করিলে স্পর্শন।
এইক্ষণে পাইবেন আমার দর্শন॥
পৃথিবীতে রহ পুত্র কিছুদিন আর।
ত্বরায় পাইবে তুমি চরণ আমার॥
শুনি রাজপুত্র সুখে কহিল রাজারে।
দেখহ জননী পদ স্পর্শিয়া আমারে॥
শুনিয়া নৃপতি স্পর্শ করিয়া তাহায়।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিল কালিকায়॥
পুঞ্জ পুঞ্জ সৌদামিনী জিনিয়া সেরূপ।
দরশন মাত্রে মুর্চ্ছা হইলেন ভূপ॥

রাজপুত্র করাইল তাহারে চেতন।
আঁখি ভরি কালিকারে দেখিল রাজন॥
নয়নে আনন্দ অশ্রু হয় বরিষণ।
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া করয়ে স্তবন॥
হাসিয়া জননী তবে কহিলা রাজায়।
শ্রীমনমোহন হেতু দেখিলা আমায়॥
শ্রীমনমোহনে প্রীত যে করে রাজন।
সেজন জানিবে মম কৃপার ভাজন॥
এতেক বলিয়া মাতা স্বগণ সহিত।
অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন আচম্বিত॥
পরম আনন্দে চন্দ্রহংস নরপতি।
জামাতারে বিনয় করিয়া তবে অতি॥
সবিনয় বাক্য কহি আলিঙ্গন দিল।
রাজপুত্র শ্বশুরের চরণ বন্দিল॥
পরম আনন্দে রাজা নিজগণ সনে।
জামাতা লইয়া চলে আপন ভবনে॥
রাজপুত্রে দেখি নগরীয়া নারীগণ।
তার রূপে ভুলিল সভার নেত্র মন॥

শ্রীমনমোহনের রূপ বর্ণন।

বাহার, তাল মধ্যমান ঠেকা।

ধুয়া। রূপ হেরিয়ে রূপ না ধরে নয়নে।
কিবা মনোহর রূপ, হেরি হরিল মনে॥
আহা মরি কিবা রূপ, যেন কন্দর্প স্বরূপ,
আর না হেরি এরূপ, গৃহে যাব কেমনে।
বুঝি শশধর আসি, ভূতলে পড়িল খসি,
কুমুদির দুঃখ রাশি, নাশিবার কারণে॥
ভাবা বলে কুল ছার, গৃহে ফিরে আশা
ভার, হেরিয়ে ও রূপ আর, যদি
বাঁচিনে প্রাণে॥

পদ্য।

দেখিয়া উহার সই চন্দ্রিম আনন।
ভুলিল নয়ন মন না যায় আনন॥
চাঁচর চিকুর সই কি নিবিড় কাল।
হইল চুলের শোভা নারী কুলকাল॥
অষ্টমীর চন্দ্র কিগো উহার কপাল।
যে নারী পাইবে তার বড়ই কপাল॥

যোড়া ভুরু শোভা যেন কন্দর্পের চাপ।
যে রমণী হেরে তার কুলে পড়ে চাপ॥
একবার হেরে যারে নয়নের কোণে।
মর্ম্মে মরি কাঁদে সেই বসি গৃহ কোণে॥
দেখহ উহার সই কি দীর্ঘ নাসিকা।
ঐ বুঝি মানিনীর কুলের নাশিকা॥
কি সুরঙ্গ প্রভাধরে উহার অধর।
হেরিয়ে হারাই ধৈর্য্য হইগো অধর॥
কি শোভা দেখহ সই ধরে শ্রুতিযুগ।
সাধ হয় হেন পতি পাই যুগ যুগ॥
একবার মুখখানি যে দেখিতে পায়।
চরণে ঠেলিয়া কুল দাসী হয় পায়॥
কণ্ঠের উপমা সই দিতে কিছু নারি।
ছাঁদিয়া রহিতে সদা সাধ করে নারী॥
দেখিয়া উহার সই পরিসর বুক।
নারী হয়ে ধরিতে কে পারে বল বুক॥
বাহুর সুবলনি সই জিনি করি কর।
বুঝি ঐ কর সই কুল-নাশ-কর॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি জিনিয়া কেশরী।
দেখিয়া কামিনী যায় কোথায় কেসরী॥

দুটি উরু হয় যেন কামের আরাম।
যে নারী পাইবে তার কত না আরাম॥
দেখ দেখ সই কি সুন্দর দুটি পদ।
যে নারি উহারে পাবে তারি বড় পদ॥
ওলো সই দেখ রূপ যেন কাঁচা সোনা।
চাহিয়া দেখিতে সদা মনের বাসনা॥
কণ্ঠস্বরে কোকিলের রবেরে জিনিল।
কুলমান মন প্রাণ হরিয়া কি নিল॥
চলিয়া যাইছে দেখ জিনি মত্ত করী।
ধাইয়া ধরিতে বুকে মনে সাধ করি॥
এইরূপ বিহ্বল হইয়ে কহে তারা।
রাজপুত্র নাহি চায় তারা চাহে তারা॥

সখাগণের বিবাহ উদ্যোগ।

ভূপালি কল্যান, জলদ তেতালা।

ধুয়া। এলো বসন্ত রাজন, লয়ে সৈন্যগণ, বধিতে জীবন, ঐ। মলয় বহে মন, ডাকে পিকগণ

গুঞ্জে গুঞ্জগণ; সই ॥ ফুটে নানা ফুল,
সৌরভে ব্যাকুল, কি সুখে গৃহেতে রই ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হংস নরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
জামাতারে আনি নিজ ঘরে।
মান্য করি তায়, চিত্রসিংহাসনে রায়,
বসাইল পরম আদরে ॥
আনি নিজ দুহিতারে, অর্পিল জামাতা করে,
বিধিমত রাজব্যবহারে।
কাদি সারি পরে, সঙ্গে লয়ে জামাতারে,
সভায় বসায় সমাদরে ॥
লোক পাঠাইয়া তবে, রঙ্গমোহনাদি সবে,
আনাইল আপন সভায়।
পুত্র বিবরণ, শুনি সখা ছয় জন,
পরম আনন্দ সবে পায় ॥
নব সখাগণ, করে দৃঢ় আলিঙ্গন,
শ্রীমদনমোহন মহানন্দে।
সুখাব্ধে মগন, প্রেম অশ্রু বহে ঘন,
তবে তারা নৃপতিরে বন্দে ॥

নৃপতি গৌরব করি, তাঁহবার করে ধরি,
বসাইল উত্তম আসনে।
সখাগণ মহারঙ্গে, মনমোহনের সঙ্গে
বসিলেন নৃপতি ভবনে॥
অস্ত গেল দিবাকর, তবে সুখে নৃপবর
করাইল সুখশয্যা সভার।
জ্বালে দীপ মালাচয়, শোভা চমৎকার হয়,
চক্ষে লাগে চমক সবার॥
কর্পূরের বাতি জ্বলে, তার গন্ধ সভাদলে
অতিশয় হইল পূরিত।
তবে সভাসদ্‌গণ, ক্রমে বন্দে নরবরে
বসিলেন হয়ে হরষিত॥
যত রাজা সয়ম্বরে, আইলেন নৃপ...
সভায় বসিল সর্ব্বজন।
রাজ সম্বন্ধীয় যত, বসিলেন ক্রমা...
বসিলেন যত বিপ্রগণ॥
মধ্য সিংহাসনোপর, রাজা রাজার ...
কি বর্ণিব সভা সোভা সেই।
যেন মধ্যে দিবাকর, ঘেরিয়া দেবতা ...
সেইজানে দেখিয়াছে যেই॥

দেখি কুমারের রূপ,   গাহে সবে অপরূপ,
রাহুভয়ে কি বা সুধাকর।
কিবা হর ভয়ে কাম,   ত্যজিয়া আপন ধাম,
মহীতলে ছদ্মবেশী নর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু কি শঙ্কর,   জলেশ্বর ধনেশ্বর,
যক্ষ রক্ষ অথবা কিন্নর।
কন্যারে দেখি রূপসী,   আইল কি স্বর্গবাসী,
ছদ্মবেশী হয়ে যোগেশ্বর॥
এরূপ প্রশংসে সবে,   রাজা চন্দ্রহংস তবে,
নিজ মন্ত্রিগণে আদেশিল।
শুনি নায়িকা বচন,   শুনি কহে মন্ত্রিগণ,
শিরোধার্য্য পদ্মা যে বলিল॥
কুমারের সখাগণ;   শ্রেষ্ঠপাত্র সর্ব্বজন,
কন্যা দিব বহু ভাগ্য মানি।
শুনে হর্ষে নরপতি,   কহে জামাতার প্রতি,
মম ভাগ্য জামাতা আপনি॥
মম অভিপ্রায় হয়,   আমার সচিব ছয়,
ইহাদের কন্যা, ধন্যা হয়॥
মম কন্যা সখী হয়,   তোমার যে সখা ছয়,
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বিভা হয়॥

রাজপুত্র কহে রায়, মম ওই অভিপ্রায়,
ইহা হোতে সুখ কিমধিক।
মার কাছে অনুমতি, আপনার সুসম্মতি
বিশেষত পত্নী বাক্যাধিক॥
শুনিরাজা ততঃক্ষণে, আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে
ছজনে করিতে বর সাজ।
শুনি তবে দাসগণ, লয়ে গেল ছয়জন
করে বেশ নাহি করে ব্যাজ॥
মন্ত্রিগণ স্বস্ব গৃহে, গিয়া জায়াগণে কহে
স্বস্ব কন্যা বিবাহ কথন।
শুনি তারা হৃষ্ট অতি, জানায় রাণীর প্রতি
শুনি রাণী আনন্দে মগন॥
রাণীরে লইয়া সঙ্গে, রাজকন্যা গৃহে রঙ্গে
গিয়া স্বস্ব দুহিতারে বলে।
কুমারের সখা ছয়, পরম সুন্দর হয়
বিভা কর প্রত্যেকে কৌশলে॥
রাজকন্যা হাস্যমুখে, সখীগণে কহে সুখে
পূরিল আমার অভিলাষ।
যখন কলিঙ্গে যাব, পরস্পর সুখ পাব
এক স্থানে বাড়িবে উল্লাস॥

শুনি বিবাহের বাণী, অন্তরে উল্লাস মানী,
কুলবধূ ধাইল ত্বরিতে।
অন্যকী নাপান নব, নারীর স্বভাব সব,
বিশেষতঃ বিবাহ বাদ্যেতে॥
মহানন্দে রামাগণে, পাত্র কন্যা ছয় জনে,
সর্ব্বাঙ্গেতে গন্ধ মাখাইয়া।
স্নান করাইয়া তবে, অঙ্গ বেশ করে সবে,
অতিশয় আনন্দ পাইয়া॥
পরম উল্লাস ভরে, রাজকন্যা নিজকরে,
বহুমূল্য রত্ন আভরণ।
দিল সখীগণ অঙ্গে, পরম কৌতুক রঙ্গে,
সুবেশা হইল ছয় জন॥
রাণী রাজকন্যা রঙ্গে, নারীগণ করি সঙ্গে
কন্যাগণে লইয়া চলিল।
পরম আনন্দ মনে, গিয়া তবে নারীগণে,
সভাপ্রান্তে গৃহেতে রহিল॥
ভবেত নাপিত চয়, কাষ্ঠাসনে কন্যা ছয়,
বসাইয়া সভায় আনিল।
হেমাসনে ছয় বর, রূপ অতি মনোহর,
সভারূপে সুদীপ্ত করিল॥

কুমারের সখা ছয়, রূপে কেহ ঊন নয়
প্রায় মনমোহন সমান।
সমরূপ সবাকার, হেরি কুলবালা আর
স্থির নহে কামে দহে প্রাণ॥
সবাকার চন্দ্রমুখ, সহজে হেরিতে সুখ
বর বেশ হয়েছে তাহায়।
ভুলি সে সবার রূপে, পড়িয়া কামের কূপে
সবে হইল পাগলিনী প্রায়॥
কেহ কহে ধন্য মানি, রাজকন্যা ভাগ্যরাশি
যার পতি শ্রীমনমোহন।
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ সুমাধুরী
মরি মরি সাক্ষাত মদন॥
আর দেখ ওগো সই, এছয়ের রূপ ওই
বিধাতা কি মথি সুধাসার।
ওই আর ছজনারে, গঠেছিল একবারে
রূপের ভাণ্ডার খুলি তার॥
এইরূপে নারীগণ, প্রসংশিছে জনে জন
মন্মথেতে উন্মত্ত হইয়া।
পাত্রকন্যা ছয় জন, দেখিয়া সভাঙ্গণ
চাহে সবে জ্ঞান হারাইয়া॥

রূপে সেই ছয় ধনী, রমণ রমণী যিনি,
শ্রীমনমুঞ্জরী সমপ্রায়।
তাহাদের অঙ্গ প্রভা, সুদীপ্ত করিল সভা,
দেখিয়া চমকি সবে চায়॥
সকলে মানিল সার, রাজপুত্র সখা তার,
রাজকন্যা সখী এই ছয়।
এ সবে সামান্য নয়, দেবাংশ সবার হয়;
সত্য সত্য জন্ম সুনিশ্চয়॥
এইরূপে ভাবে সবে, এক এক কন্যা তবে,
বসাইল প্রতি বর আগে।
মিলি যত নারীগণ, উলু উলু দেয় ঘন,
অঙ্গ প্রফুল্লিত অনুরাগে॥
সে মহাসভার মাঝে, মঙ্গল বাজনা বাজে,
মধুর মধুর তার তান।
নানা বাদ্য সুরসাল, তাশা তুরী করতাল,
মোচঙ্গে সুরঙ্গে করে গান॥
চন্দ্রহংস নরপতি, সভাসহ সুখে অতি,
মহানন্দে সুখাব্ধি উথলে।
পুরবাসী যত জন, সবার প্রফুল্ল মন,
দ্বিজগণ জয় জয় বলে॥

সখাগণের বিবাহ।

রাগিনী বাহার, তাল মধ্যমান-ঠেকা।

ধূয়া। মনে করি, না হেরি, ওরূপ আর। নিষেধ
না মানে আঁখি চাহে গো অনিবার॥
নয়নের রসমন, আঁখি না শুনে বারণ,
অস্থির হইল প্রাণ, গেল কুল রাখা ভার॥

পদ্য।

গুণাকর কয় সখা আশ্চর্য্য কথন।
পূর্ব্বে শুনিয়াছ সুদামের বিবরণ॥
কলিঙ্গ হইতে পূর্ব্বে গমন করিল।
এই দিন আসি মণিপুরে প্রবেশিল॥
নগরে প্রবেশি সব শুনি বিবরণ।
ধাইয়া সভার মধ্যে আইল ব্রাহ্মণ॥
কিমদ্ভুত দেখিলাম শ্রীমনমোহন।
এত বলি পড়ে দ্বিজ হয়ে অচেতন॥
কি কি বলি নরপতি ধরি উঠাইল।
প্রণমি সুদাম জানি আশ্চর্য্য মানিল॥

রাজপুত্র প্রণমি আনন্দ অতিশয়।
সংক্ষেপে উভয় কথা শুনিল উভয়॥
তবে সেই সভা মধ্যে সুদাম বসিয়া।
বিবাহ দেখেন সুখে বিভোর হইয়া॥
ছয় রাজমন্ত্রী তবে প্রফুল্লিত মনে।
ভূতলে পড়িয়া প্রণমিল বিপ্রগণে॥
ভূপে বন্দি সভাস্থের অনুমতি লয়ে।
কন্যাদান করিতে বসিল হৃষ্ট হয়ে॥
নরপতি মন্ত্রী তবে শ্রীরঙ্গমোহনে।
তুষিলেন শ্রীরঙ্গমুঞ্জরী কন্যাদানে॥
জ্ঞানমোহনেরে বহু সমাদর করি।
দান দিল গণপতি শ্রীজ্ঞানমুঞ্জরী॥
তবে বল পতিগুণমুঞ্জরী কন্যারে।
শ্রীগুণমোহনে দিল বিধি অনুসারে॥
দলপতি নিজ চিত্রমুঞ্জরী তনয়া।
চিত্রমোহনেরে দান দিল হর্ষ হয়ে॥
শ্রীরত্নমোহনে জয়পতি সমাদরে।
নিজকন্যা শ্রীরত্নমুঞ্জরী দান করে॥
তবে মন্ত্রপতি রসমুঞ্জরী দুহিতা।
রাগমোহনেরে দিল হয়ে হরষিতা॥

সম্প্রদান বচন বলান বিপ্রচয়।
ছয় ছয় কন্যাদানে করে মন্ত্রী ছয়॥
বিধিমতে সবাকার বিবাহ হইল।
বরকন্যাগণ তবে ব্রহ্মারে পুজিল॥
তবে প্রতি বর প্রতি রমণীর সঙ্গে।
বাসগৃহে শয়নে চলিল অতি রঙ্গে॥
পরম আনন্দে সভা ভাঙ্গি সর্ব্বজন।
আপন আপন স্থানে করিল গমন॥
প্রতি বাসগৃহে বসে বিচিত্র পালঙ্গে।
কোন রামা হাসিয়া পড়িছে বর অঙ্গে॥
যে যাহার সে তাহার অন্যের তো নয়।
এইকালে তাহাদের ভাগ্যে যত হয়॥
মন্মথের বসে রসে উন্মত্ত হইয়া।
কত রঙ্গ করে অঙ্গ পরশ লাগিয়া॥
পুন পুন কটিবন্ধ পড়িছে খসিয়া।
রাখিতে না পারে যত বান্ধিছে কসিয়া॥
অন্তরে জ্বলিছে দীপ্ত মদন আগুণ।
অঙ্গ পরশনে আরো বাড়িছে দ্বিগুণ॥
দেখিয়া শীতল হব মনেতে ভাবিয়া।
কন্যারে বরের কোলে দেয় বসাইয়া।

দেখিতে স্মরিতে তার দহিছে মদনী।
কটাক্ষ বিতর্ক তর্ক করে মনে মন॥
কেহ পৃষ্ঠেশ্বরে বক্ষ শীতল হইতে।
কোথায় শীতল আর লাগিল জ্বলিতে॥
কেহবা পশ্চাতে থাকি স্কন্ধে বাধে বাহু।
চাঁদের করিতে গ্রাস চাহে যেন রাহু॥
কেহ বাঁধে কেশ কেহ দেয় এলাইয়া।
অনিমিষে আছে কেহ বদন চাহিয়া॥
কেহ বলে ওহে বর তোল মুখ খানি।
পরাণ যুড়াক ভাল কহ দুটি বাণী॥
কেহ বলে ঘুমে যেন পড়োনা ঢুলিয়া।
একবার চাহ দেখি নয়ন খুলিয়া॥
মৃদুহাসে সেই বর কিছু নাহি বলে।
সে হাঁসি পবন হয়ে কামাগ্নি উথলে॥
হাস্য রহস্য লাস্য কথায় কথায়।
কত ছলা করে কলা অশেষ কলায়॥
ভাবে মনে যদি বুক চিরিয়া ইহায়।
হৃদয় মাঝারে রাখি ব্যথা তবে যায়॥
এই মত উন্মতা সকল নারীগণ।
প্রতি বাস গৃহে হয় এমত ঘটন॥

ভবেত সময় জানি রহিতে না পারি।
মনস্থাধি নিজ গৃহে গেল সব নারী ॥
তাহাদের মন দুঃখ কি বর্ণিব আর।
সুরসিক বুঝিবেন ভাবিলে নির্দ্ধার ॥
নিশ্চিন্ত হইল তবে বর কন্যাগণ।
সর্ব্বস্থানে রঙ্গ বাদ্য উঠিল তখন ॥
প্রথমে আছিল ভয় ছয় মন্ত্রি-কন্যা।
শেষে সুখভরে বহাইল রসবন্যা ॥
পুষ্করিণীতে পড়ি পুন পুন স্নান করি।
তুষ্ট মনে রহিলেন মুখে মুখ ধরি।
রাজপুত্র রাজকন্যা উভয় মিলনে।
পুন নব সঙ্গম মানিয়া দুইজনে ॥
করিল বিবিধ রঙ্গ সুখে দুইজনে।
সে নিশার কত সুখ না যায় বর্ণনে ॥
বিপরীত আদি রতি ভুঞ্জি অতি সুখে
রসালসে নিদ্রা গেল মিলি মুখে মুখে
নিশি অন্তে কোকিলের সুরব শুনিয়া
নিদ্রা ভঙ্গে উঠে রায় শ্রীদুর্গা বলিয়া।
এইরূপে মণিপুরে রহে সপ্ত জন।
প্রতিদিন বাড়ে রঙ্গ আনন্দ সঘন ॥

নৃপতি পরম সুখী সুখী মন্ত্রিচয়।
জামাতাগণেরে স্নেহ করে অতিশয়॥
কালিকার বরে প্রাপ্ত এতেক সম্পদ।
কবি কহে যে তারার কিভার বিপদ॥

মনমোহনের সন্তান উৎপত্তি।

রাগিনী সবফরদা, তাল মধ্যমান।

কুলকুণ্ডলিনী কালী হের অপাঙ্গে শাপাঙ্গে।
দুবালে ভবাব্ধিজলে, ছজনে কুরঙ্গে॥

পদ্য।

এইরূপে রাজপুত্র মণিপুরে রহে।
সখা সঙ্গে মিলি সদা সুখ কথা কহে॥
একদিন রাজপুত্র কহিল রাজায়।
স্বদেশে যাইব দেখিবারে বাপমায়॥
শুনিয়া হৃদয়ে দুঃখ ভাবি অতিশয়।
অতি স্নেহে নরপতি জামাতারে কয়॥

আর কিছু দিন তাত থাকহ হেথায়।
নয়ান শীতল করি দেখিয়া তোমায়॥
শুনিয়া কুমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল
নৃপতির প্রীতি হেতু স্বীকার করিল॥
এইরূপ রহি নিত্য নিত্য ভুঞ্জে রতি।
শ্রীমনমুঞ্জরী হইলেন গর্ব্ভবতী॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ এক দুই মাসে।
অপ্রকাশ প্রকাশ সুরূপ সুপ্রকাশে॥
এবে মনমুঞ্জরী সাখ্যাত যেন রতি।
তাহাতে প্রথম গর্ভ রূপ বাড়ে অতি॥
তাহে উচ্চ শোভে কুচ কি কব অধিক।
অনুভব করি মনে বুঝিবে রসিক॥
অলসে অঞ্চল পাতি ভূমিতে শয়ন।
পাতখোলা আদি পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ
অন্যান্যে অরুচি রুচি অম্লেতে হয়।
থাকিয়া থাকিয়া হাই উঠে অতিশয়॥
আনি তবে মধু চিনি দধি দুগ্ধ ঘৃত।
পঞ্চমাসে মহারাণী দেয় পঞ্চামৃত॥
সাধে স্বাদ সাধখানসুস্বাদে সুন্দরী।
মোষেদধি মতিচুর মিঠাই মিচিরী॥

মণ্ডা মণ্ডী মনহরা মত্তমান মজা।
মাখন নবনী ছানা ক্ষীরখণ্ড খাজা॥
সাতে শত ভাজা লয়ে সাধে খায় সুখে।
সময়ে বেদনা আসি আকর্ষিল কক্ষে॥
আহা উহু মরি বলি কান্দিয়া বিকল।
কোন সখী সভোপরে দেয় তৈল জল॥
বিলাপ করিয়া কয় গর্ভেতে কি হলো।
বাঁচিনে বাঁচিনে মরি মরি প্রাণ গেল॥
প্রবোধি সঙ্গিনী বলে কিঞ্চিৎ সহিলে।
এখনি প্রসব হবে চন্দ্রাকার ছেলে॥
শুনি কয় ছেলেয় নাহিক প্রয়োজন।
প্রাণ যায় বাঁচি কিসে বলগো এখন॥
মনে ভাবে হেন হবে জানিলে পূর্ব্বেতে।
রতি রসে রব কেন পতির সঙ্গেতে॥
এবার বাঁচিলে নাহি বঞ্চিব বাসর।
স্বপথ স্বপতি ছাড়ি শোব স্বতন্তর॥
এইমত ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তবে।
প্রসবিল যুগ্মসুত দেখি সুখী সবে॥
চন্দ্র সূর্য্য সম রূপ যুগল কুমার।
পাইলেন রাজকন্যা প্রসাদে উমার॥

শ্রীমনমুঞ্জরী হেরি রূপ দোঁহাকার।
দূরে গেল বেদনা যাতনা যত তার॥
চম্পক কুসুম প্রভা বর্ণ দোঁহা ধরে।
হেরি পুরবাসী ভাসে সুখের সাগরে॥
মহানন্দ রাজরাণী দোঁহারে দেখিয়া।
দীন দ্বিজে দেয় দান ভাণ্ডার খুলিয়া॥
সখাগণ সহ সুখী শ্রীমনমোহন।
সুখজলে মগ্ন অতি সখীদের মন॥
আনন্দ উৎসব হইল নৃপতির ঘরে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ অন্তরে।
ক্রমে কুলাচার কর্ম্ম সকল সারিল।
দিনে দিনে দুই শিশু বাড়িতে লাগিল॥
তবে রাজা নাম প্রচারিল দোঁহাকার।
হংসধ্বজ কংসধ্বজ দুই নাম সার॥
আঙ্গিনায় দুই শিশু হামাগুড়ি যায়।
শ্রীমনমোহন হেরি মহাসুখ পায়॥
মহারাণী চন্দ্রকলা দোঁহারে পাইয়া।
মহানন্দে ভাসে সদা কক্ষেতে রাখিয়া॥
পুত্র হেতু রাণীর যে সাধ ছিল মনে।
সে সাধ হইল পূর্ণ দৌহিত্র দরশনে॥

ক্রমে ছয় সখার হইল পুত্র ছয়।
তাসবার যেই নাম শুন মহাশয়॥
রঙ্গমোহনের পুত্র রঙ্গধ্বজ নাম।
জ্ঞানধ্বজ জ্ঞানমোহনের গুণধাম॥
শিখিধ্বজ নাম গুণমোহন সন্তান।
চিত্রমোহনের পুত্র কুশধ্বজাখ্যান॥
রত্নধ্বজ নাম রত্নমোহন তনয়।
নীলধ্বজ রাগমোহনের পুত্র হয়॥
মহাসুখী রাজপুত্র সখার সহিত।
সিংহল ভুবন হইল আনন্দে পূরিত॥
রাজা রাণী মন্ত্রী মন্ত্রি নারী আনন্দিতা।
আনন্দিতা রাজকন্যা সখীর সহিতা॥
সর্ব্বেশ্বর চাহি তবে গুণাকর কয়।
রাজপুত্র দুঃখ শুনিয়াছ মহাশয়॥
ভাবিয়া দেখহ ইহে কতসুখী তার।
কতসুখ দেখ ভাবি সে রাজকন্যার॥
ঐকান্তিক ভক্তি যার তারার চরণে।
সদাই তাহার সুখ যান ইহা মনে॥

মনমোহনের স্বদেশযাত্রা।

রাগিনী বেহাগ, তাল আড়া।

ধুয়া। কি কর শিখর, হের দিবাকর, সে প্রকাশে।
এখনি শঙ্কর যাবে শঙ্করী লয়ে কৈলাসে॥
লুকাবার ধন নয়, চাঁদে কি লুকান যায়;
শঙ্কর বাতুল প্রায়, না জানি কখন আসে।
মা বলিতে নাহি অন্যে; উমা ত্রিজগতে ধন্যে,
পাইয়াছি কত পুণ্যে, তেঁই মা বলে সম্ভাষে।
তুমি গিয়া জামাতায়, বুঝাও মিষ্ট কথায়,
যদি উমা রেখে যায়, জনক-জননী বাসে।
তারা কহে ওহে গিরি, চল যথা ত্রিপুরারি, যদি
মায় রাখিতে পারি, ভুলায়ে ভোলা মহেশে॥

ত্রিপদী।

এইরূপে মহারঙ্গে, রাজপুত্র সখা স
মণিপুরে আছে হৃষ্টমনে।
বয়ক্রম দ্বিবৎসর, হৈল দুই শিশু
খেলে সদা শিশুগণ সনে॥

কহে আধ আধ বাণী,   শ্রবণে পীযুষ মানি,
রাজকন্যা শুনি হরষিতা।
খাদের শিশু সনে,   খেলে শিশু দুই জনে,
দেখিয়া সদাই পুলকিতা॥
কতি দিন এইরূপে,   ডুবিয়া আনন্দকূপে,
মহাসুখে আছে রাজসুত।
পরে এক রজনীতে,   স্বপ্নে দেখে আচম্বিতে,
পিতা মাতা অতি দুঃখযুত॥
লোটাইছে ভূমিতলে,   দুই চক্ষে ধারা গলে,
কেঁদে বলে কোথা রে মোহন।
বারি বর্ষ হৈল গত,   মনেরে প্রবোধি কত,
নিবারিব ওরে বাপ ধন॥
জীবনে জীবন দিব,   অনলানলে নিভাব
দাহনে দহিব প্রাণ শ্রেণী।
সুস্থির নাহি বান্ধে,   বিনাইয়া কত ছান্দে,
কান্দিয়া ব্যাকুল রাজা রাণী॥
পিতা হতে শত গুণ,   জননী ক্রন্দন পুন,
স্বপ্নে দেখি নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
দুঃখ উঠে মনে অতি,   দীর্ঘশ্বাস ঝড়গতি,
কান্দে আছাড়িয়া নিজঅঙ্গ॥

[illegible] রাজমন্ত্রিবরে, নিজ নিজ জামাতারে,
যাত্রা হেতু সপ্ত ডিঙ্গা দিল।
[illegible] মূল্য মণিগণ, দাস দাসী অগণন,
দিয়া সবে সম্মান করিল॥
[illegible]কলা মহারাণী, কন্যার গমন জানি,
কান্দে নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া।
[illegible] মায়ে ব্যথা দিয়ে, কোথা যাবে মা ছাড়িয়ে,
আমি দিব কেমনে ছাড়িয়া॥
[illegible] মায়ের গলে, কেঁদে কেঁদে কন্যা বলে,
জননি গো মনে যেন থাকে।
[illegible] ধৈর্য্য নাহি ধরে, ধরিয়া কন্যার করে,
কহে মা কি ত্যজিলি গো মাকে॥
[illegible]ীর ক্রন্দন যত, বর্ণনেতে অবিরত
তবে রাণী কান্দি কান্দি কয়।
[illegible] রাখি কংশধ্বজে, লয়ে যাও হংসধ্বজে,
তবে মোর চিত্ত ধৈর্য্য রয়॥
[illegible] পতি অনুমতি, লয়ে রাণী শীঘ্রগতি,
কংশধ্বজে সমর্পিল তায়।
[illegible] কিছু সুখ পায়, বন্দি পিতা মাতা পায়,
হংসধ্বজে লয়ে রাণী যায়॥

তবে তার সখী ছয়, কান্দি তারা অতিশয়,
ব্যথিত জননীগণ সনে।
পিতা মাতা বন্দি তবে, স্ব স্ব পতি সঙ্গে সবে,
পুত্র লয়ে করিল গমনে॥
তবে সখা সপ্ত জন, বন্দি সব গুরুজন,
নিজদেশে চলিলেন সবে।
মণিপুর দুঃখে পূর্ণ, সপ্ত সখা গিয়া তূর্ণ
নিজ নিজ তরি চড়ে তবে॥
আতসী কুসুম শ্যামা, স্মরি খুলে দিল ডি
কৌতুকে চলিল নিজ দেশে।
বহু দেশ রাখি দূরে, আসি সরস্বতীপুরে
রাজা সনে মিলিয়া হরিষে॥
পরস্পর সুখী হয়ে, পঞ্চ দিন তথা র
ক্রমে নীলঅচলে আইল।
স্ব স্ব প্রিয়া সঙ্গে করি, হেরি জগন্নাথ হ
সবে জন্ম কৃতার্থ করিল॥
ভকতি প্রণতি স্তুতি, পূজা দিয়া মহা
লয়ে বহু শ্রীমহাপ্রসাদ।
কিছু বা তথায় খায়, কিছু সঙ্গে লয়ে
তরিপরে পরম আহ্লাদ॥

…ন সবে সুখে ভাসি, ক্রমে কালিঘাটে আসি,
মহাকালী দেখি সুখ পায়।
…য়ে মহাপূজা দিয়া, পুন পুন প্রণমিয়া,
ত্বরা করি তরী খুলি যায়॥
…কুণ্ডলিনীশ্বরী, রাত্রি দিন বাহে তরী,
উপনীত হয় নানোদরে।
…গ পুরি বর্দ্ধমান, তিরে উঠি মতিমান,
পূজা দিয়া সর্ব্বমঙ্গলারে॥
…রি বহু স্তুতি নতি, মহানন্দে মহামতি,
ত্বরা তরি করি আরোহণ।
…ল অতি কুতূহলে, মহা সুখাব্ধি উথলে,
বাহ বাহ বলে ঘনে ঘন॥
… দেশ লঙ্ঘি শেষ, পাইয়া কলিঙ্গ দেশ
নিজঘাটে ডিঙ্গা উত্তরিল।
…জ সখাগণ সঙ্গে, উত্তরিল মন রঙ্গে,
মহানন্দে নগরে উঠিল॥

কুমারের নিজালয়ে প্রবেশ।

রাগিণী কেদার, তাল যৎ।

ধুয়া। তারগো তারিণী ভবে জগতের ভিন্ন নই,
জগত-জননী তুমি কে তারিবে তোমা বই।
এসেছি মা তব আশে, বান্ধিলে ভবের ফাঁদে,
মন মোহে ভাল বাসে, কুহকের ফাঁসি হই
অনাথিনী দীন দাসে, কেন রুষ্ট কর শেষে;
মদনা কৃতাঞ্জ পাশে, জানিনে চরণ বই।।

পদ্য।

মহানন্দে রাজপুত্র নিজগণ সঙ্গে।
ডিঙ্গা হৈতে তীরে উঠিলেন অতি রঙ্গে।।
রাজপুত্র দেখি কলিঙ্গের প্রজাগণ।
ধাইয়া রাজারে কহে শুভ বিবরণ।।
রাত্রদিন তাপে তনু তাপিত তাহার।
অমৃত সিঞ্চিল যেন শুভ সমাচার।।
আনন্দে ক্রন্দন করি চলিল নৃপতি।
মন্ত্রিগণ চলিলেন রাজার সংহতি।।

মহানন্দে নরপতি চলিতে না পারে।
হস্তে ধরি যায় মন্ত্রী লইয়া রাজারে॥
পথেতে হইল ভেট শ্রীমনমোহন।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দে পিতার চরণ॥
শিরে চুম্বি মহারাজ আলিঙ্গন দিয়া।
কাঁদিতে লাগিল দোঁহে বাক্য হারাইয়া॥
কতক্ষণে স্থির হইলেন দুই জন।
হংসমোহন তিঁহ বন্দে পিতার চরণ॥
নিজ নিজ পিতারে প্রণমি তারা তবে।
পুত্র দেখি মহানন্দ পাইলেন সবে॥
ক্রমে পথ চলি রাজভবনে আইল।
শুভ সমাচার রাণী সুধাও পাইল॥
আনন্দ অশ্রুতে ভাসি আসি বহির্দ্বারে।
পুত্রে দেখি মহানন্দে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
মায়ের চরণ বন্দে শ্রীমনমোহন।
তথায় আইল ছয় মন্ত্রি নারীগণ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সকলে করিল।
হেনকালে সপ্তদোলা তথায় আইল॥
নিজ নিজ পুত্রবধূ পৌত্র সবে নিয়া।
গৃহে লয়ে যায় মহানন্দে মগ্ন হৈয়া॥

মহারাজ দীন দ্বিজে দিল বহুধন।
যোড়শোপচারে পূজে কালিকাচরণ॥
মনমুঞ্জরীর রূপে দীপ্ত করে বাস।
চন্দ্রানন হেরি রাণী সুধাংশু উল্লাস॥
হংশধ্বজে কোলে করি রাজা আর রাণী।
অতি সুখে চুম্বে সদা চাঁদমুখখানি॥
জননী জনকে রাজপুত্র নিবেদিল।
জ্যেষ্ঠ এই মণিপুরে কনিষ্ঠ রহিল॥
তথা হইয়াছে মম যুগল কুমার।
হংশধ্বজ এই কংশধ্বজ নাম তার॥
শুনি রাজা রাণী কহে হাসিয়া হাসিয়া।
ভাল করিয়াছ তথা তাহারে রাখিয়া॥
চন্দ্রহংশ রাজার ঘুচিবে তাহে দুখ।
হংসধ্বজ লয়ে হেথা আমাদের সুখ॥
রাজবধু দেখিতে আইল নারীগণ।
রূপ হেরি সবাকার আনন্দিত মন॥
ধন্যরূপ বলি প্রসংসিছে সর্ব্বজন।
যেমন রাজপুত্র মনমুঞ্জরী তেমন॥
তবে নারীগণ আর কুলবধূ সঙ্গে।
শুভচণ্ডী পূজন করিল রাণী রঙ্গে॥

সব নারীগণে তবে সম্মান করিয়া।
বিদায় করিল রাণী বস্ত্র ভূষা দিয়া॥
সুখে রহিলেন হংসধ্বজে কোলে লয়ে।
বধূ বিধুমুখ নিরখেন বসে রয়ে॥

মনমোহনের রাজ্য প্রাপ্তি।

মালকোষ বসন্ত, তাল জলদ তেতালা।

ঋতুরাজ নহি সাজ একি রাজসাজ।
পরিবার সঙ্গ, হয়ে একান্ত, কামিনীর সঙ্গ,
দহিতে উদিত। যে দেখি কোন রাজে, বধ
করে নারী প্রাণ, তবে রাজা জানি, বনি
পতি আনি, বাঁচাও কামিনী, মদনের হাত।
আপনার বিরহেতে, আপনি ডুবেছি তাতে।
হানবে কোকিল, বধ কেন বল, কর কোলাহল
যথা প্রাণকান্ত॥

পদ্য।

এক দিন প্রিয়া সহ রাজার নন্দন।
পুষ্পোদ্যানে গেল কালী করিতে দর্শন

হেরি কুলকুণ্ডলিনী কৃতাঞ্জলি হয়ে।
করেন প্রণতি স্তুতি ভূতলে পড়িয়ে॥
মানসিক মহাপূজা করি সমাপন।
নানামত স্তবন করয়ে দুই জন॥
এইরূপ তথায় রহিয়া কতক্ষণ।
প্রিয় সহ করে প্রিয়া উদ্যানে ভ্রমণ॥
উদ্যানের শোভা হেরে রাজকন্যা কয়
এমন উদ্যান আঁখিগোচর না হয়॥
উদ্যানের মাঝেতে অপূর্ব্ব সরোবর।
নির্ম্মল সলিল চারি ঘাট মনোহর॥
প্রতি ঘাটে শোভে চক চাঁদনি সুন্দর।
প্রিয়া সহ উঠিলেন তাহার উপর।
দিব্যাসনে দুই জনে বসিয়া তাহাতে
কৌতুক দেখয়ে প্রিয়া সহ কৌতুকেতে॥
সরোবরে খেলে চক্রবাক চক্রবাকী।
সারস সারসী নাচে ডাহুক ডাহুকী॥
কমল কহ্লার কত ফুটে কোকনদ।
ঝঙ্কারিয়া বুলে শত শত ষট্পদ॥
তার চতুষ্পার্শ্বে ফুটিয়াছে নানা ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥

দক্ষিণ মলয়ানিল সুসৌরভে বহে।
সংযোগীরে সুস্থ করে বিয়োগীরে দহে॥
তাহাতে বসন্ত ঋতু হয়েছে রাজন।
এসেছে তাহার দূত প্রধান মদন॥
সদা শরাসনে সন্ধিয়াছে পঞ্চশর।
তাহে কুহুগণ সদা হানে কুহুস্বর॥
কুহু২ কুহু রবে প্রতি ঘরে ঘরে।
রাজ আগমন জানাইছে সবাকারে॥
সংযোগী ভয়েতে ত্রস্ত হয়ে ততক্ষণ।
রব শুনি রাজকর করিছে অর্পণ॥
বিয়োগীর স্থানে কর না পেয়ে মদন।
উস্থলে ভসিল করে সন্ধি সন্দীপন॥
মদনে প্রমত্ত মত্ত মধুকর বধূ।
সুখে২ মহাসুখে পান করে মধু॥
কোকিল কোকিলা মুখেমুখ আরোপিয়া।
নানামত ক্রীড়া করে মদনে মাতিয়া॥
পুচ্ছ ধরি নাচে সদা ময়ূরী ময়ূরে।
দেখিয়া, দহিল দোঁহে শরেশ্বর শরে॥
সম্বরিতে না পারিয়া কম্পিত অন্তর।
সকাতরে সমর্পিল মদনের কর।

ক্রমে সব প্রিয়ারে দেখায়ে অতি সুখে।
উদ্যান আবাসে প্রবেশিল হাস্য মুখে॥
দেখিয়া তাহার শোভা শশাঙ্ক বদনা।
কত প্রসংশিল তাহা না যায় বর্ণনা॥
স্বপ্নাবধি যে মানস রাজপুত্র মনে।
স্বপন করিল সত্য মিলি প্রিয়াসনে॥
সেইত আবাসে তবে বিচিত্র পালঙ্গে।
শয়ন করিল নিজ প্রিয়া লয়ে সঙ্গে॥
বিবিধ বিলাস করি সে দিবা শর্ব্বরী।
প্রিয়াসহ প্রাতে প্রবেশিল নিজ পুরী॥
এইরূপে রাজপুত্র মহাসুখ পায়।
কভু সখাগণ সহ উদ্যানেতে যায়॥
শ্রীরঙ্গমঞ্জরী আদি রাজকন্যাসনে।
উদ্যানে একত্র কভু ভ্রমে সুখ মনে॥
রাজকন্যা সহ সখীদের নিত্য প্রায়।
সাখ্যাত হইয়া পরস্পর সুখ পায়॥

পাদ্য।

সর্ব্বেশ্বর কহে সখা করি নিবেদন।
বিস্তারিয়া কহ চিত্রপুর বিবরণ॥

রাজ্যের কি হলো কিবা হলো রাজধানী।
কি করিল সুন্দরী নামিনী মহারাণী॥
শুনি গুণাকর কয় অবধান কর।
সংক্ষেপেতে নিবেদিব বিস্তারে বিস্তর॥
পতিরে না দেখি তবে সতী বিষাদিনী।
চাহে চারিদিগে দশদিগ্বা কুরঙ্গিণী॥
না পাইয়া প্রাণনাথে বন্ধু বিলাপিয়া।
কাঁদিয়া অস্থির রাণী অঙ্গ আছাড়িয়া॥
কহে আমি হায় কি করিনু মাটি খেয়ে।
নাথে করিলাম পক্ষী পক্ষীর লাগিয়ে॥
কতেক যাতনা বঁধু পাইল তাহায়।
যদি আইলেন পুন হারাইনু হায়॥
কেন বা অঙ্গুরী লয়ে পদাঙ্গুলে দিনু।
কত নিবারিল বঁধু শুনি না শুনিনু॥
সেই অভিমানে ত্যজিলেন অধিনীরে।
পক্ষীদেহ যাতনা কি স্মরিয়া অন্তরে॥
দেখে ঠেকে শিখে তবু শিখে না শিখিনু।
সুধা বলি নিজ করেগরল ভক্ষিনু॥
এইরূপ খেদ করি কাঁদয়ে সুন্দরী।
প্রবোধ করয়ে কত প্রিয় সহচরী॥

কহে দুঃখ ত্যজ ধনি দূর কর মন।
অবিলম্বে নিকেতনে আসিবে রাজন॥
এমত বারেক তো গিয়া পুন এসেছে।
তেমতি আসিবে পুন গিয়েছে২॥
কেঁদনা এসব কথা করিয়া গোপন।
কহ যেমতে হয় রাজ্যের রক্ষণ॥
শুনি হেন ধরি ধনী প্রবোধিয়া মনে।
ডাকাইল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাম রতনে॥
মহাজ্ঞানী রতন সচিব পুরাতন।
আজ্ঞা ক্রমে অন্দরেতে আইল তখন॥
দেখি তারে কহে রাণী মন্ত্রী সম্বোধিয়া।
তীর্থে গেল রাজা রাজ্য তোমাকে অর্পিয়া॥
যে অবধি রাজ্যে নাহি আইসে রাজন।
সিংহাসনে বসি কর প্রজারে পালন॥
শুনি আজ্ঞাবলি শিরে শ্রীরাম রতন।
সিংহাসন ভারার্পণে পালে প্রজাগণ॥
এইরূপে রহে রাণী দুঃখেতে মগন।
হেথা মণিপুরে তবে শ্রীজ্ঞানমোহন॥
চিত্রপুরে চিত্রাণীরে ভাবি চিত্রপুরে।
বিবরণ জানাইল সকল সখারে॥

নিজ গৃহে প্রকারান্তে বুঝায়ে সবারে।
সবার সম্মতি ক্রমে চিত্রপুরে যায়॥
পক্ষীরূপে যায় পদে পরি স্বর্ণাঙ্গুরী।
উপনীত চিত্রপুরে যথায় সুন্দরী॥
দেখি হর্ষে অঙ্গুরী চিনিয়া তবে রাণী
আনন্দে ক্রন্দন করে নাহি সরে বাণী
পতি প্রতি রতি মতি সতী যে হয় তা।
কেবা নিন্দে নিন্দা তার প্রতি দুর্গতি॥
এইরূপে ধনী খেদ করয়ে বিস্তর।
বিনয়ে সান্ত্বনা করে মন্ত্রিপুত্রবর॥
সিংহাসনে বসি প্রজা পালে পূর্ব্বমত।
সানন্দিত সভাসদ প্রজার সহিত॥
প্রেমাসক্ত মদনাঙ্গ নিত্য কুঞ্জে রতি।
কত দিনে সুন্দরী হইল গর্ভবতী॥
দশ মাসে প্রসবিল সুন্দর কুমার।
পুত্রমুখ হেরে রাজা আনন্দে অপার॥
শশি সম বাড়ে শিশু দিবসে দিবসে।
ক্রীড়া অন্তে বিদ্যারম্ভ পঞ্চম বয়সে॥
মকরধ্বজ নাম রাখিল তাহার।
বিভা দিয়া কুমারে অর্পিল রাজ্যভার॥

যুবরাজ হইল সানন্দে পালে প্রজা।
সুন্দরীরে কহি মণিপুর চলে রাজা ॥
পাত্রমিত্র প্রজাবর্গে কহিয়া সবায়।
প্রবোধিয়া মণিপুরে উত্তরিল রায় ॥
মহানন্দে পুন সব মিলি সখাগণে।
আনন্দ উৎসব নিত্য প্রিয় পুষ্পোদ্যানে ॥
মহাসুখে কিছুদিন যায় এইরূপ।
তবে মন্ত্রিপুত্রগণে সঙ্গে করি ভূপ ॥
শ্রীমদনমোহনে রাজ্য করি সমর্পণ।
করি দিল তার মন্ত্রী সখা ছয় জন ॥
রাজপুত্র পালন করেন প্রজাগণে।
সুখ মানে প্রজাগণ তাহার পালনে ॥
কিছুদিন রাজারাণী ইষ্ট আরাধিয়া।
শ্রেষ্ঠ ধামে গেল দোঁহে লোকান্ত পাইয়া ॥
শ্রীমদনমোহন তাহে পেয়ে মহাশোক।
শ্রাদ্ধাদিতে তুষিলেন পিতৃ দেবলোক ॥
বৃদ্ধ মন্ত্রী মন্ত্রি নারীগণ ক্রমে মরে।
রঙ্গমোহনাদি ক্রমে শ্রাদ্ধআদি করে ॥
শ্রীমদনমোহন মহারাজ মহামতি।
পুত্র উপযুক্ত দেখি তাহার সংহতি ॥

সরস্বতী পুরাধীপের পৌত্রী অনুপমা।
হংসধ্বজে বিভাবিল কন্যা তিলোত্তমা॥
মন্ত্রিগণ আপন পুত্রের বিভা দিল।
মহানন্দে কলিঙ্গেতে পূর্ণিত হইল॥
এইরূপে রহে রায় কলিঙ্গ নগরে।
হেথা মণিপুরে চন্দ্রহংস রায় ঘরে॥
কংসধ্বজ অধিপতি তথায় হইল।
সুমন্ত রাজার কন্যা বিবাহ করিল॥
পরম রূপসী সে মন্থরা নাম তার।
তাহারে পাইয়া সুখ বাসিল অপার॥
শ্রীমদনমোহন পুত্রে দিয়া রাজ্য ভার।
মন্ত্রি করি দিল ছয় সখার কুমার॥
নিশ্চিন্ত হইয়া মদমঞ্জরীর সনে।
পরমার্থে দিয়া মন রহিল নির্জনে॥
অবশেষে ব্রহ্মশাপে হইয়া মোচন।
গন্ধর্ব্বের বেশে স্বর্গে করিল গমন॥
গুণাকর প্রতি তবে সর্ব্বেশ্বর কন।
নীলাম্বর হৈতে হলো এসব ঘটন॥

সমাপ্তঃ।

আত্ম পরিচয়।

অজ্ঞ হয়ে কবিত্বের যশের প্রয়াস।
মন পক্ষে একামনা হয় উপহাস॥
খর্ব্ব হয়ে যবে যেন হস্ত উত্তোলন।
উচ্চতর ফল চাহে করিতে গ্রহণ॥

ক্ষিতিতে বিখ্যাত স্থান জেলা বর্দ্ধমান
বিরাজেন রাজলক্ষ্মী ভূপসন্নিধান॥
তার অনুপাতি বড়শাল নামে গ্রাম।
শিষ্টজাতি অনেক বসতি অনুপাম॥
দামোদর দক্ষিণে উত্তরে বক্রেশ্বরী।
পূর্ব্বে ভাগিরথী পশ্চিমাংশে গড়গঙ্গা
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য চৌদিগে শোভিত
তথি মধ্যে দাস পাড়া অতি সুশোভিত
অতঃপর আত্ম পরিচয় কিছু কব।
দক্ষিণ রাঢ়ীয় যে কায়স্থ কুলোদ্ভব॥
বর্ণনে বাহুল্য সংক্ষেপেতে নিবেদিব
দাসাখ্যান শিবপ্রসাদ গুণাঢ্য শিব
সর্ব্ব গুণান্বিত দুই তাঁহার নন্দন।
মম খুল্লতাত নাম শ্রীরাধামোহন॥
কনিষ্ঠ হয়েন পরউপকারে শ্রেষ্ঠ।
ততোধিক তার সহোদর যিনি জ্যেষ্ঠ
শ্রীরাইমোহন দাস অতি শুদ্ধ মন।
তার সুত অকিঞ্চন শ্রীতারাচরণ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়।
মন্মথ কাব্য রচি ভাবি শারদায়।